الإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله وعلم الحديث

ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ ও ইলমে হাদীস



محمد عبد الاول هلال

মোঃ আবদুল আউয়াল হেলাল

ইমাম আযম আবূ হানীফা
রাহিমাহুল্লাহ
ও ইলমে হাদীস

الإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله وعلم الحديث

ইমাম আযম আবূ হানীফা

রাহিমাহুল্লাহ

ও ইলমে হাদীস

محمد عبد الاول هلال

মোঃ আবদুল আউয়াল হেলাল



আল হাবীব ফাউন্ডেশন

ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ ও ইলমে হাদীস

মোঃ আবদুল আউয়াল হেলাল

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০১১, যিলহজ্জ ১৪৩২

দ্বিতীয় প্রকাশ (পরিমার্জিত) : মে ২০১৭, শাবান ১৪৩৮

প্রকাশনায়

আল হাবীব ফাউন্ডেশন

ডাক : থানাবাজার-৩১৯০, উপজেলা : জকিগন্জ, জেলা : সিলেট।

ফোন : ০১৭৫১৬৯৮৯৫, ০১৭১৫৫৭৫০

www.alhabibfoundation.com

পরিবেশক

নুমানিয়া লাইব্রেরী
হাজী কুদরত উল্লাহ মার্কেট, সিলেট
মোবাইল : ০১৭১৫-০৯৫৪৯৪১

সাইমুন লাইব্রেরী
সুবহানীঘাট, সিলেট
মোবাইল : ০১৭১৯ ৪২৮০৬৯

কম্পোজ

আর্টিস্টিক, ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ

মোঃ ওবাইদুল হক

মুদ্রণ

প্রিন্ট ওয়ান

মূল্য

কার্ড বাঁধাই ঃ ২৫০.০০ টাকা

জেল বাঁধাই ঃ ৩০০.০০ টাকা

Imam Azam Abu Hanifa O Ilme-e-Hadis
(Imam Azam Abu Hanifa and Ilm al Hadis)
by Muhammad Abdul Awal Helal
2nd Edition: May 2017, Al Habib Foundation
Card Binding : £3
Gel Binding : £5
ISBN 978-0-9573222-1-9

উৎসর্গ

দাদা

মাওলানা মুমতায আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি,
যার ঐকান্তিক কামনা ছিলো তাঁর বংশে যেনো
ইসলামি শিক্ষা চলমান থাকে।

লেখকের নিবেদন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمدلله رب العالمين. الذى جعل العلماء ورثة النبيين. وخص منهم الائمة المجتهدين. والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين. وعلى اله وصحبه ومن تبعهم اجمعين.

সেই মহান সত্তার লাখো কোটি শুকরিয়া যিনি অধমকে ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে কিছু লিখার তাওফিক দিয়েছেন। মুলতঃ এরকম একটি বই লেখার চিন্তাও মাথায় আনা আমার মতো মানুষের সাধ্যসীমার মধ্যে ছিলো না। কিন্তু ওয়ালিদ কিবলার দোয়া এবং ইমাম আযমের রূহানী তাওয়াজ্জুহ'র বরকতে আল্লাহ্ পাক আমাকে দিয়ে সেই কাজ করিয়েছেন।

প্রথম দফা আব্বার পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে হাদীসের সনদ বিতরণ অনুষ্ঠিত হয় সিলেট শহরের সুবহানীঘাটস্থ হাজী নওয়াব আলী জামে মসজিদে, ১৯৮৫ সালে। দ্বিতীয় দফা অনুষ্ঠিত হয়েছে ইছামতি আলিয়া মাদরাসা মসজিদে, ২০০৬ সালে। তৃতীয় দফা আনুষ্ঠানিকভাবে হাদীসের সনদ বিতরণ করা হয় ৩১ জানুয়ারি ২০০৮ তারিখে, সুবহানীঘাট হযরত শাহজালাল দারুস সুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা মাঠে। ২০০৭ সালের মাঝামাঝি আব্বার হুকুম তামিল করতে গিয়ে *ইমাম আবূ হানীফা ও ইলমে হাদীস* শীর্ষক প্রবন্ধ লেখায় হাত দিই। সনদ বিতরণ উপলক্ষে প্রচারিত *আহবাব* নামক সাময়িকীতে তেইশ পৃষ্ঠার প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধ পড়ে অনেক উলামা এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ বই লেখায় উৎসাহিত করেন। ইতোমধ্যে আমার পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব দৈনিক ইনকিলাবের নির্বাহী সম্পাদক মাওলানা কবি রূহুল আমীন খান সাহেবের উদ্যোগে এ প্রবন্ধ পাঁচ কিস্তিতে (মার্চ-এপ্রিল, ২০০৮) দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত হয়। ইনকিলাবে ধারাবাহিক প্রকাশিত লেখাটি পড়ে বিভিন্ন স্থান থেকে উলামায়ে কিরাম এবং সাধারণ পাঠক টেলিফোনে আমাকে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করেন। এরই মাঝে আব্বা এবং খান সাহেব হুজুর আমাকে বই লেখার তাগিদ দিতে থাকেন। তাঁদের সস্নেহ তাগাদা এবং দিক নির্দেশনায় বই লেখার জন্য মনের দিক থেকে প্রস্তুত হই। প্রথমেই ঐ বিষয়ে আরো বই কিতাব সংগ্রহ শুরু করি। আলহামদুলিল্লাহ ! অল্প সময়ে অনেক দুষ্প্রাপ্য কিতাব হাতে এসে যায়। প্রতিটি কিতাব আদ্যোপান্ত পড়া এবং লেখার জন্য প্রয়োজনীয় অংশ মার্ক করে রাখা ইত্যাদিতে দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়।

এ পর্যায়ে আমি পরম কৃতজ্ঞতার সাথে দু'জন মানুষের কথা উল্লেখ করতে চাই। প্রথম জন আমার সহধর্মিণী। প্রবাস জীবনে সম্পূর্ণ একা তিনটি অবুঝ শিশুকে (নাবিলা, নাফিসা, নাসিমা) সামলিয়ে সংসারের প্রাত্যহিক কাজকর্ম ঠিক মতো সম্পাদন করতঃ কোন অভিযোগ ছাড়াই আমাকে রাতের পর রাত পড়া এবং লেখার সুযোগ করে দেয়া সত্যি বিরাট ব্যাপার। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে আমি তার প্রতি অবিচার করছি। আল্লাহ্ পাক যেনো ইমাম আযমের

উসিলায় তাকে উত্তম বদলা দান করেন। দ্বিতীয় জন লন্ডনস্থ দারুল হাদীস লতিফিয়ার সিনিয়র শিক্ষক মাওলানা শিহাবুদ্দীন গোটারগ্রামী। যখনই কোনো কিতাবের মূল পাঠ বুঝতে সমস্যা হয়েছে তখনই তাঁর দ্বারস্থ হয়েছি। কখনোবা মাদরাসায় ক্লাসের ফাঁকে, কখনো তাঁর ঘরে, কখনো টেলিফোনে জিজ্ঞেস করেছি। সর্বাবস্থায় তিনি হাসিমুখে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন। সত্যি বলতে কি- তিনি এভাবে উদার সহযোগিতা না দিলে কাজটি এগিয়ে নিতে প্রচন্ড বেগ পেতে হতো। আল্লাহ্ পাক তাঁর ইল্‌ম ও তাকওয়ায় বরকত দান করুন। আরও চার জন মানুষকে স্মরণ করতেই হয়। তারা হচ্ছেন- কবি সাংবাদিক অগ্রজপ্রতিম জনাব আবদুল মুকিত মুখতার, কবি গল্পকার বন্ধু শামীম শাহান, মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন কালারুকী ও স্নেহভাজন মাওলানা মারূফ আহমদ। বইখানি কম্পোজ এবং ডিজাইন ইত্যাদিতে এ চার জনের পরিকল্পনা ঐ শ্রম ছিলো একমাত্র ভরসা।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক বলতে চাই যে, এ বইটি ইমাম আযমের ধারাবাহিক জীবনী নয়। ইলমে হাদীসের সাথে ইমাম আযমের কি সম্পর্ক সেটিই এ বইয়ের মূল প্রতিপাদ্য। এছাড়া মাযহাব বিরোধী চক্র ইমাম আযম সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টির লক্ষ্যে যেসব অভিযোগ উত্থাপন করে সেগুলোর তথ্যভিত্তিক জবাব দেয়া হয়েছে এ বইয়ে। ইমাম আযমের উপর তাদের অভিযোগ অনেক। তবে আমরা মাত্র পাঁচটি অভিযোগ চিহ্নিত করে জবাব দিয়েছি। মূলতঃ এ পাঁচ বুনিয়াদী অভিযোগের উপর ভিত্তি করে বাকিগুলোর জন্ম। তাই এগুলোর প্রামাণ্য জবাব হয়ে গেলে বাকীগুলো আপনা থেকে তিরোহিত হয়ে যায়। আশাকরি সংক্ষিপ্ত পরিসরে হলেও পাঠক ঐ বিষয়ে দিক নির্দেশনা পেয়ে যাবেন। বইখানি পড়ে উৎসাহিত হয়ে ভবিষ্যতের কোনো গবেষক যদি মাতৃভাষায় এ বিষয়ে বিস্তারিত এবং পরিপূর্ণ গবেষণা কর্ম জাতিকে উপহার দেন, তবেই আমার শ্রমের স্বার্থকতা।

যাদের অমূল্য গ্রন্থাদি থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছি তাঁরা প্রত্যেকেই ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় দিকপাল হিসেবে বিবেচিত। আল্লাহ্ পাক যেনো তাঁদের দরজা বুলন্দ করেন। তাঁদের পথেই যেনো আমাদের পরিচালিত করেন। এটিইতো সিরাতে মুস্তাকীম।

শ্রদ্ধেয় পাঠক! যদি কোন ভ্রান্তি গোচরিভূত হয় দয়া করে জানাবেন। পরবর্তীতে গুরুত্বের সাথে সংশোধন করা হবে। এ ছাড়া বইখানির ব্যাপারে যে কোন পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। ধন্যবাদ সবাইকে।

ইমাম আযমের রূহানী ফয়েয ভিখারী

মোঃ আবদুল আউয়াল হেলাল
helal69@ymail.com
তারিখ ঃ ১০ নভেম্বর ২০১১ ঈসায়ী, লন্ডন
গ্রাম ঃ রারাই, ডাক ঃ থানাবাজার ৩১৯০, উপজেলা ঃ জকিগঞ্জ, জেলা ঃ সিলেট

লেখকের পিতা, উস্তাযুল উলামা, কুদওয়াতুল ফুদালা শায়খুল হাদীস আল্লামা মোঃ হবিবুর রহমান দামাত বারাকাতুহু'র অভিমত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نحمده ونصلى على رسوله الكريم. اما بعد

আলহামদুলিল্লাহ! মুহতারাম আসাতেযায়ে কিরাম, পীর ও মুরশিদ এবং মা-বাবা, মুরব্বিগণের দোয়ার বরকতে বিগত পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে ইলমে হাদীস অধ্যয়ণ-অধ্যাপনার সুযোগ আমার হয়েছে। এ সুবাধে ইলমে হাদীসে ইমাম আযমের পারদর্শীতা এবং খিদমাত সম্পর্কে কিঞ্চিৎ হলেও ধারণা আছে।

দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে মাযহাব বিরোধী চক্রের টার্গেট ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ। আমাদের দেশও এর ব্যতিক্রম নয়। এখানে মাযহাব বিরোধীরা বিভিন্ন নামের ছদ্মাবরণে চটি পুস্তক প্রকাশ এবং বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে ইমাম আযমের বিরুদ্ধে বিষোধগার ছড়ায়। কতিপয় অলিক এবং অসংলগ্ন তথ্যের উপর নির্ভর করে তারা বলতে চায় যে, ইলমে হাদীসে ইমাম আযমের বুৎপত্তি ছিলো না। তাই তাঁর মাযহাব কিয়াস নির্ভর।

মাযহাব বিরোধী চক্রের এসব উদ্ভট প্রচারণার জবাব যুগে যুগে বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কিরাম দিয়ে এসেছেন। তবে এগুলো প্রায়ই আরবী এবং উর্দু ভাষায় রচিত। বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মাঝে মাযহাব বিরোধী চক্রের ক্রমবর্ধমান প্রচারণা দেখে দীর্ঘ দিন থেকে মনে প্রাণে কামনা করতাম, যেনো বাংলা ভাষায় এরকম একটি তথ্য নির্ভর গ্রন্থ বাজারে আসে। যাতে করে এ ভাষার পাঠকের সম্মুখে মাযহাব বিরোধীদের মুখোশ উন্মোচিত হয়।

আলহামদুলিল্লাহ! আমার বড় ছেলে লন্ডনস্থ দারুল হাদীস লতিফিয়ার সিনিয়র শিক্ষক মোঃ আবদুল আউয়াল হেলাল'র যথেষ্ট পরিশ্রমের ফলে এ গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্যনির্ভর গ্রন্থখানা রচিত হয়েছে। বাংলাদেশে মাযহাব বিরোধী চক্রের দ্বারা সৃষ্ট বহুমুখী ফিতনা এবং নৈরাজ্য প্রতিহত করার লক্ষ্যে এ বইখানা দ্রুত প্রকাশিত হয়ে পাঠকের হাতে পৌঁছা দরকার বলে আমি মনে করি। দোয়া করি আল্লাহ্ পাক যেনো তার এ শ্রমকে কবুল করেন। আমীন।

তারিখ: ২ নভেম্বর ২০১১

(মো. হবিবুর রহমান)

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, দৈনিক ইনকিলাবের নির্বাহী সম্পাদক মাওলানা কবি রুহুল আমীন খান সাহেবের অভিমত

ইসলামী আইন শাস্ত্রের স্থপতি ইমাম আযম নূমান ইবনে সাবিত এক ক্ষণজন্মা মহামনীষী, এক বিস্ময়কর প্রতিভা। তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, প্রখর মেধা, অপূর্ব উদ্ভাবনীশক্তি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, অকাট্য যুক্তি যেমন প্রবাদে পরিণত, তেমনি তাঁর তাকোয়া-পরহেজগারী, ইবাদত বন্দেগী, ন্যায়নিষ্ঠা, অদম্য সাহসিকতা, ত্যাগ ও কুরবানীও বেনযীর-বেমিসাল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাঁর অমর অবদান বিধিবব্ধ ইসলামী আইনশাস্ত্র বিশ্বের লাখো মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফকীহ-ইমামদের করেছে অভিভুত, বিস্ময় বিমুগ্ধ, আকৃষ্ট এবং পরিগণিত করেছে তাঁর অনুগামী অনুসারীতে। নিন্দুকদের মুখে ছাই ছিটিয়ে, দিনকানা বিদ্বিষ্ট চামচিকে বাদুড়দের বুকের জ্বালা বাড়িয়ে এই প্রদীপ্ত ভাস্করের আলোক বিচ্ছুরণ অব্যাহত রয়েছে যুগ-যুগ ধরে, সহমহিমায়।

উলুমে কুরআন, উলুমে হাদীস, উলুমে কালাম, উলুমে ফিকহের উস্তাদগণের উস্তাদ ইমাম আযম আবূ হানীফা নাকি হাদীস শাস্ত্রে অজ্ঞ ছিলেন-নিন্দুক ও বিদ্বেষীদের এমন অপবাদ ও অপপ্রচারের জবাব দিয়ে গেছেন বিশ্ববিখ্যাত বহু সম্মানিত মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও মুজতাহিদ। তাঁরা অগণিত অকাট্য দলিল দিয়ে প্রমাণ করেছেন বিদ্বেষীদের অভিযোগের অসারতা। কিন্তু 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী'। সে যুগ চলে গিয়ে এ যুগে এসেও তাদের ভাবশিষ্য কিছু অর্বাচীন অপপ্রচারে মেতে উঠেছে দুর্বিনীত ঔদ্ধত্যে, অমার্জনীয় ধৃষ্টতায়। কিন্তু চামচিকে, বাদুড় চোখ মুদে গালি পাড়তে থাকলেও প্রদীপ্ত সূর্যের আলোক-বিচ্ছুরণ ক্ষণিকের জন্য হয় না বাধাগ্রস্ত, কয়লার ময়লায় বিন্দুমাত্র ম্লান হয় না হীরকের ঔজ্জ্বল্য।

মাওলানা রূমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন-

آفتاب آمد دلیل آفتاب + گر دلیلت باید از وی رومتاب

সূর্য নিজেই তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ-তবুও যদি চাও উদাহরণ, চেয়ে থাকো তার দিকে -ফিরিয়ে নিয়ো না দু'নয়ন।

ইমাম আযম-সূর্যের রশ্মি এতই প্রখর যে, তিনি নিজেই নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রমাণ। কিন্তু সেই দৃষ্টি নিয়ে তো তাকাতে হবে তাঁর দিকে। ওরা যে চোখ থাকতেও অন্ধ। তবে যারা চক্ষুষ্মান তারা দেখেছেন, ইমাম আযম অনন্য, অসাধারণ। এই মহামনীষীর জন্ম সেকালে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানকেন্দ্র, ইলমে হাদীস, ইলমে তাফসীর, ইলমে ফিক্‌হ, ইলমে কালাম, ন্যায়শাস্ত্র, আরবী ব্যাকরণ, ভাষা ও সাহিত্য বিশারদদের পদচারণায় ধন্য ঐতিহাসিক কূফা নগরীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে, ৮০ হিজরীতে, খাইরুল কুরূনে। তিনি সাক্ষাৎ পেয়েছেন বেশ কয়েকজন সম্মানিত আসহাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। তাঁর দাদা

জওতী (র.) ছিলেন আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী কাররামাল্লাহু তা'লা ওয়াজহাহুর একান্ত স্নেহ ধন্য প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব। বিস্ময়কর মেধা ও প্রতিভার অধিকারী নুমান শিক্ষা গ্রহণ করেন প্রায় চার হাজার উস্তাদের কাছে। যাদের মধ্যে ছিলেন সর্বযুগের প্রখ্যাত বহু হাদীস বিশারদ, ফকীহ ও মুজতাহিদ। তাঁর সাগরেদদের সংখ্যা চার হাজারেরও অধিক। যাদের মধ্যে রয়েছেন এমন সব বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস-বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনু মাজা, বায়হাকী (র.) প্রমুখ হাদীসের ইমামগণ ছিলেন যাদের সাগরেদদের সাগরেদ।

ইমাম আবূ হানীফা কেবল হাদীস বিশারদই ছিলেন না, প্রোথিতযশা মুহাদ্দিস আবূ আবদুর রহমানের মতে, তিনি ছিলেন ইলমে হাদীসের শাহানশাহ। ২২ জন সাহাবীর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটেছে। ৮ জন সাহাবী থেকে তিনি সরাসরি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন সূত্র পরম্পরায় খলীফাতুর রাসূল হযরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুসহ খোলাফায়ে রাশেদুনের সব ক'জন সম্মানিত খলীফা থেকে। হযরত আবূ হুরাইরা, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়শা, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, উবাই ইবনে কাব, যায়দ ইবনে সাবিত, মুয়ায ইবনে জাবাল রিদওয়ানুল্লাহি তা'লা আলাইহিম আজমাঈন প্রমূখ শ্রেষ্ঠতম আসহাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে। তিনি হজ্জ ও যিয়ারত করেছেন ৫০ বার এবং এ উপলক্ষে হাদীসের উৎস ভূমি মক্কা মুয়াজ্জমা এবং মদীনা মুনাওয়ারায় কাটিয়েছেন জীবনের এক বিরাট সময়। তাঁর মুসনাদ (হাদীস সংকলন)-এর সংখ্যা ২০টিরও অধিক। তাঁর বর্ণিত সুলাছি (মাত্র তিন রাবী সূত্রে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত) হাদীসের সংখ্যা প্রায় ৭শ'। ইমাম যাহাবী (রহ.)-এর মতে, ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন হাফিযে হাদীস-অর্থ্যাৎ এক লাখেরও বেশি হাদীস সনদসহ তাঁর মুখস্ত ছিল। বস্তুত, ইমাম আযম (রহ.)-এর নিকট ছিল লাখ লাখ হাদীসের বিশাল ভাণ্ডার। সেই ভাণ্ডার মন্থন করে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের মাধ্যমে সে যুগের শ্রেষ্ঠতম ইসলামী মনীষীদের সহায়তায় ইমাম আযম প্রতিষ্ঠা করে গেছেন বিধিবদ্ধ ইসলামী আইনের সুরম্য প্রাসাদ-ফিকহে হানাফী।

কিতাবুস সিয়ানার মতে, ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ-এর সংকলিত মাসআলার সংখ্যা ১২ লাখ ৯০ হাজারেরও অধিক। এ সকল মাসআলার মূল ভিত্তি কুরআন ও হাদীস। প্রখ্যাত মনীষী ইসরাইল বলেন, নুমান এমন এক ব্যক্তি যিনি ফিকহী বিষয় সম্বলিত প্রতিটি হাদীসের হাফিয ছিলেন। ফলকথা, কুরআন-সুন্নাহ্র ভিত্তিতে তিনি এমন আইনশাস্ত্র প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, যা যে কোন যুগের যে কোন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে সক্ষম, যে কোন সমস্যার সমাধানের উপযোগী। এই কালোত্তীর্ণ ফিকহের আবেদন কোন কালেই ফুরাবে না। তুর্কী উসমানী খিলাফত, ভারতীয় মুঘল সাম্রাজ্যসহ বিভিন্ন ইসলামী দেশে রাষ্ট্রীয় বিধিরূপে পরিগণিত হয়েছিল ফিকহে হানাফী এবং আজও এ ফিকহের অনুসারী বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি মুসলমান। 'ইমাম আবূ হানীফা হাদীস জানতেন না' বিদ্বেষীদের এরূপ অপপ্রচার অতীতেও যেমন এই কোহেনুরের দ্যোতি ম্লান করতে পারেনি ভবিষ্যতেও পারবে না। তবুও মোকাবেলা করতে হয় হঠধর্মী– নিন্দুকদের ধৃষ্টতার। এ লক্ষ্যেই বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন, গবেষক, পরম স্নেহভাজন মাওলানা মোঃ আবদুল আউয়াল হেলাল'র এই প্রশংশনীয় উদ্যোগ। তাঁর গভীর

অনুসন্ধিৎসা অক্লান্ত গবেষণার ফসল এই 'ইমাম আযম আবূ হানীফা ও ইলমে হাদীস' শীর্ষক গ্রন্থ। এ এক অমূল্য অভিসন্দর্ভ। তিনি আবেগমুক্ত হয়ে, গবেষকের অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে, নির্ভরযোগ্য তথ্য ও তত্ত্বে সমৃদ্ধ করেছেন অভিসন্দর্ভটি। প্রমাণ করেছেন যে, ইমাম আযম কেবল ইলমে ফিকহেরই ইমাম নন, ইলমে হাদীসেরও ইমামুল আইম্মা। ইদানিং যে সকল অর্বাচীন প্রেট্রো ডলারের গরমে ভারসাম্য হারিয়ে ইমাম আযমকে নিয়ে চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করছে এ গ্রন্থ হবে তাদের ঔদ্ধত্বের দাঁতভাঙ্গা জবাব। এ যুগের অন্যান্য হানাফী গবেষক ও লেখকদেরও এ খিদমতে এগিয়ে আসা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। আল্লাহ পাক লেখককে হায়াতে তাইয়্যেবা দান করুন, উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন এবং আরো এ ধরনের লিখনী খিদমাত আঞ্জাম দেয়ার তওফীক এনায়েত করুন।

তারিখ: ১৬ অক্টোবর ২০১১

(রূহুল আমীন খান)

সূচি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

জন্ম ও শাহাদাত

ইসলামের ইতিহাসে এক অত্যুজ্জ্বল নাম ইমাম আবূ হানীফা নু'মান বিন ছাবিত রাহিমাহুল্লাহ। প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী তাঁর জন্ম ৮০ হিজরী সালে। তবে প্রখ্যাত মুহাদ্দিসীনে কিরাম ইমাম আযম রাহিমাহুল্লাহ'র জন্ম সন সম্পর্কিত দূর্বল মতকেও আলোচনায় স্থান দিয়েছেন। ইমাম ইবন হিব্বান (ওফাত ৩৫৪ হিজরী), ইমাম আবূ কাসিম সামনানী (ওফাত ৪৯৯ হিজরী), ইমাম সামআনী (ওফাত ৫৬২ হিজরী) প্রমূখ ৭০ হিজরী সালে ইমাম আযমের জন্ম বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম মুযাহিম বিন যাওয়াদ, ইমাম ইবন খাল্লিকান (ওফাত ৬৮১ হিজরী), ইমাম ইবন আবিল ওয়াফা (ওফাত ৭৭৫ হিজরী) প্রমুখ ৬১ হিজরী সালকেই ইমাম আযমের জন্ম সন বলে সাব্যস্থ করেছেন। ইমাম বদরুদ্দীন আইনী (ওফাত ৮৫৫ হিজরী) সহ অনেকেই ইমাম আযমের জন্ম সন বিষয়ে আলোচনায় উল্লিখিত তিন মতের পাশাপাশি ৬৩ হিজরী বলেও একটি মত উল্লেখ করেছেন।

আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষক আল্লামা যাহিদ কাউছারী (ওফাত ১৩৭১ হিজরী) ৭০ হিজরী সালকে ইমাম আযমের জন্ম সন হিসেবে সাব্যস্থ করেছেন। ইমাম আযমের জন্ম সন সম্পর্কিত আইম্মায়ে কিরামের মতামত সবিস্তারে জানার জন্য আল্লামা যাহিদ কাউছারীর *তা'নিবুল খাতীব* এবং শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী *প্রণীত ইমাম আবূ হানীফা ইমামুল আইম্মা ফিল হাদীস ১ম খণ্ড* দেখা যেতে পারে।

ইমাম আযমের দাদা যুতী অথবা যুতা কুফার অধিবাসী ছিলেন। চতুর্থ খলিফা সায়্যিদুনা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে তাঁর খুবই গভীর সম্পর্ক ছিলো। ইমাম আযমের পিতা ছাবিত বাল্যকাল থেকেই সায়িদুনা আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর স্নেহধন্য ছিলেন।

১৫০ হিজরীতে ইমাম আযম বাগদাদে ইন্তিকাল করেছেন এতে কারো দ্বিমত নেই। লক্ষণীয় যে, ইমাম আযমের সীরাত ও মানাকিব বিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠে জানা যায় যে, কারাগারের ভেতর তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে বিষ প্রয়োগ করা হয়। এই বিষক্রিয়াতেই ১৫০ হিজরীর ১৪ শাবান দিবাগত রাতে (শবে বরাতে) তিনি শাহাদত বরণ করেন। বাগদাদেই তাঁকে দাফন করা হয়। পরবর্তীতে এই কবরস্থান *মাকবারা আয্যামিয়া* নামে খ্যাতি লাভ করে।

কুনিয়াত সম্পর্কিত ভ্রান্তি নিরসন

ইমাম আযমের নাম নু'মান। তাঁর কুনিয়াত (উপনাম) হচ্ছে আবূ হানীফা। হানীফা আরবী শব্দটি হানীফ শব্দের স্ত্রী লিঙ্গ। আবূ হানীফা অর্থ হচ্ছে হানীফার পিতা। ইমাম আযমের এ কুনিয়াত নিয়ে অনেক ভ্রান্তি ছড়িয়ে আছে। কোনো কোনো জীবনী গ্রন্থে কোন ধরণের রেফারেন্স ছাড়াই বলা হয়েছে, ইমাম আযমের একজন মেয়ের নাম ছিলো হানীফা, একারণেই তাঁর কুনিয়াত হয়েছে আবূ হানীফা। এমনকি অনেক বক্তা ইমাম আযমের মেয়ে হানীফাকে

নিয়ে অনেক রসালো কাহিনী পরিবেশন পূর্বক বাজিমাত করেন। মূলতঃ ইমাম আযমের সীরাত এবং মানাকিব বিষয়ে রচিত (পূর্ববর্তী ও বর্তমান) প্রামাণ্য কোনো গ্রন্থে একমাত্র ইমাম হাম্মাদ ছাড়া তাঁর কোনো ছেলে কিংবা মেয়ে সন্তান ছিলেন বলে উল্লেখ নেই। ইমাম ইবন হাজার মাক্কী স্বীয় *আল খাইরাতুল হিসান* গ্রন্থের ৪র্থ অধ্যায়ে বলেছেন-

لايعلم له ولد ذكر ولا انثى غير حماد.[١]

অর্থ্যাৎ- কেবল হাম্মাদ ছাড়া তাঁর অন্য কোন ছেলে কিংবা মেয়ে সন্তান ছিলেন বলে জানা যায়না।

শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী বলেন-

آپ کی یہ کنیت کسی صاحب زادی کی وجہ سے نہ تھی کیونکہ حماد کے سوا آپ کی اور کوئی بھی مذکر یا مؤنث اولاد تھی نہیں۔[٢]

অর্থ্যাৎ- কোন ছাহেবজাদীর কারণে তাঁর এ কুনিয়াত হয়নি। কেননা হাম্মাদ ছাড়া তাঁর কোনো ছেলে বা মেয়ে সন্তান ছিলেনই না।

ইমাম আযমের কুনিয়াত আবূ হানীফা হওয়ার বিভিন্ন কারণ কিতাবাদিতে উল্লিখিত হয়েছে। সব মিলিয়ে একথা বুঝা যায় যে, ইমাম আযম নিজের জন্য এ কুনিয়াত নিজেই ঠিক করেছিলেন। এই কুনিয়াত বিষয়ে বিশ্লেষনমূলক আলোচনা বিভিন্ন কিতাবে আছে। প্রয়োজনে সেগুলো দেখা যেতে পারে।

কূফা নগরীর ইলমী অবস্থান

দ্বিতীয় খলিফা সায়্যিদুনা উমার বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু'র নির্দেশে ইরাক বিজয়ী সায়্যিদুনা সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ১৭ হিজরী সালে কূফা নগরীর গোড়াপত্তন করেন। বসতের জন্য নতুন নগরী প্রতিষ্ঠা হলে চতুর্দিক থেকে মুসলমানগণ এখানে বসতি স্থাপন করেন। তখনকার মুসলমানগণ মর্যাদার দিক থেকে হয়তোবা সাহাবী অথবা তাবিঈ ছিলেন। ঐতিহাসিক বর্ণনা মতে পনেরো শত সাহাবী কূফায় বসত গড়ে তোলেন। এই বিপুল সংখ্যক সাহাবীর মধ্যে ৭০ জন ছিলেন বদরী এবং ৩০০ জন ছিলেন বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবী। *তাবাকাতে ইবন সা'দ* এর বরাতে বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে-

ان الكوفة اقام بهاسبعون من اهل بدر وثلاث مائة من اصحاب بيعة رضوان.

অর্থ্যাৎ-কূফা এমন নগরী- যেখানে ৭০ জন বদরী সাহাবী এবং ৩০০ জন বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবী বসবাস করতেন।

কূফা নগরী প্রতিষ্ঠার পর ফারুকে আযম সায়্যিদুনা উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু সেখানে শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করেন ফাকিহুল উম্মাহ্ সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু

---

١. الامام ابن حجر مكى۔ الخيرات الحسان۔ صـ٤١

٢. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، امام ابوحنیفہ امام الائمہ فی الحدیث. ١: ٥٤

আনহুকে। তিনি সায়্যিদুনা উসমান যিননূরাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু'র খিলাফতকাল পর্যন্ত কূফায় অবস্থান করে সেখানের বাসিন্দাদের তালীম- তারবিয়্যাতের কাজ অব্যাহত রাখেন। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে সায়্যিদুনা ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু'র ইলমী গ্রহণযোগ্যতা ছিলো প্রশ্নাতীত। তিনি প্রখ্যাত ফকীহ সাহাবাগণের একজন ছিলেন। হাদীস শরীফের গ্রন্থাদিতে মানাকিবে সাহাবা অধ্যায়ে হযরত ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা নির্দেশক বহু সংখ্যক হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। তন্মধ্যে একটি মাত্র উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে প্রদত্ত হলো। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

رضيت لامتى مارضى لهاابن ام عبد،وكرهت لامتى ماكره لها ابن ام عبد!

অর্থ্যাৎ- আমার উম্মতের জন্য আমি সে বিষয়টিতে সম্মত রয়েছি যে বিষয়ে ইবনু উম্মে আবদ (ইবন মাসউদ) সম্মত রয়েছে। আর সে বিষয়টি আমি আমার উম্মতের জন্য অপছন্দ করি যা ইবন মাসউদ অপছন্দ করে।

সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (তাঁর কুনিয়াত ছিলো ইবন উম্মে আব্‌দ) কূফার ঘরে ঘরে **قال الله** এবং **قال رسول الله** (কোরআন-হাদীসের) এর বাণী পৌঁছে দিয়ে ছিলেন। কূফায় স্থায়ী বসতকারী সাহাবায়ে কিরামের প্রচেষ্টা, বিশেষতঃ হযরত ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর অব্যাহত চেষ্টার বদৌলতে কূফায় ইলমের চর্চা যে উচ্চকিত হয়ে উঠেছিলো তা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় সায়্যিদুনা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মন্তব্যে।

সায়্যিদুনা আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু কূফা নগরীকে ইসলামী খিলাফতের রাজধানী মনোনীত করেন। ৩৬ হিজরীর ১২ রজব তিনি কূফায় চলে আসন। সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছাত্রদের দ্বারা কূফার ঘরে ঘরে ইলমে কুরআন, ইলমে হাদীসের ব্যাপক চর্চা দেখে তিনি মন্তব্য করেছিলেন-

رحم الله ابن ام عبد قد ملأ هذه القرية علما.٢

অর্থ্যাৎ- আল্লাহ ইবন উম্মে আবদকে (ইবন মাসউদ) রহম করুন। তিনি তো এ জনবসতীকে ইলমে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।

পরবর্তী ইতিহাসে দেখা যায় হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ ও হযরত আলী ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু'র শিষ্য-অনুশিষ্যদের দ্বারা কূফায় ইলমের যে ব্যাপক চর্চা হয়েছে তেমনটি অন্য কোথাও হয়নি। ইমাম ইমাম আফফান বিন মুসলিম (ওফাত ২২০হিজরী) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হাদীস সংগ্রহের জন্য বাসরা থেকে কূফায় আসেন। তিনি বলেন-

فقدمنا الكوفة فاقمنا اربعة اشهر، ولواردنا ان نكتب مائة الف حديث لكتبنا بها الا قدرخمسين الف حديث.٣

---

١. الامام بزار۔ المسند۔ ۵:۳۵۴، الامام احمد بن حنبل۔ فضائل الصحابة۔ ٢:٨٣٨،الامام هيثمى، مجمع الزوائد ٩:٢٩٣

٢. الامام زيلعى۔ مقدمة نصب الراية ١: ٣٠

٣. الامام زيلعى۔ مقدمة نصب الراية ١: ٣٥

অর্থ্যাৎ-আমি কুফায় গিয়ে চার মাস অবস্থান করি। ঐ সময়ের মধ্যে চাইলে এক লক্ষ হাদীস লিখতে পারতাম। তবে আমি মাত্র পঞ্চাশ হাজার হাদীস লিখেছি।

আমিরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস ইমাম বুখারী (ওফাত ২৫৬ হিজরী) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হাদীস সংগ্রহের জন্য তাঁর সফর সম্পর্কে বলেন-

دخلت الى الشام ومصر والجزيرة مرتين. والى البصرة اربع مرات. واقمت بالحجاز ستة اعوام. ولااحصى كم دخلت الى الكوفة والبغداد مع المحدثين.[1]

অর্থ্যাৎ-আমি (হাদীস সংগ্রহের জন্য) শাম (সিরিয়া), মিসর ও জাযিরা (আলজিরিয়া) গিয়েছি দুই বার। বাসরায় গিয়েছি চার বার। হিজাযে (মক্কা ও মদীনা শরীফ) ছয় বছর অবস্থান করেছি। আর কূফা ও বাগদাদের মুহাদ্দিসীনের কাছে কতবার যে গিয়েছি তা ধারণাই করতে পারি না।

ইমাম আফফান বিন মুসলিম এবং ইমাম বুখারীর এ দু' উক্তি থেকে কুফায় হাদীসের ব্যাপক চর্চা এবং সংখ্যাধিক্যের ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। ইলমে হাদীসের এই সুবিশাল মারকাযে ইমাম আবূ হানীফা নু'মান বিন ছাবিত রাহিমাহুল্লাহ আনহু জন্মগ্রহণ করেন। এখানেই তিনি বড় হয়ে ওঠেন। এখানেই তাঁর ইলম অর্জনের সূচনা।

ইল্‌ম অন্বেষায় ইমাম আযম

কূফা

কূফা নগরীর ইল্‌মী বৈশিষ্ট্য আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। পনেরো'শ সাহাবীর আবাসস্থল হিসেবে কূফা এমনিতেই সে যুগে ইলমে হাদীসের শ্রেষ্ঠ মারকায হিসেবে চিহ্নিত ছিলো। সর্বোপরি ফকীহুল উম্মাহ সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং ইলমে নববীর দরজা সায়্যিদুনা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাগরিদগণের চেষ্টায় কূফার প্রতিটি ঘরে তখন ইলমে হাদীসের চর্চা অব্যাহত ছিলো। তাবিঈ ও তাবে তাবিঈ হাজার হাজার মুহাদ্দিস হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিওয়ায়াত ও দিরায়াত নিয়ে মশগুল ছিলেন কুফায়। হাদীস সংগ্রহকারী মুহাদ্দিসীন পতঙ্গের ন্যায় তখন কূফা অভিমুখে ধাবিত। এই কুফায় বড় হয়ে ওঠেন ইমাম আযম। এখানেই তিনি ইলম হাসিল করেন। ইমাম আবূ হানীফা যে ইল্‌মে হাদীসের পরিজ্ঞাত আলিম ছিলেন এর সাক্ষ্য মেলে তাঁর সমসাময়িক হাফিযে হাদীস ইমাম হাসান বিন সালেহ (ওফাত ১৬৯ হিজরী) রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উক্তিতে। তিনি বলেন-

كان ابو حنيفة عارفا بحديث اهل الكوفة وفقه اهل الكوفة. وكان حافظا لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الاخير الذى قبض عليه مما وصل الى اهل بلده.[2]

---

١. الامام ابن حجر العسقلانى۔ هدى السارى مقدمة فتح البارى صـ ٤٧٨

٢. الامام صيمرى۔ اخبار ابى حنيفة واصحابه:ص ١١، الامام ابن حجر المكى۔الخيرات الحسان:ص٤٢

অর্থ্যাৎ- আবূ হানীফা ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিকহ্‌র পরিজ্ঞাত আলিম ছিলেন। তাঁর শহরের বাসিন্দা মুহাদ্দিসগণের কাছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেষ আমল সম্পর্কিত যে হাদীস পৌঁছেছে তিনি তার হাফিয ছিলেন।

হারামাইন শরীফাইন

এটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট যে, হারামাইন শরীফাইন সব সময়ই ইলমে হাদীসের প্রাণ কেন্দ্র ছিলো। বিশেষ করে আকাবির সাহাবার আবাসস্থল মদীনা শরীফ হাদীসে নববীর উৎস ভূমি। কূফার মুহাদ্দিসীনের কাছ থেকে ইলমে হাদীস সংগ্রহের পর ইমাম আযম পাকভূমি হিজাযের দিকে মনযোগী হন। মক্কা ও মদীনা শরীফের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে তিনি ইলমে হাদীস সংগ্রহ করেন। মক্কা ও মদীনা শরীফে ইমাম আযমের অবস্থান ও ইলমে হাদীস শিক্ষা ব্যাপারে নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

৯৬ হিজরী সালে ইমাম আযম স্বীয় পিতা হযরত ছাবিত'র সাথে প্রথম হজ্জ আদায় করেন। বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, ইমাম আযম বলেন-

ولدت سنة ثمانين وحججت مع ابی سنة ست وتسعين وانا ابن ست عشر سنة .فلما دخلت المسجد الحرام رأيت حلقة عظيمة. فقلت لابی : حلقت من هذه. قال عبدالله بن جزء الزبيدی صاحب رسول الله صلی الله عليه وسلم فقدمت فسمعته يقول: سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم : من تفقه فی دين الله كفاه الله همه ورزقه من حيث لايحتسب.[1]

অর্থ্যাৎ- ৮০ হিজরী সনে আমি জন্মগ্রহণ করি। ৯৬ হিজরীতে আমার পিতার সাথে হজ্জ আদায় করি। তখন আমি ষোল বছর বয়সের যুবক ছিলাম। যখন মসজিদে হারামে প্রবেশ করি তখন সেখানে একটি বড় মজলিস দেখে আব্বাকে জিজ্ঞেস করলাম, এ মজলিস কার? তিনি বললেন- এটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী আবদুল্লাহ বিন জায যুবাইদীর মজলিস। আমি এগিয়ে গেলাম। শুনলাম তিনি বলছেন, 'রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করবে তার সকল দুশ্চিন্তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আর তিনি তাকে এমনভাবে রিযিক দেবেন যা সে ধারণাই করতে পারবেনা।

৯৬ হিজরী থেকে শুরু করে ১৫০ হিজরী পর্যন্ত ইমাম আযম প্রতি বছরই হজ্জ করেছেন। ইমাম ইয়াহইয়া বিন আদাম বলেন-

حج ابو حنيفة رحمه الله تعالی خمسا وخمسين حجة.[2]

---

١. الامام ابو المؤيدالخوارزمی. جامع المسانيدللامام ابی حنيفة۔ ١:٨٠،الامام ابن عبدالبر۔جامع بيان العلم وفضله. ١:١٠١،الامام خطيب البغدادی۔تاريخ البغداد۔ ٣:٣٢، الامام سبط بن الجوزی۔ الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح۔ص ١٢، شيخ الاسلام الدكتورمحمد طاهر القادری۔ امام ابو حنيفة امام الائمةفی الحديث۔ ١:٣٥٤

٢. الامام عبد القادر القرشی۔الجواهر المضية فی طبقات الحنيفة۔ ١:٤٩٥، الامام الزيلعی۔ مقدمة نصب الراية لاحاديث الهداية۔ ١:٣٢، شيخ الاسلام الدكتور محمد طاهر القادری ۔ امام ابو حنيفة امام الائمة فی الحديث ۔ ١:٣٥٥

অর্থ্যাৎ- ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ পঞ্চান্ন বার হজ্জ করেছেন।

এই পঞ্চান্ন বার হজ্জ পালনকালীন অবস্থান (প্রতিবার) কমপক্ষে একমাস করে ধরলে সাড়ে চার বছর হচ্ছে। এছাড়া বনু উমাইয়া শাসকগণের অত্যাচারী আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে ১৩০ হিজরী সালে ইমাম আযম হিজায চলে যান। আব্বাসী দ্বিতীয় খলিফা আবূ জা'ফর আবদুল্লাহ বিন মানসুর'র খিলাফত কালে ১৩৬ হিজরীর শেষ দিকে তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। হজ্জ পালনোপলক্ষে সাড়ে চার বছর এবং রাজনৈতিক কারণে ছয় বছর, মোট সাড়ে দশ বছর ইমাম আযম মক্কা ও মদীনা শরীফ অবস্থান করেন। এই অবস্থানকালীন সময়ে মক্কা শরীফে ইমাম আতা বিন আবী রিবাহ এবং মদীনা শরীফে ইমাম জা'ফর সাদিকসহ হিজাযের এমন কোন মুহাদ্দিস ছিলেন না যার কাছ থেকে তিনি হাদীস সংগ্রহ করেননি।

বাসরা

কূফা এবং হারামাইনের পর বাসরা হচ্ছে ইলমে হাদীসের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক, সায়্যিদুনা ইমরান বিন হুসাইনসহ ৩২ জন সাহাবীর (ইমাম হাকীমের তাহকীক মুতাবিক) আবাসস্থল ছিলো বাসরা। তাবিঈ মুহাদ্দিসগণ বিশেষ করে ইমাম হাসান বাসারী এবং ইমাম মুহাম্মাদ বিন সিরীন প্রমুখের প্রচেষ্টায় বাসরায় ইলমে হাদীসের ব্যাপক চর্চা ছিলো। ইমাম আযম বিশ বারেরও অধিক বাসরায় গিয়ে ইলম হাসিল করেন। ইমাম ইয়াহইয়া বিন শাইবান বলেন, ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন-

دخلت البصرة نيفاوعشرين مرة. منها ماأقيم سنة واقل واكثر.[১]

অর্থ্যাৎ- আমি ২০ এরও অধিকবার বাসরায় গিয়েছি। সেসব সফরে (কোন কোন সময়) কম বেশি এক বছর অবস্থান করেছি।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টতই প্রমাণিত হচ্ছে যে, সায়্যিদুনা ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ কেবল ইলমে ফিক্হই নয় বরং ইলমে হাদীসেও শ্রেষ্ঠ ইমামগণের ইমাম। ইমাম যাহাবী যতার্থই তাঁকে হাফিযে হাদীস হিসেবে চিহ্নিত করছেন। ইলমে হাদীসের শ্রেষ্ঠ মারকায কূফা, মক্কা-মদীনা শরীফ এবং বাসরার মুহাদ্দিসগণের একনিষ্ঠ শাগরিদ ইমাম আযমের কাছে যে হাদীসের অফুরন্ত ভাণ্ডার ছিলো তা সহজেই অনুমেয়।

সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ

ইমাম আযম যে একজন তাবিঈ ছিলেন এতে কারো দ্বিমত নেই। রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ খাদিম সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক (ওফাত ৯৫ হিজরী) রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ সম্পর্কে সবাই একমত। ড. মুহাম্মাদ কাসিম আবদুহু হারিছী *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা* গ্রন্থের বরাতে ইমাম আযমের এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, তিনি বলেন-

رايت انس ابن مالک مرارا وكان يخضب بالحمرة.[২]

---

١. الامام عبد القادر القرشى ـ الجواهر المضية فى طبقات الحنيفة ـ ١:٤٦٨، الامام الكردرى ـ مناقب الامام الاعظم ابوحنيفة ـ ١:١٢١، شيخ الاسلام الدكتور محمد طاهر القادرى ـ امام ابو حنيفة امام الائمة فى الحديث ـ ١:٣٥٨

٢. الدكتور محمد قاسم عبده الحارثى ـ مكانة الامام ابى حنيفة بين المحدثين ـ ص٤٣ ـ

অর্থ্যাৎ- আমি আনাস বিন মালিককে বহুবার দেখেছি, তিনি লাল খেযাব ব্যবহার করতেন। আল্লামা যাহিদ কাউসারী সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ইমাম আযমের সাক্ষাৎ বিষয়ে ঐকমত্য পোষনকারীগণের নামের তালিকা দিয়েছেন। তিনি বলেন-

وممن اقر برؤيته انسا ابن سعد والدارقطني وابونعيم الاصفهاني وابن عبد البر، والخطيب، وابن الجوزى، والسمعاني، وعبد الغنى المقدسي، وسبط ابن الجوزى،وفضل الله التربشتي، والنووى،واليعافى،والزين العراقى، والولى العراقى، و ابن الوزير، وبدر العينى، وابن حجر، والشهاب القسطلانى، والسيوطى، وابن حجر المكى وغيرهم.[1]

অর্থ্যাৎ- সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণকারীগণ হলেন- ইবন সা'দ, দারাকুতনী, আবূ নাঈম ইস্পাহানী, ইবন আবদুল বার, খাতীব বাগদাদী, ইবনুল জাউযী, সামআনী, আবদুল গণী মাকদিসী, সাবাত ইবনুল জাউযী, ফাদলুল্লাহ্ তুরবুসতী, নাকবী, ইয়াআফী, যাহাবী, যাইনুল ইরাকী, ওয়ালি আল ইরাকী, ইবনুল ওয়াযীর, বদরুদ্দীন আইনী, ইবন হাজার আসকালানী, শিহাব আল কুসতুল্লানী, সুয়ূতী, ইবন হাজার মাক্কী রাহিমাহুমুল্লাহ্ প্রমূখ।

সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু ছাড়া অন্য কোন সাহাবীকে ইমাম আযম দেখেছেন কি না তা নিয়ে মতানৈক্য বিদ্যমান। নিম্নে এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হলো।

ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী শাফিঈ (ওফাত ৯১১ হিজরী) স্বীয় *তাবয়ীদুস সাহীফা* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন-

قد الف الامام ابو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبرى المقرى الشافعى جزء فيمارواه الامام ابو حنيفة عن الصحابة، ذكر فيه : قال ابو حنيفة لقيت من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة. وهم انس ابن مالك، وعبد الله بن جزء الزبيدى، وجابر ابن عبدالله ومعقل بن يسار وواثلة بن الاسقع وعائشة بنت عجرد رضى الله عنهم.[2]

অর্থ্যাৎ- ইমাম আবূ মা'শার আবদুল কারীম বিন আবদুস সামাদ তাবারী আল মুকাররী শাফিঈ ইমাম আবূ হানীফা যে সকল সাহাবী থেকে সরাসরি হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের বিষয়ে স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেছেন। সে পুস্তকে বর্ণিত আছে- আবূ হানীফা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাদের মধ্যে সাতজনের সাক্ষাৎ পেয়েছি। তাঁরা হলেন-১. আনাস বিন মালিক ২. আবদুল্লাহ বিন জায যুবাইদী ৩. জাবির বিন আবদুল্লাহ ৪. মা'কাল বিন ইয়াসার ৫. ওয়াছিলা ইবনুল আসকা ৬. আয়াশা বিনতে আজরাদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

---

١. الامام زاهدالكوثرى۔ تانيب الخطيب:ص ٣١۔

٢. الامام السيوطى ۔ تبيض الصحيفة فى مناقب الامام ابى حنيفة :ص ٢٢۔٢٣.

এখানে লক্ষণীয় বিষয় যে, উল্লিখিত উদ্ধৃতিতে ইমাম আবূ হানীফার ভাষ্যমতে- তিনি সাতজন সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছন। অথচ ছয়জন সাহাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আমার সংগ্রহে থাকা *তাবয়ীদুস সাহীফা'র* বৈরুতী ছাপা এবং করাচীর ছাপা উভয়টিতেই একইভাবে উল্লেখ রয়েছে। তবে করাচীর কপিটি মুফতি আশিক এলাহীর টীকা সম্বলিত। মুফতি সাহেব তাঁর টীকায় বলেছেন-

وكذا وقع فى النسخة الحيدرابادية والديوبندية، وهو محل اشكال ذكراو لا ان اباحنيفة رحمه الله تعالى قال: لقيت سبعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عدهم ستة وترك السابع، ولعله اسقط الكاتب عبد الله بن انيس بعد واثلة، كما هو مما ساق من الاحاديث بعد ذلك والله اعلم بالصواب.[1]

অর্থ্যাৎ- একইভাবে হায়দারাবাদী কপি এবং দেওবন্দী কপিতে রয়েছে। এটি একটি সমস্যা, কেননা আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন-আমি রাসুলুল্লাহর সাতজন সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করেছি। অথচ সংখ্যা গণনা হচ্ছে ছয়জন, সপ্তম জনকে বাদ দেয়া হয়েছে। খুব সম্ভব কাতিব (কপি করার সময় ভুল বশতঃ) ওয়াছিলা ইবনুল আসকা'র পর আবদুল্লাহ বিন উনাইসের নাম ছেড়ে দিয়েছেন। যা পরবর্তীতে (আবু হানীফা কর্তৃক) বর্ণিত হাদীসগুলোর আলোকে প্রকাশিত। আল্লাহপাকই বিষয়টি ভালো জানেন।

ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী শাফিঈ (ওফাত ৯১১ হিঃ), ইমাম ইবন ইউসুফ সালিহী শাফিঈ (ওফাত ৯৪২ হিঃ), মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ হাসান সানবিলী হানাফী (ওফাত ১৩০৫ হিঃ) প্রমূখ উল্লেখ করেছেন-

ورفع هذا السوال الى الحافظ ابن حجر العسقلانى فاجاب بمانص: ادرك الامام ابو حنيفة جماعة من الصحابة لانه ولدبكوفة سنة ثمانين من الهجرة وبهايومئذ من الصحابة عبد الله بن ابى اوفى فانه مات بعد ذلك بالاتفاق، وبالبصرة يومئذانس بن مالك ومات سنة تسعين اوبعدها. اورد ابن سعد بسندلابأس به ان اباحنيفة راى انسا، وكان غير هذين فى الصحابة بعده من البلاد احياء.[2]

অর্থ্যাৎ- ইমাম হাফিয ইবন হাজার আসকালানী (ওফাত ৮৫২ হিঃ) রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে এ প্রশ্ন (ইমাম আযম তাবিঈ কিনা) উত্থাপিত হলে জবাবে তিনি বলেন- ইমাম আবূ হানীফা সাহাবাগণের একটি জামাতের সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। কেননা তিনি ৮০ হিজরীতে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন, সেখানে সাহাবী আবদুল্লাহ বিন আবি আউফা তখনো জীবিত ছিলেন। সর্বজনগ্রাহ্য মতানুযায়ী তিনি এর পরবর্তী সময়ে ইন্তিকাল করেন। বাসরায় তখনো জীবিত

---

١. مفتى عاشق الهى البرنى- تعليق على تبيض الصحيفة :ص ٢٣-

٢. الامام السيوطى - تبيض الصحيفة فى مناقب الامام ابى حنيفة :ص ٢٥-

ছিলেন সাহাবী আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু। হিজরী ৯০ সাল কিংবা তারও পরে তিনি ইন্তিকাল করেছেন। ইবন সা'দ অবিতর্কিত সনদে বর্ণনা করেছেন- ইমাম আবূ হানীফা আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখেছেন। এ দু'জন ছাড়াও আরো কয়েকজন সাহাবী অন্যান্য শহরে তখনো জীবিত ছিলেন।

ড. মুহাম্মাদ কাসিম আবদুহু হারিছী ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতীর *তাদরীবুর রাওয়ী* গ্রন্থের বরাতে উল্লেখ করেছেন-

وذهب ابن حجر (اى العسقلانى) فى فتاويه انه راى اربعة من الصحابة غير انس، وهم عبدالله بن ابى اوفى، وسهل بن سعد. وعبد الله بن انيس، وعمرو ابن حريث.[١]

অর্থ্যাৎ- ইবন হাজার (আসকালানী) স্বীয় ফাতাওয়ায় এ মতই ব্যক্ত করেছেন যে, আবূ হানীফা হযরত আনাস ছাড়া আরো চারজন সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন। তাঁরা হলেন- আবদুল্লাহ বিন আবি আউফা, সাহাল বিন সা'আদ, আবদুল্লাহ বিন উনাইস এবং আমর বিন হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

ইমাম ইবন হাজার মাক্কী শাফিঈ (ওফাত ৯৭৩ হিজরী) উল্লেখ করেছেন-

ادرک الامام الاعظم ثمانية من الصحابة،منهم انس وعبدالله بن ابى اوفى، وسهل ابن سعد وابو الطفيل.[٢]

অর্থ্যাৎ- ইমাম আযম আবূ হানীফা আটজন সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন। তন্মধ্যে হযরত আনাস, হযরত আবদুল্লাহ বিন আবি আউফা, হযরত সাহাল বিন সা'আদ এবং হযরত আবূত তোফায়িল রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমূখ।

ফিকহে হানাফীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ *দুররুল মুখতার* এর ভূমিকায় আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী বলেন-

وادرک بالسن نحو عشرين صحابيا.[٣]

অর্থ্যাৎ-বয়সানুযায়ী হিসেব করলে আবূ হানীফা বিশজনের মত সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন।

হাদীয়ে বাংলা মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ছাহেবজাদা বহুগ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা হাফিয আবদুল আউয়াল জৌনপুরী (ওফাত ১৩৩৩ হিজরী) আটজন সাহাবী এবং একজন সাহাবিয়্যার সাথে ইমাম আযমের দেখা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন।[৪]

শায়খ মু'মিন বিন হাসান বলেন-

وادرک رضى الله عنه ستة من الصحابة، وهم انس بن مالک وعبد الله بن الحارث بن جزء وعبد الله بن انيس وعبد الله بن ابى اوفى وواثلة بن الا سقع ومعقل بن يسار. وفى ادراكه جابربن عبد الله خلاف.[٥]

---

١. الدكتور محمد قاسم عبده الحارثى۔ مكانة ا لامام ابى حنيفة بين المحدثين :ص ٥٠

٢. الامام ابن‌حجر مكى۔ الخيرات الحسان فى مناقب الامام الاعظم ابى حنيفة النعمان : ص ٢٢

٣. العلامة علاء الدين حصكفى ۔ مقدمة درالمختار۔ ١: ٧

٤. العلامة الحافظ عبد الاول جون بورى۔ النوادر المنيفة فى مناقب ا لامام ابى حنيفة : ص ٣١۔٣٠

٥. الشيخ مؤمن بن حسن ۔نور الابصار فى مناقب آل بيت النبى المختار : ص ٣١٤

অর্থ্যাৎ-ছয় জন সাহাবীর সাথে তাঁর নিশ্চিত সাক্ষাৎ হয়েছে। তাঁরা হলেন- ১. আনাস বিন মালিক ২. আবদুল্লাহ বিন হারিছ বিন জায ৩. আবদুল্লাহ বিন উনাইস ৪. আবদুল্লাহ বিন আবি আউফা ৫. ওয়াছিলা ইবনুল আসকা ৬. মা'কাল বিন ইয়াসার। আর যাবির বিন আবদুল্লাহর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ বিষয়ে মতানৈক্য বিদ্যমান।

মুহাদ্দিস আল্লামা মুহাম্মাদ হাসান সানবিলী (ওফাত ১৩০৫ হিজরী) উল্লেখ করেছেন-

اعلم انه قد عد بعض العلماء من ادركهم الامام من الصحابة بالسن وهم: انس بن ما لك الانصارى، و سعد بن سهل بن حنيف الانصارى، وبسربن ارطاة القرشى العامرى، والسائب بن يزيد الكندى،آخر من مات بالمدينة المنورة من الصحابة،وسهل بن سعد الساعدى، وصدى بن عجلان اباامامة الباهلى، وطارق بن شهاب البجلى الكوفى، وعبد الله بن ابى اوفى، وعبد الله بن بسر، وعبد الله بن ثعلبة، وعبد الله بن الحارث بن نوفل ابا محمد، وعبد الله بن الحارث بن جزء اباالحارث، وعتبة بن عبد السلمى. وعامربن واثلة اباالطفيل،وعمروبن ابى سلمة،وعمروبن حارث القرشى المخزومى، وقبيصة بن زويب، ومالك بن حويرث، ومحمود بن لبيد، ومقدام بن معد يكريب، ومالک بن اوس، وواثلة بن الاسقع رضى الله عنهم.[1]

অর্থ্যাৎ- জেনে রাখুন-অনেক উলামার মতে বয়সানুযায়ী ইমাম আবূ হানীফা যে সকল সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন তাঁরা হলেন- ১. আনাস বিন মালিক আনসারী ২. সা'আদ বিন সাহাল বিন হুনাইফ আনসারী ৩. বুসর বিন আরতাত আল কুরাশী আমিরী ৪. সায়ীব বিন ইয়াযীদ আল কিন্দী (মদীনা শরীফে ওফাত প্রাপ্ত শেষ সাহাবী) ৫. সাহাল বিন সা'আদ সায়িদী ৬. সাদী বিন আজলান আবূ উমামা বাহিলী ৭. তারিক বিন শিহাব বাজিলী আল কুফী ৮. আবদুল্লাহ বিন আবি আউফা ৯. আবদুল্লাহ বিন বুসর ১০. আবদুল্লাহ বিন ছা'লাবা ১১. আবদুল্লাহ বিন হারিছ বিন নওফাল ১২. আবদুল্লাহ বিন হারিছ বিন জায আবুল হারিছ ১৩. উতবা বিন আবদুস সালামী ১৪. আমির বিন ওয়াসিলা আবূত তুফাইল ১৫. আমর বিন আবি সালমা ১৬. আমর বিন হারিছ কুরাশী আল মাখযুমী ১৭. কুবাইসা বিন যুওয়াইব ১৮. মালিক বিন হুওয়াইরিছ ১৯. মাহমুদ বিন লাবীদ ২০. মিকদাম বিন মা'দিকারিব ২১. মালিক বিন আউস ২২. ওয়াছিলা ইবনুল আসকা রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

শায়খ আবদুল আযীয ইয়াহইয়া সা'দী বলেন-

فقد اتفق العلماء على انه ادرک زمن الصحابة ولا يشک فيه احد، لان مو لده رحمه الله على القول الصحيح المشهور سنة ثمانين، وكان قرن الصحا بة منتهيا الى رأس المائة الى سنة مائة وعشرة.[2]

---

১. العلامة محمد حسن السنبلى۔ تنسيق النظام فى مسند الامام ۔ ص ٩

٢. الشيخ عبد العزيز يحيى السعدى۔ الامام الاعظم ابو حنيفة والثنائيات فى مسانيده : ص ٥٤

অর্থ্যাৎ- এ বিষয়ে উলামায়ে কিরাম একমত যে, তিনি (আবু হানীফা) সাহাবায়ে কিরামের যুগ পেয়েছেন। এতে কারো সন্দেহ নেই। কেননা বিখ্যাত এবং গ্রহণযোগ্য মতানুযায়ী ৮০ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আর সাহাবাগণের যুগ শেষ হয়েছে (হিজরী) প্রথম শতাব্দীর শেষ এবং ১১০ হিজরী পর্যন্ত।

জাস্টিস মাওলানা মুফতী তাকী উসমানী বলেন-

امام صاحب کی تابعیت ایک مسلم اور نا قابل انکار حقیقت ہے۔[1]

অর্থ্যাৎ-ইমাম সাহেব (আবু হানীফা) যে তাবিঈ ছিলেন ইহা একটি প্রতিষ্ঠিত এবং অনস্বীকার্য বাস্তবতা।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রণীত ইসলামী বিশ্বকোষে এ সম্পর্কিত ভাষ্য হচ্ছে-*"আবু হানীফা (র.) ছিলেন একজন তাবিঈ (ইবনু-নাদীম, পৃ: ১০১)। ইবন সা'দ তাঁকে তাবিঈদের পঞ্চম স্তরের অন্তর্ভূক্ত বলিয়াছেন। তিনি আনাস বিন মালিক (মৃ: ৯৩ হি:) কে দেখিয়া ছিলেন। এবং আবদুল্লাহ ইবন আবী আওফা (মৃ: ৮৭ হি:) সাহল ইবন সা'দ (মৃ: ৯১ হি:), আবূত তুফায়ল আমির ইবন ওয়াছিলা (মৃ: ১০২ হি:) প্রমূখ সাহাবীর সমসাময়িক ছিলেন এবং তাঁহাদের অনেকের সাক্ষাৎ লাভ করেন।"* [২]

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম এ বিষয়ে তাঁর গবেষণার ফলাফল এভাবে উল্লেখ করেছেন-*অকাট্য ঐতিহাসিক প্রমাণের ভিত্তিতে একথা জোর করিয়া বলা যায় যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) সাহাবাদের দর্শন লাভ বলিয়াছেন।*[৩]

বিশিষ্ট গবেষক মাওলানা এ, এম, এম, সিরাজুল ইসলাম তাঁর পরিশ্রমলব্ধ গবেষণা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন-*সন্দেহাতীত ভাবে বলা যায় যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) তাবিঈ ছিলেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) তাঁর সময়ে জীবিত কতিপয় সাহাবা (র.) এর সাক্ষাৎ অবশ্যই পেয়েছেন।* [৪]

এরপর তিনি নির্ভরযোগ্য কিতাবাদী থেকে এতদবিষয়ক বিভিন্ন বর্ণনা তুলে ধরেছেন।

ড. মুহাম্মাদ ফাউযী ফাইদুল্লাহ ১৬ জন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন যাদের সাথে ইমাম আযমের সাক্ষাৎ হয়েছে।[৫]

---

١. مفتی مولانا تقی عثمانی،درس ترمذی۔٢٩ : ١۔

২. ইসলামী বিশ্বকোষ ২য় খণ্ড, ইফাবা - পৃষ্ঠা ৩৫৯

৩. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম - হাদীস সংকলনের ইতিহাস -পৃষ্ঠা ২৬২

৪. এ, এম, এম, সিরাজুল ইসলাম - ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহঃ) -পৃষ্ঠা ১০৬

٥. الدكتورفوزی فیض الله۔ مقدمة الامام ابو حنيفة النعمان محدثا فی كتب المحدثين للشيخ نور سويد : ص ٩۔

মাওলানা শাহ আবুল হাসান যায়দ ফারুকী লিখেছেন-

صحابیت کے بعد تابعیت سے بڑھ کر اسلام میں کوئی مقام اور مرتبہ نہیں، اور ائمہ مجتہدین میں یہ مرتبہ عالی صرف حضرت امام اعظم کو ملا ہے، حدائق الحنفیہ میں لکھا ہے کہ آپ بیس صحابہ سے زیادہ کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، اور کئی ایک کی زیارت کی ہے اور بعض سے حدیث سنی ہے۔ ۱

অর্থ্যাৎ- ইসলামে সাহাবীর পরে তাবিঈ থেকে সম্মান ও মর্যাদা অন্য কারো নেই। আর মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে কেবল ইমাম আযমেরই এ মর্যাদা রয়েছে। হাদাইকুল হানাফিয়্যা'য় লেখা রয়েছে যে, তিনি বিশজনের অধিক সাহাবীর যুগে জন্মগ্রহণ করেন। এর মধ্যে কতিপয়ের সাথে তাঁর শুধু সাক্ষাৎ হয়েছে এবং কতিপয়ের কাছ থেকে হাদীসও শুনেছেন।

মাওলানা কাযী আতহার মুবারকপুরী এ বিষয়টির আলোচনা এভাবে করেছেন-

ائمہ اربعہ متبوعین میں صرف امام صاحب کو متعدد صحابہ رضی اللہ عنہم کی زیارت اور ملاقات وہمنشینی کا شرف حاصل ہے، اور آپ کا شمار اعیان تابعین میں ہوتا ہے، آپ کی بچپن میں متعدد صحابہ کوفہ میں بقید حیات تھے، جن کی زیارت اور ملاقات سے مسلمان فیضیاب ہوتے تھے، خود آپ کی دکان کے مالک عمرو بن حریث موجود تھے، جن کی وصال ۸۵ھ میں ہوا۔ ۲

অর্থ্যাৎ- অনুসরণীয় চার ইমামের মধ্যে কেবল ইমাম সাহেবের (ইমাম আযম) কিছু সংখ্যক সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ এবং তাঁদের সমসাময়িক হওয়ার গৌরব রয়েছে। তাই তিনি তাবিঈদের মধ্যে গণ্য হন। তাঁর বাল্যকালে কুফায় কিছু সংখ্যক সাহাবী জীবিত ছিলেন। যাঁদের দর্শন ও সাক্ষাতে মুসলমানগণ উপকৃত হতেন। তাঁর দোকানের মালিক স্বয়ং সাহাবী হযরত আমর বিন হুরাইছ জীবিত ছিলেন, যাঁর ইন্তিকাল ৮৫ হিজরী সালে হয়েছে।

কিতাবুল আছার'র ইংরেজী অনুবাদক আবদুস সামাদ ক্লার্ক বলেন- He was one of the followers because it is authentically established that he saw Anas ibn Malik when he came to Kufa, and that similarly he also saw other companions.[3]

অর্থ্যাৎ- বিশ্বস্ত সূত্রে এটা প্রমাণিত যে, তিনি একজন তাবিঈ ছিলেন। আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন কূফা নগরীতে আসেন, তখন তিনি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং একইভাবে অন্যান্য সাহাবীর সাথেও তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে।

উপরের আলোচনায় প্রমাণিত হলো যে, সায়্যিদুনা আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ একজন তাবিঈ ছিলেন। ফিক্হ ও হাদীসের ইমামগণের মধ্যে এ মর্যাদা অন্য কারো ছিলোনা। যদি এটা কেউ

---

۱. حضرت شاہ ابو الحسن زید فاروق، سوانح امام اعظم ابو حنیفہ ۔ ص ۳۹۔

۲. مولانا قاضی اطہر مبارک پوری، سیرت ائمہ اربعہ۔ ۳۸ : ۳۷ ۔

3. Abdassamad Clarke - The Kitab al-Athar of Imam Abu Hanifah. Introduction XXXVI

মানতে না চায় (যেমনটি গাইর মুকাল্লিদ ও সালাফীগণের কেউ কেউ বলে) তবে এটা তার প্রকাশ্য জেহালত বা অজ্ঞতা বৈ কিছু নয়। ড. মুহাম্মাদ কাসিম আবদুহু হারিছী স্বীয় পিএইচডি'র থিসিস গ্রন্থে এ বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ এবং প্রামাণ্য আলোচনা উপস্থাপনের পর বলেছেন-

فـنـنتهـى الـى الـقول بان ابا حنيفة تابعى ومن قال غير ذلک فانما ينفى عنه الفضيلة حقدا وحسدا.[1]

অর্থ্যাৎ- আমরা এ কথার উপর ইতি টানতে চাই যে, নিশ্চয়ই আবূ হানীফা তাবিঈ ছিলেন। যে কেউ এর বিপরীত বলে তারা হিংসা বসতঃ তাঁর মর্যাদাকে খাটো করতে চায়।

ইমাম আযমের যুগে জীবিত সাহাবীগণের ইন্তিকাল সন

ইমাম ইবনু হিব্বান (ওফাত ৩৫৪ হিজরী) এর *আস সিকাত* ও *মাশাহিরু উলামায়িল আমসার*, ইমাম বুখারীর *তারিখুল কাবীর* ও *তারিখুস সাগীর*, ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী'র *আল ইসাবা ফী তাময়িযিজ সাহাবা*, *তাহযীবুত তাহযীব* ও *তাকরীবুত তাহযীব*, ইমাম মিযযী'র *তাহযীবুল কামাল*, ইমাম যাহাবীর *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা* ও *আল কাশিফ* প্রভৃতি রিজাল শাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থাদির বরাতে শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লার সময়ে জীবিত সাহাবীগণের ইন্তিকাল সন চিহ্নিত করেছেন। এই আলোচনা ইমাম আযমের তাবিঈ হওয়ার ব্যাপারে উত্থাপিত অহেতুক বিতর্ক অবসানে সহায়ক হবে।

১. হযরত আবূ তোফাইল আমির বিন ওয়াসিলা-ওফাত ১০৭/১১০ হিজরী

২. হযরত আবদুল্লাহ বিন হারিছ বিন জায যুবাইদী- ওফাত ৯৯ হিজরী

৩. হযরত আবদুল্লাহ বিন বুসর- ওফাত ৮৮ হিজরী

৪. হযরত মাহমুদ বিন লাবীদ- ওফাত ৯৬ হিজরী

৫. হযরত আনাস বিন মালিক- ওফাত ৯১/৯৩/৯৫ হিজরী

৬. হযরত মালিক বিন আউস- ওফাত ৯২ হিজরী

৭. হযরত সাহাল বিন সা'দ- ওফাত ৮৮/৯১ হিজরী

৮. হযরত সায়িব বিন ইয়াযীদ আল কিন্দী- ওফাত ৯১ হিজরী

৯. হযরত আবদুল্লাহ বিন সা'লাবা- ওফাত ৮৯ হিজরী

১০. হযরত আবদুল্লাহ বিন আবি আউফা- ওফাত ৮৭ হিজরী

১১. হযরত মিকদাম বিন মা'দিকারিব- ওফাত ৮৭ হিজরী

১২. হযরত উতবা বিন আবদুস সালামী - ওফাত ৮৭ হিজরী

---

١. الدكتور محمد قاسم عبده الحارثى- مكانة الامام ابى حنيفة بين المحدثين: ص ٥١

১৩. হযরত আবূ উমামা বাহিলী- ওফাত ৮৬ হিজরী

১৪. হযরত বুস্‌র বিন আরতাত- ওফাত ৮৬ হিজরী

১৫. হযরত আ'মর বিন হোরাইস- ওফাত ৮৫ হিজরী

১৬. হযরত ওয়াসিলা ইবনুল আসকা- ওফাত ৮৩/৮৫ হিজরী

১৭. হযরত তারিক বিন শিহাব বাজিলী- ওফাত ৮৩ হিজরী

১৮. হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ- ওফাত ৭৮ হিজরী

১৯. হযরত মা'কাল বিন ইয়াসার- ওফাত ৬০ থেকে ৭০ হিজরীর মধ্যবর্তী সময়ে।

২০. হযরত আবদুল্লাহ বিন জা'ফর বিন আবূ তালিব-ওফাত ৮০ হিজরী

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ'র ইন্তিকালের সন ১৫০ হিজরী এতে কোন মতানৈক্য নেই। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে তাঁর জন্ম সন সম্পর্কে মতানৈক্য বিদ্যমান। প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী ৮০ হিজরী সালকে তাঁর জন্ম সন ধরে নিলে উল্লিখিত সাহাবীগণের মধ্যে কয়েকজনের সাথে তাঁর দেখা হওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। তবে তাঁর জন্ম সন সম্পর্কিত অন্য যে মতগুলো রয়েছে (৬১/৬৩/৭০ হিজরী) তা বিবেচনায় আনলে এ সমস্যা আপনা থেকেই সমাধান হয়ে যায়।

সাহাবী থেকে সরাসরি হাদীস বর্ণনা

ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ সরাসরি কোন সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন কি না তা নিয়ে প্রচন্ড মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আযম সাহাবী থেকে সরাসরি কোন হাদীস বর্ণনা করেননি বলে অনেকে সাব্যস্ত করেছেন। সাহাবী থেকে ইমাম আযমের সরাসরি হাদীস বর্ণনা বিষয়টি তাহকীক করে যারা প্রমাণ করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন-ইমাম বুখারী ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল'র উস্তাদ ইমাম ফাদাল বিন দুকাইন (ওফাত ২১৮ হিজরী), ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ও ইমাম আবূ দাউদ প্রমুখের উস্তাদ ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন (ওফাত ২৩৩ হিঃ), ইমাম আবূ হামিদ মুহাম্মাদ বিন হারুণ বিন আবদুল্লাহ হাদরামী (ওফাত ৩২১ হিঃ), ইমাম আলী বিন মুহাম্মাদ বিন কাছ নাখয়ী (ওফাত ৩২৪ হিঃ), ইমাম মুহাম্মাদ বিন উমার জাআবী (ওফাত ৩৫৫ হিঃ), ইমাম আবূ নাঈম ইস্পাহানী (ওফাত ৪৩০ হিঃ), ইমাম ইবনু আবদিল বার মালিকী (ওফাত ৪৬০ হিঃ), ইমাম আবূ মা'শার আবদুল কারীম শাফিঈ (ওফাত ৪৭৮ হিঃ), ইমাম মাওফিক বিন আহমাদ মাক্কী হানাফী (ওফাত ৫৬৭ হিঃ), ইমাম সাব্‌ত ইবনুল জাউযী (ওফাত ৬৫৪ হিঃ), ইমাম খাওয়ারিযমী হানাফী (ওফাত ৬৬৫ হিঃ), ইমাম ইবনু কাছীর হাম্বালী (ওফাত ৭৭৪ হিঃ), ইমাম আবদুল কাদির বিন আবিল ওয়াফা হানাফী (ওফাত ৭৭৫ হিঃ), ইমাম ইবন বাযযায কারদারী হানাফী (ওফাত ৮২৮ হিঃ), ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতী শাফিঈ (ওফাত ৯১১ হিঃ), ইমাম ইবনু হাজার মাক্কী শাফিঈ (ওফাত ৯৭৩ হিঃ), ইমাম ইবনু ইমাদ হাম্বালী (ওফাত ১০৮৯ হিঃ) প্রমূখ।

এছাড়া পরবর্তী আরো অনেকেই এ বিষয়ে গবেষণা করত: সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। বিভিন্ন ভাষায় রচিত গ্রন্থভাণ্ডার তালাশ করলে বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে এ বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা লাভের জন্য সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে পেশ করা হলো।

ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী স্বীয় *তাবয়ীদুস্ সাহীফা* গ্রন্থে একটি পরিচ্ছেদের নামকরণ করেছেন-

ذكر ماوردالامام ابو حنيفة عن الصحابة رضى الله عنهم

অর্থ্যাৎ- ইমাম আবূ হানীফা সাহাবগণ থেকে যা বর্ণনা করেছেন।

এই পরিচ্ছেদে ইমাম সুয়ূতী ইমাম আবূ মা'শার এর উদ্ধৃতি দিয়ে ইমাম আযম কর্তৃক কয়েকজন সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সাথে সাথে এসব হাদীসের সনদ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেছেন। ইমাম সুয়ূতী প্রতিটি হাদীস বর্ণনার পূর্বে– ইমাম আবূ মা'শার এর সনদ বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। পরে সনদের উপর নিজ মন্তব্য রেখেছেন। আমরা এখানে ইমাম আবূ মা'শার এর সনদ বাদ দিয়ে কেবল মতন উল্লেখ করলাম। সাথে সাথে প্রতি হাদীসের সনদের উপর ইমাম সুয়ূতীর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা না করে কেবল প্রথম হাদীসের সনদে তাঁর মন্তব্য উদাহরণ হিসেবে পেশ করলাম।

ইমাম আবূ মাশা'র নিজ সনদে ইমাম আবূ হানীফা কর্তৃক সাহাবী সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক থেকে তিনটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন-

١ . طلب العلم فريضة على كل مسلم

٢ . الدال على الخير كفاعله

٣ . ان الله يحب اغاثة اللهفان

প্রথম হাদীসের সনদ সম্পর্কে ইমাম সুয়ূতী বলেন-

الحديث الاول متنه مشهور، وقد قال النووى فى فتاواه هو حديث ضعيف وان كان معناه صحيحا، وقال الحافظ جمال الدين المزى وروى من طريق يبلغ رتبة الحسن، قلت وعندى انه بلغ رتبة الصحيح لانى وقفت له على نحو خمسين طريقا وقد جمعتها فى جزء .[1]

অর্থ্যাৎ- প্রথম হাদীসের মতন মশহুর। ইমাম নববী স্বীয় ফাতাওয়া গ্রন্থে বলেছেন, অর্থ সাহীহ হলেও হাদীসটি যায়ীফ। আর হাফিয জামালুদ্দীন মিযযী বলেছেন,ঐ হাদীস এমন সনদেও বর্ণিত হয়েছে যা হাসান পর্যায়ভূক্ত। আমি বলি, আমার মতে এ হাদীস সাহীহ পর্যায়ভূক্ত। কেননা আমার জানামত এ হাদীসের পঞ্চাশটি ভিন্ন ভিন্ন সনদ রয়েছে। যা আমি একটি পুস্তিকায় একত্রিত করেছি।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, বর্তমান যুগে যারা কিছু অনুবাদ গ্রন্থ পড়েই ইলমে হাদীসের পন্ডিত সেজে বসেছেন, যারা কেবল দু'এক বিশেষ ব্যক্তির মন্তব্যের উপর হাদীসের সাহীহ-যায়ীফ

---

١. الا مام السيوطى- تبيض الصحيفة فى مناقب ابى حنيفة : ص ٣٦

এর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন; ইমাম হাফিয জালালুদ্দিন সুয়ূতী শাফিঈর উপরোক্ত আলোচনায় তাদের জন্য একটি মহৎ শিক্ষা রয়েছে। সাহাবী আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইমাম আযম বর্ণিত একটি হাদীসের সনদ পর্যালোচনায় তিন জন হাদীস বিশেষজ্ঞ ইমাম তিন ধরণের মন্তব্য উপস্থাপন করেছেন। এর কারণ ইমাম সুয়ূতীর আলোচনায় স্পষ্ট। ইমাম আবূ মা'শার এর সনদের ভিত্তিতে ইমাম নববী শাফিঈ এ হাদীসকে যায়ীফ বলেছেন। অথচ ইমাম মিযযীর কাছে এ হাদীসের এমন সনদও রয়েছে যা হাসান পর্যায়ের। আবার ইমাম সুয়ূতীর কাছে এই একই হাদীসের পঞ্চাশটি সনদ বিদ্যমান রয়েছে, যা সাহীহ পর্যায়ের। তাই কোন হাদীসের একটি মাত্র সনদ দেখে কোন বিশেষজ্ঞের দেয়া সিদ্ধান্ত মতে হাদীসকে যায়ীফ সাব্যস্ত করা মোটেই ঠিক নয়। (অথচ এই অঠিক কাজটা ইদানিং একটু বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে) কেননা একই হাদীসের অন্য একাধিক সাহীহ সনদও থাকতে পারে।

ইমাম আবূ মা'শার নিজ সনদে ইমাম আবূ হানীফা কর্তৃক সাহাবী ওয়াছিলা ইবনুল আসকা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যথা-

١ . دع مايريبك الى مالايريبك.

٢ . لاتظهر الشماتة لاخيك.

সাহাবী আবদুল্লাহ বিন আবি আওফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যথা-

١ . من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتافى الجنة.

সাহাবিয়্যা আয়শা বিনতে আজরাদ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যথা-

١ . اكثر جند الله فى الارض الجراد لااكله ولا احرمه.

সাহাবী আবদুল্লাহ বিন উনাইস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যথা-

١ . حبك الشئ يعمى ويصم.

এ হাদীস ব্যাপারে একটি আপত্তি উত্থাপন করা হয়। ইমাম সুয়ূতী তা উল্লেখপূর্বক সমাধানও বলে দিয়েছেন। তিনি বলেন-

واصعب ماهنا ان يقال ان عبدالله بن انيس الجهنى الصحابى المشهور مات سنة اربع وخمسين، وذلك قبل مولد ابى حنيفة بدهر.

والجواب : ان الصحابة المسمين عبد الله بن انيس خمسة، فلعل الذى روى عنه ابوحنيفة واحدآخر منهم غير الجهنى المشهور.[١]

অর্থ্যাৎ- এখানে একটি অভিযোগ উত্থাপন পূর্বক বলা হয় যে, বিখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ বিন উনাইস জুহনী আবূ হানীফার জন্মের একযুগেরও পূর্বে ৫৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেছেন। এর জবাব হচ্ছে- আবদুল্লাহ বিন উনাইস নামে পাঁচজন সাহাবী ছিলেন। হতে পারে ইমাম আবূ

---

١. الا مام السيوطى- تبيض الصحيفة : ص ٣٨-٣٧

হানীফা যার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি বিখ্যাত জুহনী ছাড়া অন্য কোন জন।

উপরের আলোচনা পুরোটাই ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতীর *তাবয়ীদুস সাহীফা* গ্রন্থের আলোকে করা হয়েছে। লক্ষণীয় যে, ইমাম আবূ মা'শার এর বরাতে ইমাম সুয়ূতী পাঁচজন সাহাবী থেকে আটটি হাদীস আবূ হানীফা কর্তৃক বর্ণিত বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন :

১. সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু ৩টি

২. সায়্যিদুনা ওয়াসিলা ইবনুল আসকা রাদিয়াল্লাহু আনহু ২টি

৩. সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আবি আউফা রাদিয়াল্লাহু আনহু ১টি

৪. সায়্যিদুনা আইশা বিনতে আজরাদ রাদিয়াল্লাহু আন্হা ১টি

৫. সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন উনাইস রাদিয়াল্লাহু আনহু ১টি

ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ সালিহী শাফিঈ (ওফাত ৯৪২ হিজরী) নিজ সনদে আবূ হানীফা কর্তৃক কয়েকজন সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনার কথা উল্লেখ করেছেন। আমরা ইমাম সালিহী বর্ণিত হাদীসের সনদ ও মতন উল্লেখ না করে কেবল সাহাবীর নাম এবং হাদীস সংখ্যা উল্লেখ করলাম।

১. সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু ৩টি

২. সায়্যিদুনা ওয়াছিলা ইবনুল আসকা রাদিয়াল্লাহু আনহু ২টি

৩. সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন হারিছ বিন জায রাদিয়াল্লাহু আনহু ১টি

৪. সায়্যিদুনা জাবির বিন আবদুল্লাহ আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু ১টি

৫. সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আবি আউফা রাদিয়াল্লাহু আনহু ১টি

৬. সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন উনাইস রাদিয়াল্লাহু আনহু ১টি

৭. সায়্যিদুনা আয়শা বিনতে আজরাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ১টি

ইমাম সালেহী স্বীয় গ্রন্থে নিজ সনদে সাতজন সাহাবী থেকে দশটি হাদীস ইমাম আবূ হানীফা কর্তৃক বর্ণিত বলে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম খাওয়ারিযমী (ওফাত ৬৬৫ হিজরী) বলেন-

اتفق العلماء على انه روى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة اوسبعة اوثمانية على اختلاف الروايات. قال الامام الظاهرة داؤد الظاهرى فى رسالته التى كتب فى مناقب الامام رضى الله عنه.وادرك بالسن عشرين من الصحابة وروى عن ثمانية منهم.[1]

١ـ الامام الخوارزى ـ مقدمة جامع المسانيد ١ : ٤

অর্থ্যাৎ- এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরাম একমত যে, তিনি (আবূ হানীফা) সাহাবী থেকে (সরাসরি) হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁদের সংখ্যা ছয়, সাত, নাকি আট তা নিয়ে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। ইমাম দাউদ যাহিরী ইমাম আবূ হানীফা রাদিআল্লাহ আনহু'র মানাকিব সম্পর্কিত নিজ রিসালায় বলেছেন, বয়সের হিসেবে তিনি বিশজন সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন। তন্মধ্যে আটজন থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী *মুনিয়াতুল মুফতি* গ্রন্থের বরাতে বলেছেন-

وصح ان ابا حنيفة سمع الحديث من سبعة من الصحابة.[1]

অর্থ্যাৎ- এটা সত্য যে, ইমাম আবূ হানীফা সাত জন সাহাবীর কাছ থেকে হাদীস শুনেছেন। ইমাম আবদুল কাদির বিন আবিল ওয়াফা (ওফাত ৭৭৫ হিজরী) বলেন-

والذى سمع منهم رضى الله عنهم اجمعين عبد الله بن انيس وعبد الله بن جزء الزبيدى وانس بن مالك وجابربن عبد الله ومعقل بن يسار وواثلة بن الاسقع وعائشة بنت الاجرد.[2]

অর্থ্যাৎ- আর তিনি (আবূ হানীফা) যে সকল সাহাবী থেকে হাদীস শুনেছেন তাঁরা হলেন আবদুল্লাহ বিন উনাইস, আবদুল্লাহ বিন জায যুবাইদী, আনাস বিন মালিক, জাবির বিন আবদুল্লাহ, মা'কাল বিন ইয়াসার, ওয়াছিলা ইবনুল আসকা এবং আয়শা বিনতে আজরাদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ হাসান সানবিলী (ওফাত ১৩০৫ হিজরী) বলেন-

قال الكردرى فبلغ خمسين حديثايرويه الامام عن الصحا بة.[3]

অর্থ্যাৎ-ইমাম কারদারী বলেছেন, সাহাবায়ে কিরাম থেকে ইমাম আযম বর্ণিত হাদীস সংখ্যা পঞ্চাশে পৌঁছে।

আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী (ওফাত ১৩৯৪ হিজরী) বলেন-

العلامة بدرالدين الحنفى حيث اثبت سماعه عمن ادركه من الصحابة .[4]

অর্থ্যাৎ-আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী হানাফী (ওফাত ৮৫৫ হিজরী) প্রমাণ করেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা যে সকল সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন তাঁদের কাছ থেকে (হাদীসও) শুনেছেন।

١ـ العلامة علاء الدين ـ مقدمة الدر المختار ـ ص ٥٩

٢ـ الامام عبد القادر بن ابى الوفاء ـ الجواهر المضية ـ ص ٢١

٣. العلامة محمد حسن السنبلي ـ تنسيق النظام فى مسند الامام ص ١٢

٤. العلامة ظفر احمد العثماني ـ ابو حنيفة و اصحابه المحدثون ـ ص ٩

ইমাম আযমের শাগরিদ এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ও ইমাম বুখারীর শায়খ ইমাম ফাদাল বিন দুকাইন (ওফাত ২১৮ হিজরী) বলেন-

رأى انس بن مالک سنة خمس وتسعين وسمع منه.[1]

অর্থ্যাৎ- পঁচানব্বই হিজরীতে তিনি (আবূ হানীফা) আনাস বিন মালিককে দেখেছেন এবং তাঁর কাছ থেকে হাদীসও শুনেছেন।

ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ও ইমাম আবূ দাউদের উস্তাদ ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন (ওফাত ২৩৩ হিজরী) বলেন-

ابو حنيفة صاحب الرأى قدسمع من عائشة بنت عجرد.[2]

অর্থ্যাৎ- ছাহেবুর রায় আবূ হানীফা আয়শা বিনতে আজরাদ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে নিশ্চিত হাদীস শুনেছেন।

বর্তমান মুসলিম বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ, উর্দু, আরবী ও ইংরেজী ভাষায় হাজার গ্রন্থ প্রণেতা, সুবক্তা শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী গভীর অনুসন্ধান ও গবেষণা চালিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা আটজন সাহাবী থেকে ১৬টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন-

১. সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু ৫টি

২. সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন উনাইস রাদিয়াল্লাহু আনহু ২টি

৩. সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন জায রাদিয়াল্লাহু আনহু ১টি

৪. সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন হারিছ রাদিয়াল্লাহু আনহু ২টি

৫. সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আবি আউফা রাদিয়াল্লাহু আনহু ২টি

৬. সায়্যিদুনা ওয়াসিলা ইবনুল আসকা রাদিয়াল্লাহু আনহু ২টি

৭. সায়্যিদুনা আইশা বিনতে আজরাদ রাদিয়াল্লাহু আনহা ১টি

৮. সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আবি হাবীব রাদিয়াল্লাহু আনহু ১টি

ড. মুহাম্মাদ কাসিম আবদুহু হারিছী স্বীয় থিসিস গ্রন্থে ইমাম আযম কর্তৃক সাহাবী থেকে সরাসরি হাদীস বর্ণনা বিষয়ে আলোচনা শেষে বলেছেন-

وقد روينا ان الذهبى وابن حجر والسيوطى هم شافعيون المذهب اثبتوا له الرواية والسماع.[3]

١ـ الامام الصيمرى ـ اخبار ابى حنيفة واصحابه ـ ص ٤

٢ـ الامام يحيى بن معين ـ تاريخ ابن معين (رواية الدورى) ٣ : ٤٨

٣ـ الدكتور محمد قاسم عبده الحارثى ـ مكانة ابى حنيفة بين المحدثين ـ ص ١٥

অর্থ্যাৎ- আমরা দেখি ইমাম যাহাবী, ইমাম ইবন হাজার ও ইমাম সুয়ূতী শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী হওয়া সত্বেও প্রমাণ করেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা সাহাবীদের দেখেছেন এবং তাঁদের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম দারাকুতনী, ইমাম ইবন শাহীন ও ইমাম তাবারানী'র শায়খ (উস্তাদ) ইমাম আলী বিন মুহাম্মাদ বিন কাস্ নাখয়ী ইমাম আযমের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন-

من فضائله انه روى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان العلماء اتفقوا على ذلك، واختلفوا فى عددهم.[1]

অর্থ্যাৎ- তাঁর (আবূ হানীফা) বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে তিনি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ কথার উপর উলামায়ে কিরাম একমত। কেবল সাহাবীর সংখ্যা নিয়ে ইখতিলাফ রয়েছে।

একটি সন্দেহের অপনোদন

ইমাম আবূ হানীফা যে সকল সাহাবা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের ইন্তিকালের সন দেখে কেউ সন্দেহে পতিত হতে পারেন যে, এতো কম বয়সে হাদীস বর্ণনা করা বিধিবদ্ধ কিনা। যেমন- আধুনিক গবেষণার ফলাফল হচ্ছে, ইমাম আযম সাহাবী আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে পাঁচটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর ইন্তিকাল হয়েছে ৯১/৯৩/৯৫ হিজরীতে। প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী হিসেব করলে ইমাম আযমের জন্ম ৮০ হিজরীতে। সুতরাং সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক এর ইন্তিকালের সময় তাঁর বয়স ১১/১৩/১৫ বছর। অন্যান্য সাহাবীর ইন্তিকাল সন দেখলে দেখা যাবে তখন ইমাম আযমের বয়স ছয়/সাত বছর ছিলো। এমতাবস্থায় এসকল সাহাবীর কাছ থেকে তাঁর পক্ষে হাদীস বর্ণনা করা বিধিবদ্ধ কিনা? এর জবাব হলো, মুহাদ্দিসীনের কাছে পাঁচ বছরের বাচ্চার হাদীস শ্রবণ করার বৈধতা আছে।

বিশেষ করে ইমাম বুখারী পাঁচ বছর বয়সের বাচ্চার হাদীস শ্রবণ বৈধ বলে মত দিয়েছেন। এমনকি তিনি স্বীয় *আল জামীউস সাহীহ* (বুখারী শরীফ) গ্রন্থের *কিতাবুল ইলম* অধ্যায়ে একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন-

باب متى يصح سماع الصغير

অর্থ্যাৎ- ছোট বাচ্চার কোন বয়সে হাদীস শ্রবণ করা বৈধ।

এই পরিচ্ছেদের অধীনে ইমাম বুখারী সাহাবী সায়্যিদুনা মাহমুদ বিন রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন-

عقلت من النبى صلى الله عليه وسلم مجة مجها فى وجهى وانا ابن خمس سنين من دلو

١ـ حسن بن حسن طولونى ـ مناقب الائمة الاربعة ص ٢٥٣

অর্থ্যাৎ- আমার স্মরণ আছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঢাউল (পাত্র বিশেষ) থেকে পানি নিয়ে আমার চেহারায় কুলি করেন। তখন আমি পাঁচ বছরের বাচ্চা ছিলাম।

আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস ইমাম বুখারী পাঁচ বছরের বাচ্চার হাদীস শোনা বৈধ মনে করেই ক্ষান্ত হননি, বরং স্বীয় সাহীহ গ্রন্থে উল্লিখিত হাদীস বর্ণনা করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাই এ বিষয়ে অহেতুক প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগই নেই।

ইমাম আযমের উস্তাদ সংখ্যা

ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি ইমাম আবূ হানীফা আটজন সাহাবী থেকে ষোলটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাই ইলমে হাদীসে ইমাম আযমের উস্তাদদের মধ্যে এই আটজন সাহাবী গণ্য হন। ইমাম ইবন হাজার মাক্কী ইমাম আযমের উস্তাদদের সংখ্যা বিষয়ে বলেন-

هـم كثيرون لايسع هذا المختصر ذكرهم، وقدذكر منهم الامام ابو حفص الكبير اربعة الاف شيخ من التابعين فما بالک بغيرهم .[1]

অর্থ্যাৎ- তাঁদের সংখ্যা অনেক। এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে তাঁদের আলোচনা সম্ভব নয়। ইমাম আবূ হাফ্স কাবীর বলেছেন, তাঁদের সংখ্যা চার হাজার। অন্যেরা বলেন- কেবল তাবিঈদের মধ্যে তাঁর উস্তাদের সংখ্যা চার হাজার। তাবিঈ ছাড়া বাকীরা তো রইলেন।

ইমাম আযমের উস্তাদগণ সম্পর্কে ইমাম শা'রানী শাফিঈ (ওফাত ৯৭৩ হিজরী) বলেন-

لايـروى حـديثاالاعـن خيـار التـابـعيـن الـعدول الثقات، الذين هم من خير الـقـرون بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالاسود وعلقمة وعطاء وعـكـرمة ومـجـاهـد ومـكـحـول والحسن البصرى واضرابهم رضى الله عـنهـم، فكل الرواة الذين هم بينه وبين النبى صلى الله عليه وسلم عدول، ثقات، اعلام ، اخيار، ليس فيهم كذاب ولا متهم بكذب.[2]

অর্থ্যাৎ- ইমাম আবূ হানীফা সিকাহ্ (নির্ভরযোগ্য), আদূল (হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ) উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন তাবিঈগণ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেননি। যাদের যুগকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইরুল কুরুন বা উত্তম যুগ বলে অভিহিত করেছেন। যেমন- ইমাম আসওয়াদ, ইমাম আলকামা, ইমাম আ'তা, ইমাম ইকরিমা, ইমাম মুজাহিদ, ইমাম মাকহুল, ইমাম হাসান বাসরী এবং তাঁদের সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গ। তাঁদের মধ্যে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে না কোনো মিথ্যাবাদী আছেন আর না তাঁদের ব্যাপারে কেউ মিথ্যার অভিযোগ করেছেন।

١ـ الامام ابن حجر المكى ـ الخيرات الحسان ـ ص: ٥٠

٢ـ الامام الشعرانى ـ الميزان الكبرى ـ ٢: ٣٥

ইমাম আযমের কয়েকজন উস্তাদ

ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ'র উস্তাদের মধ্যে কয়েক জনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো। এতে সহজেই ইলমে হাদীসে ইমাম আযমের অবস্থান অনুমান করা যাবে।

১. ইমাম হাম্মাদ বিন আবি সুলাইমান, ওফাত ১২০ হিজরী

তাঁর কুনিয়াত ছিলো আবূ ইসমাঈল। তিনি ছিলেন সে সময়ে ইরাকের শ্রেষ্ঠ ফকীহ্। ইমাম আযম ১৮ বছর ইমাম হাম্মাদের ছাত্র হিসেবে কাটান। এ সময় তিনি তাঁর কাছ থেকে হাদীস ও ফিকহ্ শেখেন। ইমাম হাম্মাদ সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ তাবিঈগণ তাঁর উস্তাদ ছিলেন। তন্মধ্যে ইমাম সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, ইমাম সাঈদ ইবন জুবাইর, ইমাম হাসান বিন ইয়াসার বাসারী, ইমাম ইকরিমা, ইমাম শা'বী প্রমূখ উল্লেখযোগ্য।

১২০ হিজরীতে কুফায় তিনি ইন্তিকাল করলে সবার পরামর্শে ইমাম আবূ হানীফা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

২. ইমাম নাফি' মাওলা ইবন উমার, ওফাত ১১৭ হিজরী

ইলমে হাদীসে ইমাম আযমের উস্তাদগণের অন্যতম হচ্ছেন-ইমাম নাফি' মাওলা ইবন উমার। তাঁর পুরো নাম আবূ আবদিল্লাহ নাফি' বিন হরমুয আদাওয়ী মাদানী। তিনি আটজন সাহাবীর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁরা হলেন- সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু। সায়িদুনা আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু। সায়্যিদুনা আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু। সায়্যিদুনা আবূ লুবাবা ইবন আবদুল মুনযির রাদিয়াল্লাহু আনহু। সায়্যিদুনা রাফি' বিন খুদাইজ রাদিয়াল্লাহু আনহু। উম্মুল মু'মিনীন আয়শা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা। উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহা। সায়্যিদাতুনা রুবাইয়্যি বিনতে মুআউয়িয রাদিয়াল্লাহু আনহা। ইমাম নাফি'র ইলমি অবস্থান নতুন করে আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। তাঁর যুগে ইলমে হাদীসের ছাত্রগণ পতঙ্গের ন্যায় ছুটে যেতেন তাঁর কাছে। মালিকী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম মালিকও তাঁর ছাত্র ছিলেন। তিনি বলেন-

اذا سمعت من نافع حديثا عن ابن عمرلا ابالى ان لا اسمعه من غيره.[1]

অর্থ্যাৎ- আমি যখন নাফি'র কাছ থেকে ইবন উমার এর কোনো হাদীস শুনে নিতাম তখন এ হাদীস অন্য কারো কাছে শুনার প্রয়োজন বোধ করতাম না।

১১৭ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

৩. ইমাম মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির, ওফাত ১৩০ হিজরী

ইলমে হাদীসে ইমাম আযমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উস্তাদ ইমাম মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির। তাঁর কুনিয়াত ছিলো আবূ আবদিল্লাহ। মদীনা শরীফের বাসিন্দা ছিলেন। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যমতে

١ـ الامام النووى ـ تهذيب الاسماء واللغات ـ ٢ : ٤٢٤

তিনি দশজন সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁরা হলেন- সায়্যিদুনা আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু। সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা। সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা। সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা। সায়্যিদুনা জাবির বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা। সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু। উম্মুল মু'মিনীন আয়শা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা। সায়্যিদাতুনা উমাইমা বিনতে রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা।

ইমাম মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির ১৩০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

৪. ইমাম হিশাম বিন উরওয়া, ওফাত ১৪৬ হিজরী

ইমাম আযমের উস্তাদ ইমাম হিশাম বিন উরওয়া। তাঁর পুরো নাম- আবুল মুনযির হিশাম বিন উরওয়া ইবন যুবাইর বিন আওয়াম। তিনি ৬১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। মদীনা শরীফের বাসিন্দা ছিলেন। সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন উমার, সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক, সায়্যিদুনা জাবির বিন আবদুল্লাহ, সায়্যিদুনা সাহাল বিন সা'আদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমূখ সাহাবীর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে। কতিপয় সাহাবী এবং বয়োজ্যেষ্ঠ তাবিঈগণ থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ১৪৬ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

৫. ইমাম কাতাদাহ্ বিন দিআমাহ, ওফাত ১১৭ হিজরী

ইলমে হাদীসে ইমাম আযমের উস্তাদ ইমাম কাতাদাহ্ বিন দিআমাহ ৬০ হিজরীতে বাসরায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কুনিয়াত ছিলো আবুল খাত্তাব, উপাধি ছিলো কুদওয়াতুল মুফাসসিরীন ওয়াল মুহাদ্দিসীন। জন্মান্ধ হওয়া সত্বেও তিনি তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ হাফিযে হাদীস ছিলেন। সাহাবীগণের মধ্যে সায়্যিদুনা ইমরান বিন হোসাইন, সায়্যিদুনা সাফিনা, সায়্যিদুনা আবূ হুরাইরা, সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন সারাজিস্ ও সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া তাঁর উস্তাদের মধ্যে রয়েছেন- ইমাম সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, ইমাম হাসান বাসারী, ইমাম আতা বিন আবি রিবাহ্, ইমাম ইকরিমা প্রমূখ বয়োজ্যেষ্ঠ তাবিঈ। ইমাম কাতাদা সম্পর্কে ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল বলেন-

كان قتادة أحفظ اهل البصرة، لايسمع الاحفظه، وقرئ عليه صحيفة جا بر مرة واحدة فحفظها.[1]

অর্থ্যাৎ- কাতাদাহ্ বাসরার সর্বশ্রেষ্ঠ হাফিযে হাদীস ছিলেন। কোন কিছু একবার শুনলেই তাঁর মুখস্থ হয়ে যেতো। সহীফায়ে জাবির তাঁর কাছে মাত্র একবার পড়া হয়েছিলো, এতেই তিনি তা মুখস্থ করে ফেলেন।

ইমাম কাতাদাহ্ ১১৭ হিজরীতে ইরাকের ওয়াসিত শহরে ইন্তিকাল করেন।

١- الامام ابن ابى حاتم- الجرح والتعديل- ٧: ١٣٤، الامام المزى- تهذيب الكمال- ٢٣: ٥١١

৬. ইমাম আতা বিন আবি রিবাহ্, ওফাত ১১৪ হিজরী

ইলমে হাদীসে ইমাম আবূ হানীফার বিখ্যাত উস্তাদ ছিলেন ইমাম আতা। তাঁর পুরো নাম- আবূ মুহাম্মাদ আতা বিন আবি রিবাহ্ আসলাম আল মাক্কী। সায়্যিদুনা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু'র খিলাফত কালে মক্কা শরীফে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

ইমাম আতা বিন আবি রিবাহ্ একজন বিখ্যাত তাবিঈ ছিলেন। সাহাবীগণের সাথে সাক্ষাৎ বিষয়ে তিনি বলেন-

ادركت مأتين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. [١]

অর্থ্যাৎ- আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই'শ সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছি।

এই দুই'শ সাহাবীর মধ্যে ১৬ জনের কাছ থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁরা হলেন-উম্মুল মু'মিনীন আয়শা সিদ্দীকা, উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালমা, নবীজির ফুফু হযরত উম্মে হানি বিনতে আবদুল মুত্তালিব, সায়্যিদুনা আবূ হুরাইরা, সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, সায়্যিদুনা হাকিম বিন হিযাম, সায়্যিদুনা রাফি' বিন খুদাইজ, সায়্যিদুনা যায়িদ বিন আকরাম, সায়্যিদুনা যায়িদ বিন খালিদ, সায়্যিদুনা সাফওয়ান বিন উমাইয়া, সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন যুবাইর, সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আমর, সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন উমার, সায়্যিদুনা আবূ সাঈদ খুদরী, সায়্যিদুনা জাবির বিন আবদুল্লাহ, সায়্যিদুনা মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

ইমাম আতা বিন আবি রিবাহ্'র ইল্মী অবস্থান সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে দু'জন সাহাবীর মন্তব্যই যথেষ্ট। যেমন- সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু'র কাছে মক্কাবাসী কোন ব্যক্তি মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন-

يااهل مكة: تجمعون على وعندكم عطاء. [٢]

অর্থ্যাৎ- হে মক্কাবাসী! তোমাদের মাঝে আতা থাকতে আমার কাছে (মাসআলা জিজ্ঞেস করার জন্য) জড়ো হয়েছো?

ইমাম আমর বিন সাঈদ স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন-

قدم ابن عمر مكة فسألوه، فقال: تجمعون لى المسائل وفيكم عطاء. [٣]

অর্থ্যাৎ- সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন উমার মক্কা শরীফে এলে লোকেরা তাঁর কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করতে শুরু করলো। তিনি বলেন- আমার জন্য মাসআলা জমা করে রেখেছো, অথচ তোমাদের মধ্যে আতা রয়েছেন।

১১৪ হিজরীতে ইমাম আতা ইন্তিকাল করেন।

١۔ الامام الذهبی ۔ سیر اعلام النبلاء ۔ ٥: ٨١

٢۔ الامام المزی ۔ تهذیب الکمال ۔ ٢٠: ٧٧، الامام الذهبی ۔ سیر اعلام النبلاء ۔ ٥: ٨١، الامام ابن حجر ۔ تهذیب التهذیب ٧: ١٨١

٣۔ الامام الذهبي ۔ تذکرة الحفاظ ١: ٨٩٨

৭. ইমাম ইবন শিহাব যুহরী, ওফাত ১২৪ হিজরী

তাঁর পুরো নাম- আবূ বাকর মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বিন উবাইদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন শিহাব যুহরী। ৫০ হিজরীতে মদীনা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর যুগে মদীনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাফিযে হাদীস ছিলেন। ১৩ জন সাহাবী থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে সায়্যিদুনা আবূ হুরাইরা, সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন উমার, সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমূখ রয়েছেন।

আমিরুল মু'মিনীন সায়্যিদুনা উমার বিন আবদুল আযীয রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর সম্পর্কে বলেছেন-

لم يبق ا حد اعلم بسنة ماضية من الزهرى.[1]

অর্থ্যাৎ- সুন্নাত (হাদীস) ব্যাপারে যুহরীর চেয়ে অধিক জ্ঞাত কোনো ব্যক্তি বাকী নেই।

ইমাম বুখারী'র অন্যতম শ্রেষ্ঠ উস্তাদ ইমাম আলী বিন মাদিনী'র দৃষ্টিতে হিজাযে সে যুগে সহীহ হাদীসের খাযানা ছিলেন ইমাম যুহরী এবং ইমাম আমর বিন দীনার।

ইমাম যুহরী ১২৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

৮. ইমাম মানসুর বিন মু'তামির, ওফাত ১৩২ হিজরী

তাঁর কুনিয়াত ছিলো-আবু আতাব। তিনি ছিলেন তখনকার কূফার শ্রেষ্ঠ হাফিযে হাদীস। কোন সাহাবী থেকে তাঁর হাদীস বর্ণনার প্রমাণ পাওয়া যায়না। তবে বয়োজ্যেষ্ঠ তাবিঈ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর উস্তাদের তালিকায় বাইশ জন বয়োজ্যেষ্ঠ তাবিঈ রয়েছেন।

১৩২ হিজরীতে কুফায় তিনি ইন্তিকাল করেন।

৯. ইমাম আ'মাশ, ওফাত ১৪৮ হিজরী

তাঁর পুরো নাম আবূ মুহাম্মাদ সুলাইমান বিন মিহরান আল আ'মাশ। তিনি ছিলেন কুফার বাসিন্দা। একজন হাফিযে হাদীস হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিলো। সাহাবীগণের মধ্যে সায়্যিদুনা আনাস মালিক এবং সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আবি আউফা থেকে সরাসরি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর উস্তাদের তালিকায় ১৫ জন বয়োজ্যেষ্ঠ তাবিঈ রয়েছেন।

১৪৮ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

১০. ইমাম আবূ ইসহাক সাবিঈ, ওফাত ১২৭ হিজরী

ইলমে হাদীসে ইমাম আবূ হানীফার শ্রেষ্ঠতম উস্তাদ হচ্ছেন ইমাম আবূ ইসহাক সাবিঈ। তাঁর পুরো নাম ইমাম আবূ ইসহাক আমর বিন আবদুল্লাহ হামদানী। তিনি কুফার বাসিন্দা খ্যাতিমান হাফিযে হাদীস ছিলেন। ইমাম যাহাবী উল্লেখ করেছেন, ইমাম আবূ ইসহাক সাবিঈ বলেন-

ولدت لسنتين بقيتا من خلافة عثمان، ورأيت على بن ابى طالب يخطب[2]

١ـ الامام الذهبى ـ تذكرة الحفاظ ـ ١:١٠٩

٢ـ الامام الذهبى ـ سير اعلام النبلاء ٥:٣٩٣

অর্থ্যাৎ- হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালের দুই বছর অবশিষ্ট থাকতে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। আর সায়্যিদুনা আলীকে খুতবা দিতে দেখেছি।

মোট কতজন সাহাবীর সাথে তাঁর দেখা হয়েছে এ ব্যাপারে কোন বর্ণনা পাওয়া যায়না। তবে ৩৮ জন সাহাবী থেকে তিনি সরাসরি হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে প্রমাণিত।

১২৭ হিজরীতে কুফায় তিনি ইন্তিকাল করেন।

১১. ইমাম আমর বিন দীনার, ওফাত ১২৬ হিজরী

ইলমে হাদীসে ইমাম আবূ হানীফার মাক্কী উস্তাদগণের একজন হচ্ছেন ইমাম আমর বিন দীনার। তাঁর কুনিয়াত ছিলো আবূ মুহাম্মাদ। লকব ছিলো শাইখুল হারাম। ৪৫/৪৬ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আব্বাস ও সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন উমারসহ ১৪ জন সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি মক্কা শরীফের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাফিযে হাদীস ছিলেন।

১২৬ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

১২. ইমাম মুহাম্মাদ আল বাকির, ওফাত ১১৪ হিজরী

আহলে বাইতের প্রখ্যাত এ ইমাম ছিলেন ইমাম আবূ হানীফার উস্তাদ। তাঁর নসব হচ্ছে-আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন আলী (যাইনুল আবিদীন) বিন হোসাইন বিন আলী বিন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুম। ৫৪ হিজরীতে মদীনা শরীফে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি কয়েকজন সাহাবী এবং বয়োজ্যেষ্ঠ তাবিঈগণের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। মদীনা শরীফের শ্রেষ্ঠ হাফিযে হাদীস ছিলেন।

১১৪ হিজরীতে মদীনা শরীফে তিনি ইন্তিকাল করেন।

১৩. ইমাম শা'বী, ওফাত ১০৪ হিজরী

ইলমে হাদীসে ইমাম আবূ হানীফার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উস্তাদ হলেন ইমাম শা'বী। তাঁর পুরো নাম আমির বিন শুরাহিল অথবা আমর বিন শুরাহবিল। ১৭ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কূফার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি প্রথম সারির তাবিঈ ছিলেন। ইমাম বুখারী ইমাম শা'বী থেকে নিজ সনদে বর্ণনা করেন-

ادركت خمس مائة من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم او اكثر .[1]

অর্থ্যাৎ- আমি নবীজির পাঁচশত কিংবা এরও বেশি সংখ্যক সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছি।

মুহাদ্দিসীন একমত যে, ইমাম শা'বী উল্লিখিত পাঁচ শতাধিক সাহাবীর মধ্যে ৪২ জন থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবন হিব্বান (ওফাত ৩৫৪ হিজরী) এর মতে তিনি ১৫০ জন সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অন্যদিকে ইমাম যাহাবী তাঁকে ইমাম আবূ হানীফার শ্রেষ্ঠ শায়খ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

ইমাম শা'বী ৮২ বছর বয়সে ১০৪ হিজরীতে কুফায় ইন্তিকাল করেন।

١ـ الامام الذهبي ـ تذكرة الحفاظ ١: ٨١

১৪. ইমাম ইকরিমা, ওফাত ১০৭ হিজরী

ইমাম আবূ হানীফার উস্তাদগণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন ইমাম ইকরিমা। তিনি ছিলেন সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু'র আযাদকৃত দাস। মুহাদ্দিসীনে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, ইমাম ইকরিমা সায়্যিদুনা ইবন আব্বাস, সায়্যিদুনা ইবন উমার এবং উম্মুল মু'মিনীন আইশা সিদ্দিকাসহ ১৬ জন সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর ব্যাপারে ইমাম শা'বী বলেন-

مابقى احد اعلم بكتاب الله من عكرمة.[1]

অর্থ্যাৎ- কিতাবুল্লাহ'র ইল্‌ম সম্পর্কে ইকরিমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত কোন আলিম এখন বাকী নেই।

অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনের মতে ইমাম ইকরিমা ১০৭ হিজরীতে মদীনা শরীফে ইন্তিকাল করেন।

১৫. ইমাম ইয়াযীদ আল ফাকীর, ওফাত ১২২ হিজরী

তাঁর কুনিয়াত ছিলো - আবূ উসমান এবং লকব ছিলো আল ফাকীর। পুরো নাম-ইয়াযীদ বিন সুহাইব আল ফাকীর। তিনি কূফার বাসিন্দা শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন। সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন উমার, সায়্যিদুনা জাবির বিন আবদুল্লাহ ও সায়্যিদুনা আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহ আনহুম থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর উস্তাদের তালিকায় বয়োজ্যেষ্ঠ তাবিঈগণ রয়েছেন।

১২২ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

১৬. ইমাম হাসান বাসারী, ওফাত ১১০ হিজরী

তাঁর পুরো নাম - ইমাম আবূ সাঈদ হাসান বিন ইয়াসার বাসারী। ইমাম হাসানের জন্ম হয় ২১ হিজরীতে মদীনা শরীফে। তাঁর মা খাইরাহ উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আন্‌হার খাদিমা ছিলেন। এই সুবাদে তিনি হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে প্রতিপালিত হন। তাঁর পিতা ইয়াসার সায়্যিদুনা যায়িদ বিন ছাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুর আযাদকৃত দাস ছিলেন। ইমাম মিযযীর বর্ণনা মতে শিশু হাসানের মা যখন উম্মে সালমার কোন প্রয়োজনে অনুপস্থিত থাকতেন তখন তিনি হযরত উম্মে সালমা স্বীয় স্তন মুখে দিয়ে তাঁর কান্না থামাতেন।

ইমাম হাসান ৩৭ হিজরীতে ১৭ বছর বয়সে পিতা মাতার সাথে বাসরায় চলে যান। সেই থেকে তাঁর নামের সাথে বাসারী যোগ হয়ে যায়। তিনি ৭০ জন বদরীসহ অনেক সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। তন্মধ্যে হাদীস বর্ণনা করেছেন- সায়্যিদুনা উসমান, সায়্যিদুনা আলী, সায়্যিদুনা আবূ মুসা আশআরী, সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন উমার, সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, সায়্যিদুনা ইমরান বিন হোসাইন, সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক, সায়্যিদুনা জাবির বিন আবদুল্লাহ, সায়্যিদুনা নু'মান বিন বাশীর, সায়্যিদুনা মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমূখ সাহাবী থেকে।

প্রখ্যাত তাবিঈ ইমাম হাসান বাসারীর ইলমী অবস্থান সম্পর্কে নতুন করে আলোচনার প্রয়োজন পড়েনা। তবে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ইমাম হাসান বাসারী ইলমে তাসাউফের ইমাম

١- الامام الذهبى - سير اعلام النبلاء ١٧ : ٥، الامام المزى - تهذيب الكمال ٢٠ : ٢٧٢

হিসেবে যতোটা আলোচিত হয়েছেন ইলমে হাদীসের ইমাম হিসেবে ততোটা হননি। তাই আমাদের মাঝে ইলমে হাদীসের ইমাম হিসেবে তাঁর পরিচিতি গড়ে ওঠেনি। রিজাল শাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থাদি পাঠে ইলমে হাদীসে তাঁর অবস্থান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

ইমাম কালাবাযী, ইমাম আবু নাঈম ইস্পাহানী প্রমূখের মতে ১১০ হিজরীতে ইমাম হাসান বাসারী ইন্তিকাল করেন।

১৭. কাসিম বিন আবদুর রহমান, ওফাত ১১৬ হিজরী

ইমাম কাসিম সায়্যিদুনা মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফত কালে জন্মগ্রহণ করেন। সাহাবীগণের মধ্যে সায়্যিদুনা ইবন উমার ও সায়্যিদুনা জাবির বিন সামুরা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। বয়োজ্যৈষ্ঠ তাবিঈগণ রয়েছেন তাঁর উস্তাদের তালিকায়। তিনি মুজতাহিদ ইমাম এবং কুফার কাযী ছিলেন।

১২৬ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

১৮. ইমাম সিমাক বিন হারব, ওফাত ১২৩ হিজরী

তাঁর পুরো নাম- আবূ মুগীরাহ সিমাক বিন হারব। কুফার বাসিন্দা ছিলেন। সায়্যিদুনা নুমান বিন বাশীর ও সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিকসহ ৬ জন সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন ৮০ জন সাহাবীর।

১২৩ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

১৯. ইমাম উসমান বিন আসিম, ওফাত ১২৮ হিজরী

তাঁর কুনিয়াত ছিলো আবূ হাসীন। কুফার বাসিন্দা ছিলেন। সায়্যিদুনা ইবন আব্বাস, সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক এবং সায়্যিদুনা আবূ সাঈদ খুদরীসহ ৭ জন সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি কুফার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন।

১২৮ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

২০. ইমাম জা'ফর সাদিক, ওফাত ১৪৮ হিজরী

আহলে বাইতের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্ব ইমাম জা'ফর সাদিক। তাঁর কুনিয়াত ছিলো আবূ আবদুল্লাহ। লকব ছিলো-সাদিক। পুরো নসব-ইমাম আবূ আবদুল্লাহ জা'ফর বিন মুহাম্মাদ (আল বাকির) বিন আলী (যাইনুল আবিদীন) বিন হোসাইন বিন আলী বিন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুম। তিনি ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম যাহাবী বলেছেন- হয়তোবা তিনি সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক এবং সায়্যিদুনা সাহাল বিন সা'আদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা'র সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন।

ইমাম জা'ফর সাদিক স্বীয় পিতা ইমাম মুহাম্মাদ আল বাকির এবং নানা ইমাম কাসিম বিন মুহাম্মাদসহ বিপুল সংখ্যক তাবিঈ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

উল্লেখ্য যে, ইমাম জা'ফর সাদিক যেমন ইমাম আবূ হানীফার উস্তাদ তেমনি তাঁর পিতা ইমাম

মুহাম্মাদ আল বাকিরও ইমাম আবূ হানীফার উস্তাদ। এছাড়া ইমাম আযম আহলে বাইতের প্রায় সকল সূত্র থেকেই ইলমী ফায়দা হাসিল করেছেন।

ইমাম জা'ফর সাদিক ১৪৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেছেন।

ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, ইমাম আযম আবূ হানীফা ৮ জন সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর উস্তাদের মধ্যে রয়েছেন ৪ হাজার তাবিঈ। তন্মধ্যে মাত্র ২০ জনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো। এতে করে উস্তাদগণের মর্যাদা এবং ইলমী অবস্থান সম্পর্কে অনুমান করা সহজ হবে। ইমাম আযমের উস্তাদগণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য রিজাল শাস্ত্রের নিম্নোক্ত কিতাবগুলো দেখা যেতে পারে।

ইমাম যাহাবী'র *তাযকিরাতুল হুফফায* ও *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খাতীব বাগদাদীর *তারীখে বাগদাদ*, ইমাম মিযযী'র *তাহযীবুল কামাল*, ইমাম সুয়ূতীর *তাবাকাতুল হুফফায*, ইমাম ইবন হাজার আসকালানীর *তাহযীবুত তাহযীব*, ইমাম ইবন হিব্বান'র *মাশাহিরু উলামাইল আমসার* এবং *আছ ছিকাত*, ইমাম কালাবাযী'র *রিজালু সাহীহিল বুখারী*, ইমাম ইবন আবি হাতিম'র *আল জারহু ওয়াত তা'দীল*, ইমাম নববী'র *তাহযীবুল আসমা ওয়াললুগাত* প্রভৃতি।

ইমাম আযমের ছাত্র সংখ্যা

ইমাম আযমের উস্তাদের সংখ্যা যেসব বিপুল তেমনি তাঁর ছাত্র সংখ্যাও বিশাল। বিভিন্ন কিতাবে ইমাম আযমের ছাত্রদের সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন তথ্য উল্লেখিত হয়েছে।

ইমাম যাহাবী বলেন- **روى عنه من المحدثين والفقهاء عدة لايحصون.**[1]

অর্থ্যাৎ- তাঁর কাছ থেকে বিপুল সংখ্যক মুহাদ্দিস ও ফকীহ রিওয়ায়াত করেছেন, তাঁদের সংখ্যা নিরূপন করা সম্ভব নয়।

ইমাম ইবন হাজার মাক্কী বলেন-

الفصل الثامن : فى ذكر الاخذين عنه الحديث والفقه: قيل استيعابهم متعذر لايمكن ضبطه.....وقد ذكر منهم بعض متأخرين المحدثين فى ترجمته ثمانمئة مع ضبط اسمائهم ونسبهم.[2]

অর্থ্যাৎ- অষ্টম অধ্যায়ঃ তাঁর (ইমাম আযম) কাছ থেকে হাদীস ও ফিকহ অর্জনকারীদের বর্ণনা।

উলামায়ে কিরাম বলেন- তাঁদের সংখ্যা নির্ণয় করে লিপিবদ্ধ করা কঠিন। মুতাআখখিরীন মুহাদ্দিসীনের কেউ কেউ তাঁর আট'শ ছাত্রের নাম ও বংশ সম্পর্কে আলোচনা পেশ করেছেন।

ইমাম আবদুল কাদির বিন আবিল ওয়াফা কুরাশী (ওফাত ৭৭৫ হিজরী) বলেন-

وروى عن ابى حنيفة ونقل مذهبه نحو من اربعة الاف نفرا.[3]

١۔ الامام الذهبي ۔ مناقب الامام ابو حنيفة وصاحبيه ۔ ص ٢٠

٢۔ الامام ابن حجر المكى ۔ الخيرات الحسان ۔ ص ٥٣

٣۔ الامام عبد القادر بن ابى الوفاء القرشي ۔ الجواهر المضية فى طبقات الحنفية ١ : ٤

অর্থ্যাৎ- প্রায় চার হাজার ব্যক্তি আবূ হানীফার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা এবং ফিক্‌হে হানাফী শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।

ইমাম আযমের ক'জন খ্যাতিমান ছাত্র

১. ইমাম হাম্মাদ বিন ইমাম আবূ হানীফা, ওফাত ১৭৬ হিজরী

ইমাম আযমের একমাত্র সন্তান ইমাম হাম্মাদ। তিনি স্বীয় পিতা ইমাম আযমের কাছ থেকে ইলমে হাদীস ও ফিক্‌হ শিক্ষা করেন। ইমাম হাম্মাদ স্বীয় পিতার কাছ থেকে শুনা হাদীস সংকলিত করেন, যা *মুসনাদ-ই হাম্মাদ* নামে খ্যাত।

১৭৬ হিজরীতে ইমাম হাম্মাদ ইন্তিকাল করেন।

২. ইমাম আবূ ইউসুফ, ওফাত ১৮২ হিজরী

ইমাম আযমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছাত্র ইমাম আবূ ইউসুফ। তাঁর নসব হচ্ছে- আবূ ইউসুফ ইয়াকুব বিন ইবরাহীম বিন হাবিব বিন খুনাইস বিন সা'আদ বিন হাব্বাহ আল আনসারী। ইসলামের ইতিহাসে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যার লকব হয়েছিলো *কাদিউল কুদাত* (প্রধান বিচারপতি)। মুলতঃ ফিকহে হানাফী দুনিয়াব্যাপী প্রচারে প্রথম দিকে মূখ্য ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তি হচ্ছেন ইমাম আবূ ইউসুফ।

আল্লামা যাফর আহমাদ উসমানী বলেন-

وروى عباس عن ابن معين قال: ابويوسف صاحب حديث وصاحب سنة، وقال احمد كان منصفافي الحديث.[1]

অর্থ্যাৎ- ইমাম ইবন মাঈন থেকে আব্বাস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন-আবু ইউসুফ হাদীস ও সুন্নাতের অধিকারী ছিলেন। আর আহমাদ বলেছেন-হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি ন্যায়পরায়ণ ছিলেন।

তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, ইমাম আহমাদ বিন মুনী, ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান ও ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন প্রমূখ বিখ্যাত ব্যক্তিগণ রয়েছেন। ইমাম আযম থেকে বর্ণনাকৃত তাঁর হাদীস সংকলন *কিতাবুল আছার*।

১৮২ হিজরীতে ইমাম আবূ ইউসুফ ইন্তিকাল করেন।

৩. ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান শাইবানী, ওফাত ১৮৯ হিজরী

ইমাম আযমের প্রখ্যাত ছাত্রগণের অন্যতম হচ্ছেন ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান। ফিক্‌হে হানাফীর দুনিয়াব্যাপী প্রসারে তাঁর অবদান অগ্রগণ্য। তাঁর রচিত ছয়টি গ্রন্থ (যা যাহিরুর রিওয়ায়াত নামে খ্যাত) ফিকহে হানাফীর বুনিয়াদ। ইমাম আবূ হানীফার ইন্তিকালের পর তিনি

١ـ العلامة ظفر احمد العثمانى ـ ابو حنيفة واصحابه المحدثون ـ ص ٨٣

ইমাম আবূ ইউসুফের কাছে অধ্যয়ণ করেন। এ ছাড়া তিনি মদীনা শরীফে তিন বছর অবস্থান করে ইমাম মালিক বিন আনাস'র কাছেও অধ্যয়ণ করেন। উল্লেখ্য যে, ইমাম মুহাম্মাদ ফিক্হে হানাফীর বুনিয়াদী ছয়টি গ্রন্থ ছাড়াও ইমাম আযমের কাছ থেকে শুনা হাদীসের দু'টি সংকলন গ্রন্থবদ্ধ করেন। একটি *কিতাবুল আছার* এবং অন্যটি *মুসনাদে মুহাম্মাদ* নামে খ্যাত। ইমাম মালিক বিন আনাস'র কাছে শুনা হাদীসেরও একটি সংকলন করেন, যা *মুওয়াত্তা মুহাম্মাদ* নামে খ্যাত। তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে ইমাম শাফিঈ, ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন। বাদশাহ হারুন রশীদের সময় তিনি রিককা'র কাযী (বিচারপতি) ছিলেন।

১৮৯ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

৪. ইমাম হাসান বিন যিয়াদ লু'লুয়ী, ওফাত ২০৪ হিজরী

ইমাম আযমের ছাত্রগণের মধ্যে অন্যতম প্রধান হচ্ছেন ইমাম হাসান বিন যিয়াদ লু'লুয়ী। ইমাম কুরাশী বলেন-

كان حافظا لروايات ابى حنيفة.[1]

অর্থ্যাৎ- তিনি (হাসান বিন যিয়াদ) ইমাম আবূ হানীফা থেকে বর্ণিত হাদীসের হাফিয ছিলেন। অনেক মুহাদ্দিস হাসান বিন যিয়াদ সম্পর্কে অনেক কটু মন্তব্য করেছেন। তবে ইমাম ইবন হাজার আসকালানী *লিসানুল মীযানে* তাকে ছিকা বলেছেন। ইমাম আবূ আওয়ানাহ, ইমাম হাকিম, ইমাম দারাকুতনী, ইমাম বাইহাকী, ইমাম তাবরানী প্রমূখ হাসান বিন যিয়াদ সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম হাসান বিন যিয়াদ লু'লুয়ী স্বীয় উস্তাদ ইমাম আবূ হানীফা থেকে শুনা হাদীসগুলো সংকলিত করেন, যা *মুসনাদে হাসান বিন যিয়াদ* নামে খ্যাত।

২০৪ হিজরীতে ইমাম হাসান বিন যিয়াদ ইন্তিকাল করেন।

৫. ইমাম আবদুর রাযযাক বিন হাম্মাম, ওফাত ২১১ হিজরী

ইমাম আবূ হানীফার মুহাদ্দিস ছাত্রগণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন-ইমাম আবদুর রাযযাক বিন হাম্মাম। ইমাম যাহাবী *তাযকিরাতুল হুফফায* (১:৩৬৪) এ তাঁর সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। ইমাম আবদুর রাযযাক অনেকগুলো গ্রন্থ রেখে গেছেন। তন্মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে- সুবৃহৎ হাদীস সংকলন *আল মুসান্নাফ*। তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে রয়েছেন- ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল, ইমাম মাহমুদ বিন গাইলান, ইমাম ইসহাক বিন রাহওয়িয়াহ প্রমূখ। সিহাহ সিত্তায় তাঁর সূত্রে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

২১১ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

৬. ইমাম ইয়াযীদ বিন হারূন, ওফাত ২০৬ হিজরী

ইমাম আবূ হানীফার অন্যতম ছাত্র ইমাম ইয়াযীদ বিন হারূন। ইমাম যাহাবী *তাযকিরাতুল হুফফায* (১:২৯২,৯৩) এ বিশিষ্ট হাফিযে হাদীস হিসেবে ইমাম ইয়াযীদ বিন হারূন ওয়াসিতী'র আলোচনা করেছেন। তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে রয়েছেন ইমাম বুখারীর শায়খ ইমাম

١- الامام القرشى - الجوهر المضية فى طبقات الحنفية ص ١٢٨

আল মাদিনী, ইমাম মুসলিম, ইমাম ইবনু মাজাহ, ইমাম তিরমিযী, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম নাসাঈ, ইমাম ইবনু খুযাইমাহ প্রমুখের উস্তাদ ইমাম আবদুল্লাহ্ দারিমী ও ইমাম আবূ বাকর সাগানী প্রমূখ।

ইমাম ইয়াযীদ বিন হারূন ২০৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

৭. ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুবারক, ওফাত ১৮১ হিজরী

ইমাম আবূ হানীফার মুহাদ্দিস ছাত্রগণের অন্যতম হচ্ছেন ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুবারক। তাঁর উপাধি ছিলো *আমিরুল মুমিনীন ফিল হাদীস*। ইলমে হাদীসে তাঁর পাণ্ডিত্য এবং গ্রহণযোগ্যতা ছিলো প্রশ্নাতীত। *কিতাবুল আছার* নামে তাঁর একটি হাদীস সংকলন রয়েছে।

ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুবারকের কাছ থেকে বিপুল সংখ্যক ছাত্র হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে রয়েছেন-ইমাম বুখারীর পিতা ইসমাঈল বিন ইবরাহীম, ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল, ইমাম ইবন আবি শাইবাহ্ (হাদীস গ্রন্থ আল মুসান্নাফ সংকলক), ইমাম আবদুর রাহমান বিন মাহদী, ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন, ইমাম আহমাদ বিন মুনী প্রমূখ।

১৮১ হিজরীতে ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুবারক ইন্তিকাল করেন।

৮. ইমাম ইয়াহইয়া আল কাত্তান, ওফাত ১৯৬ হিজরী

ইমাম আবূ হানীফার অন্যতম শীর্ষ ছাত্র ইমাম ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান। ইলমে হাদীসে ইয়াহইয়া আল কাত্তান'র উচ্চ মরতবার কথা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন, ইমাম ইবনু হিব্বান, খাতীব বাগদাদী, ইমাম যাহাবী প্রমূখ ইলমে হাদীসে তাঁর গ্রহণ যোগ্যতার কথা সবিস্তার আলোচনা করেছেন। তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে রয়েছেন- ইমাম শাফিঈ, ইমাম ইবনু আবী শাইবা প্রমূখ।

১৯৬ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

৯. ইমাম ওয়াকী ইবনুল জাররাহ, ওফাত ১৯৬ হিজরী

ইমাম আবূ হানীফার অন্যতম ছাত্র ইমাম ওয়াকী ইবনুল জাররাহ একজন জগৎখ্যাত মুহাদ্দিস। রিজাল শাস্ত্রের কিতাবাদীতে তাঁর ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। ইমাম যাহাবী *তাযকিরাতুল হোফফায* এ তাঁর আলোচনায় বলেন-

ماكان بالكوفة فى وكيع افقه ولااعلم بالحديث منه.[১]

অর্থ্যাৎ- ইমাম ওয়াকীর সময়ে কুফায় ইলমে ফিক্হ এবং ইলমে হাদীসে তাঁর চেয়ে বেশি পারদর্শী কেউ ছিলো না।

সিহাহ সিত্তায় ওয়াকী ইবনুল জাররাহ সূত্রে বহু হাদীস বর্ণিত আছে। তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে রয়েছেন-ইমাম শাফিঈ, ইমাম হুমাইদী, ইমাম ইবনু আবি শাইবা প্রমূখ। রিজাল শাস্ত্রে জারহ্ ও তা'দীল এর উদ্‌গাতাগণের মধ্যে ওয়াকী ইবনুল জাররাহকে গণ্য করা হয়।

১৯৬ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

١۔ العلامة ظفر احمد العثمانی ۔ ابو حنیفة اصحابه المحدثون ۔ ص ١٠٤

১০. ইমাম মাক্কী বিন ইবরাহীম বলখী, ওফাত ২১৫ হিজরী

ইমাম আবূ হানীফার বিশেষ ছাত্র ইমাম মাক্কী বিন ইবরাহীম। তিনি বলখের অধিবাসী ছিলেন। একাধারে দশ বছর মক্কা শরীফ অবস্থান করায় তাঁর নামই মাক্কী হয়ে গেছে। ইলমের অন্বেষণে তিনি কূফা সফর করেন। এ সময় ইমাম আযমের সান্নিধ্যে আসেন। শায়খুল হাদীস যাকারিয়্যা কান্দুলুবী বলেন-

ولزم اباحنيفة وسمع منه الحديث و الفقه.[1]

অর্থ্যাৎ- তিনি আবূ হানীফার ছাত্রত্ব গ্রহণপূর্বক তাঁর কাছ থেকে হাদীস ও ফিকহ্ শুনেন।

ইমাম মাক্কী বিন ইবরাহীম'র ছাত্রগণের মধ্যে রয়েছেন-ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, ইমাম ইবন মাঈন এবং ইমাম বুখারী প্রমূখ। ইমাম বুখারী ২২ ছুলাছিয়াতের ১১টিই বর্ণনা করেছেন ইমাম মাক্কী বিন ইবরাহীম থেকে।

২১৫ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

১১. ইমাম দাহহাক বিন মুখলাদ, ওফাত ২১২ হিজরী

ইমাম আযমের মুহাদ্দিস ছাত্রগণের অন্যতম ইমাম দাহহাক বিন মুখলাদ। তিনি আবূ আসীম নাবীল নামে অধিক খ্যাত। ইমাম বুখারী ২২ ছুলাছিয়াতের ৬টি বর্ণনা করেছেন আবূ আসীম নাবীল থেকে। এছাড়া সিহাহ সিত্তায় তাঁর সূত্রে অনেক হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

২১২ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

১২. ইমাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আনসারী, ওফাত ২১৫ হিজরী

ইমাম আবূ হানীফার ছাত্রগণের অন্যতম ইমাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আনসারী। ইমাম আযমের ইন্তিকালের পর তিনি ইমাম আবূ ইউসুফ'র শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ইমাম বুখারী তাঁর কাছ থেকে ৩টি ছুলাছিয়্যাত বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া সিহাহ সিত্তার সব কিতাবে তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

২১৫ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

১৩. ইমাম খাল্লাদ বিন ইয়াহইয়া, ওফাত ২১৩ হিজরী

ইমাম আযমের মুহাদ্দিস ছাত্রগণের অন্যতম ইমাম খাল্লাদ বিন ইয়াহইয়া। ইমাম বুখারী স্বীয় কিতাবে বর্ণিত ২২ ছুলাছিয়্যাতের ১টি বর্ণনা করেছেন ইমাম খাল্লাদ বিন ইয়াহইয়া থেকে। সিহাহ সিত্তার সব কিতাবে তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

২১৩ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

১৪. ইমাম হাফস বিন গিয়াছ, ওফাত ১৯৪ হিজরী

ইমাম আযমের মুহাদ্দিস ছাত্রগণের মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছেন ইমাম হাফস বিন গিয়াছ। তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে রয়েছেন- ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, ইমাম আলী বিন মাদিনী ও ইমাম ইবন মাঈন প্রমূখ।

১৯৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

١- شيخ الحديث مولانا زكريا- مقدمة لامع الدراري

১৫. ইমাম সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ, ওফাত ১৯৬ হিজরী

ইমাম আযমের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ছাত্রগণের একজন তিনি। ইলমে হাদীসে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিলো প্রশ্নাতীত। তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে রয়েছেন-ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইমাম শাফীঈ, ইমাম আলী বিন মাদিনী এবং ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী, ইমাম ইবন মাজাহ প্রমুখের উস্তাদ ইমাম মাহমুদ বিন গাইলান।

১৯৬ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

১৬. ইমাম ফাদাল বিন দুকাইন, ওফাত ২১৮ হিজরী

ইমাম আযমের মুহাদ্দিস ছাত্রগণের অন্যতম ইমাম ফাদাল বিন দুকাইন। ইমাম আবূ হানীফার ইন্তিকাল পরবর্তীতে তিনি ইমাম যুফার'র শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে রয়েছেন-ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম প্রমূখ।

২১৮ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

১৭. ইমাম সুফিয়ান ছাওরী, ওফাত ১৬১ হিজরী

সায়্যিদুল হুফফায, আমিরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস, শাইখুল ইসলাম ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত ছিলেন ইমাম আযমের প্রখ্যাত ছাত্র ইমাম সুফিয়ান ছাওরী। তাঁর পুরো নাম আবূ আবদুল্লাহ সুফিয়ান বিন সাঈদ ছাওরী।

ইমাম মুল্লা আলী কারী তাঁর আলোচনায় বলেন-

روى عنه (اى عن ابى حنيفة) مصرحا ومكنيا،وهو احدائمة المجتهدين. ومن اقطاب الاسلام واركان الدين ، وجمع بين الفقه والحديث والزهد والورع والعبادات.[1]

অর্থ্যাৎ- তিনি (সুফিয়ান) ইমাম আবূ হানীফার কাছ থেকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি একজন মুজতাহিদ ইমাম, ইসলামের একজন স্তম্ভ ও কুতুব ছিলেন। ইলমে ফিক্হ, ইলমে হাদীস ও ইলমে তাসাউফ ইত্যাদির সমন্বয় ছিলো তাঁর মাঝে। তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে রয়েছেন-ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুবারক, ইমাম ইয়াহইয়া আল কাত্তান, ইমাম ওয়াকি ইবনুল জাররাহ প্রমূখ।

১৬১ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

১৮. ইমাম আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ মুকরী, ওফাত ২১৩ হিজরী

ইমাম আযমের ছাত্রগণের মধ্যে অন্যতম ইমাম আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ মুকরী। তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে রয়েছেন-ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, ইমাম বুখারী প্রমূখ।

২১৩ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

١ـ العلامة ظفر احمد العثمانى ـ ابو حنيفة اصحابه المحدثون ـ ص ١١٣

ইমাম আবূ হানীফার হাদীস সংখ্যা

ইমাম আযম আবূ হানীফা'র সংগৃহীত হাদীসের সংখ্যা কতো? এ প্রশ্ন অনেকটা উদ্ভট ঠেকলেও বিদ্বেষীগণের প্রচার মতে তাঁর হাদীসের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। কেউ কেউ তাঁর হাদীসের সংখ্যা নিরূপন করতে গিয়ে দশকের কোটা থেকে শুরু করে শতকের কোটা পর্যন্ত যান। বিদ্বেষীগণের ভিত্তিহীন এ অপপ্রচার ছিলো পরিকল্পিত ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। আমরা বিভিন্ন প্রামাণ্য সূত্র থেকে ইমাম আযমের হাদীস সংখ্যা ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করছি। যারা বিভিন্ন আলোচনায় ইমাম আবূ হানীফার হাদীস সংখ্যা ১৭ থেকে ১৫০ পর্যন্ত পৌঁছান, আমরা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই- ইমাম আযমের অন্যতম শীর্ষ ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদ ফিকহে হানাফীর মূল স্তম্ভ ছয়টি গ্রন্থ ছাড়াও আরো কতিপয় অমর গ্রন্থ রেখে গেছেন। তন্মধ্যে রয়েছে *কিতাবুল আছার*। এই অনবদ্য গ্রন্থ কিতাবুল আছারে ইমাম মুহাম্মাদ ইমাম আযম থেকে ৯৬৫টি হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন। বাকী রইলো ইমাম মুহাম্মাদ'র অন্য গ্রন্থ *মুসনাদ*, ইমাম আবূ ইউসুফের *কিতাবুল আছার*, ইমাম হাম্মাদ বিন আবূ হানীফা'র *মুসনাদ*, ইমাম হাসান বিন যিয়াদ'র মুসনাদসহ অন্যান্য মুসনাদসমূহ। যারা ইমাম আবূ হানীফার হাদীস সংখ্যা ১৭ থেকে ১৫০ এর মধ্যে সীমিত করেন এটা হয়তোবা অজ্ঞতা নতুবা হিংসার কারণেই করেন।

আল্লামা জাফর আহমাদ উসমানী বলেন-

اعلم، وفقک الله وايانالما يحب ويرضى انه جرى على بعض الالسنة من المتعصبين ان الامام اباحنيفة رضى الله عنه كان قصير اليد فى الحديث، لم يبلغه الا احاديث يسيرة، ولعمرى انها فرية بلامرية، نقشعرمنها الجلود، و يقف منها الشعر، ولايعول بهذاالقول الاجاهل حاسد او متعصب فاتر، بل الذى تدل عليه كلمات المحققين من الفقهاء والمحدثين ان الامام رضى الله عنه من المكثرين فى الحديث، جمع منه مقدارا عظيما لا يحيط به الا من كان فى رتبته، والدليل على ذالک مامرمن شهادة اجلة المحدثين كمكى بن ابراهيم ويزيدبن هارون وعبدالله بن المبارک، واعترافهم بكون الامام اعلم اهل زمانه.[1]

অর্থ্যাৎ- জেনে রাখুন (আল্লাহ আপনাকে এবং আমাদেরকে তাঁর মর্জি মতো বুঝার তাওফিক দিন), কিছু সংখ্যক ছিদ্রান্বেষী নিন্দুক বলে বেড়ায় যে, হাদীসে ইমাম আবূ হানিফা রাহিমাহুল্লাহর দখল একেবারে কম ছিলো। অত্যন্ত অল্প সংখ্যক হাদীস ছাড়া তাঁর কাছে কোন হাদীস পৌঁছায়নি। জীবন আমার উৎসর্গিত হোক! এসব ভিত্তিহীন অমূলক কথায় চামড়ায় জ্বলন ধরে, লোম শিউরে ওঠে। ছিদ্রন্বেষী নিন্দুক, অজ্ঞ ছাড়া অন্য কেউ এমন কথা বলতে পারেনা। বিশেষজ্ঞ ফুকাহা এবং মুহাদ্দিসীনের গবেষণা মতে ইমাম আবূ হানীফা রাদিয়াল্লাহু

১- العلامة ظفر احمد العثمانى - ابو حنيفة اصحابه المحدثون - ص١٣

আনহু ছিলেন বিপুল সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারীদের (مكثرين فى الحديث) একজন। এ কথা প্রমাণের জন্যে প্রথমেই মাক্কী বিন ইবরাহীম, ইয়াযীদ বিন হারূন এবং আবদুল্লাহ বিন মুবারক'র মতো জাঁদরেল মুহাদ্দিসগণের মতামতকে আলোচনায় আনতে হয়। তাঁদের মতে- ইমাম আযম তাঁর যুগে সবচেয়ে বড় আলিম ছিলেন।

রিজাল শাস্ত্রের সর্বজনমান্য বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্ব *সিয়ারু-আ'লামিন নুবালা, মীযানুল ই'তিদাল, তাযকিরাতুল হুফফায* প্রভৃতি কালোত্তীর্ণ গ্রন্থ প্রণেতা ইমাম যাহাবী ইমাম আযমকে একজন হাফিযে হাদীস হিসেবে গণ্য করেছেন। ইমাম যাহাবী তাঁর রচিত হাফিযে হাদীসগণের পরিচিতিমূলক গ্রন্থ *তাযকিরাতুল হুফফায* ১ম খণ্ডে ইমাম আবূ হানীফার সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করতঃ বলেছেন-

مناقب هذا الامام افردتها فى جزء.

অর্থ্যাৎ- এই মহান ইমামের মানাকিব বিষয়ে আমি আলাদা একটি পুস্তিকা লিখেছি।

ইমাম যাহাবীর *তাযকিরাতুল হুফফায* গ্রন্থখানীর নাম থেকেই এর বিষয়বস্তু পরিস্কার বুঝা যাচ্ছে। তদুপরি তিনি গ্রন্থের মুকাদ্দিমায় বলেছেন-এটি হাফিযে হাদীসগণের তাযকিরা বা আলোচনা। এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১২৮ নম্বরে ইমাম আবূ হানীফার সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ করেছেন। তাই ইমাম যাহাবীর দৃষ্টিতে ইমাম আযম হাফিযে হাদীস ছিলেন।

এবার আমরা দেখবো হাদীস শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞগণের পরিভাষায় কোন পর্যায়ের মুহাদ্দিসকে হাফিযে হাদীস হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। মুতাআখখিরীন মুহাদ্দিসগণের মতে কমপক্ষে একলক্ষ হাদীস সনদসহ যার মুখস্থ রয়েছে তিনিই হাফিযে হাদীস। তাই একথা সহজেই বলা যায় যে, ইমাম যাহাবীর মতে ইমাম আবূ হানীফা কমপক্ষে এক লক্ষ হাদীস সনদসহ মুখস্থ জানতেন। এ কথা সহজেই বলা যে, ইমাম আযম আবূ হানীফা মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। একজন মুজতাহিদের কি কি গুণাবলী থাকা দরকার এবং তাঁর ইলমী যোগ্যতা কেমন হওয়া প্রয়োজন এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। শুধুমাত্র একজন মুজতাহিদের জন্য কতো সংখ্যক হাদীস জানা থাকা আবশ্যক সে বিষয়ে খুবই সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হলো। ইমাম ইবনুল কায়্যিম হাম্বলী (ওফাত ৭৫১ হিজরী) স্বীয় *ই'লামুল মুওয়াককিয়ীন* কিতাবে উল্লেখ করেছেন-

ان رجلاسأل الامام احمد رضى الله عنه: اذا حفظ الرجل مائة الف حديث يكون فقيه؟ قال الامام : لا، قال : فمائتى الف؟ قال : لا، قال : فثلاث مائة الف؟ قال : لا، قال : فاربعمائة الف؟ قال الامام بيده هكذا وحركها،اى لعله يصلح ان يكون فقيها مجتهدا.[1]

অর্থ্যাৎ- এক ব্যক্তি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলো, কোনো ব্যক্তি যদি এক লক্ষ হাদীসের হাফিয হন তবে তিনি কি ফকীহ হতে পারবেন? উত্তরে ইমাম বললেন-না। যদি দুই লক্ষ হাদীসের হাফিয হন তবে কি পারবেন? ইমাম বললেন-না। যদি

١ـ الامام ابن القيم ـ اعلام الموقعين ـ ١:٤٥

তিন লক্ষ হাদীসের হাফিয হন তবে কি পারবেন? ইমাম বললেন-না। যদি চার লক্ষ হাদীসের হাফিয হন তবে কি পারবেন? উত্তরে ইমাম নিজ হাত দিয়ে ইতি বাচক ইঙ্গিত করলেন। তথা আশা করা যায়, চার লক্ষ হাদীসের হাফিয একজন ফকীহ মুজতাহিদ হতে পারবেন।

ইমাম খতীব বাগদাদী (ওফাত ৪৬৩ হিজরী) বিদগ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন সম্পর্কে আলোচনার এক পর্যায়ে বলেন-

وقد قيل له :ايفتي الرجل من مائة الف حديث؟ قال: لا قلت ومن مائتى الف؟ قال :لا قلت ثلاثمائة الف؟ قال : لا قلت : خمس مائة الف؟ قال : ارجو.[١]

অর্থ্যাৎ- ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈনকে জিজ্ঞেস করা হলো, এক লক্ষ হাদীস জানা ব্যক্তি কি ফাতাওয়া প্রদান করতে পারবেন? তিনি বললেন-না। তবে কি দুই লক্ষ হাদীস জানা ব্যক্তি পারবেন? বললেন-না। তিন লক্ষ হাদীস জানা ব্যক্তি কি পারবেন? বললেন -না। তবে কি পাঁচ লক্ষ হাদীস জানা ব্যক্তি পারবেন? তিনি বললেন-আশা করা যায়।

আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী বলেন-

ولا يخفى على من له ادنى مسكة ان الفقه والاجتهاد لا يتيسر بدون حفظ الاحاديث والاثار،واقوال الصحابة والتابعين واختلافهم، ومعرفة الناسخ والمنسوخ من القران والسنن.[٢]

অর্থ্যাৎ- ইজতিহাদ বিষয়ে যাদের সামান্যতম জ্ঞান আছে তারা জানেন যে, হাদীস ও আছার, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈন'র মতামত এবং মতানৈক্য সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত হওয়া এবং কুরআন ও হাদীস'র নাসিখ-মানসুখ ইত্যাদি ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ অবগতি ছাড়া ইজতিহাদ করা সম্ভব নয়।

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় এটা বিদ্যলোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল'র দৃষ্টিতে একজন ফকীহ মুজতাহিদের জন্য কমপক্ষে চার লক্ষ হাদীস জানা থাকা প্রয়োজন। আর ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন'র মতে মুজতাহিদের জন্য পাঁচ লক্ষ হাদীস জানা প্রয়োজন। ইতিহাসের পাতায় অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকালে আমরা দেখি যে, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলসহ পরবর্তী কালের সকলেই ইমাম আযমকে মুজতাহিদ স্বীকার করেন। ইমাম আযম কেবল মুজতাহিদই নয় বরং বহু সংখ্যক মুজতাহিদ ইমামের উস্তাদ ছিলেন। এমতাবস্থায় স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, তিনি কমপক্ষে চার কিংবা পাঁচ লক্ষ হাদীসের হাফিয ছিলেন।

এ কথা অবশ্যই বুঝতে হবে যে, হাদীস কম বর্ণনা করা আর কম জানা এক কথা নয়। সায়্যিদুনা আবূ বাক্র সিদ্দীক (বর্ণিত হাদিস ১৪২টি), সায়্যিদুনা উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুমা (বর্ণিত হাদিস ৫৩৯টি) খুব অল্প সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। এর অর্থ কি এই

١- الامام خطيب البغدادى- الجامع لاخلاق الراوى وادب السامع ٢ : ١٧٣

٢- العلامة ظفر احمد العثمانى- ابو حنيفة اصحابه المحدثون- ص ١٤

যে, তাঁরা অল্প সংখ্যক হাদীস জানতেন? ইলমে ফিক্হকে একটি স্বতন্ত্র ইলম হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন ইমাম আবূ হানীফা। হাদীস বর্ণনার চেয়ে হাদীস'র অন্তর্নিহীত ভাব থেকে সমাধান বা ইসতিম্বাত নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন তিনি। তাই হাদীস বর্ণনা কম করেছেন। নতুবা তাঁর কাছে হাদীসের সীমাহীন ভাণ্ডার যে মওজুদ ছিলো বিভিন্নভাবে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ড. মুস্তাফা সুবায়ী শাফিঈ বলেন-

لقد كتب ا بوحنيفة عن اربعة آلاف شيخ،حتى عده الذهبى فى تذكرته التى هى ثبت الحفاظ، وحدث عنه يحيى بن نصر فقال دخلت عليه فى بيت مملوء كتبا فقلت له ما هذا، فقال هذه الاحاديث ماحدثت منها الا اليسير الذى ينتفع به.[1]

অর্থ্যাৎ- ইমাম আবূ হানীফা চার হাজার উস্তাদ থেকে (হাদীস) লিখেছেন। হাফিয যাহাবী *তাযকিরাতুল হুফফায* গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফাকে হাফিযে হাদীস বলে গণ্য করেছেন। ইয়াহইয়া বিন নাসর ইমাম আবূ হানীফা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি আবূ হানীফার ঘরে প্রবেশ করত: দেখলাম ঘরখানি পাণ্ডুলিপিতে ভর্তি রয়েছে। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, এগুলো কি? জবাবে তিনি বললেন- এসব হচ্ছে হাদীস। (তবে এই বিশাল ভাণ্ডার থেকে) ফিকহের ক্ষেত্রে মানুষের উপকারে আসে এরকম সামান্য সংখ্যক হাদীসই আমি বর্ণনা করেছি। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ইমাম ইয়াহইয়া বিন নাসর ইমাম আযম থেকে বর্ণনা করেছেন; ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন-

عندى صناديق من الحديث مااخرجت منها الااليسير الذى ينتفع به.

অর্থ্যাৎ- আমার কাছে (লিখিত) হাদীস ভর্তি অনেকগুলো সিন্দুক রয়েছে। সেখান থেকে আমি প্রয়োজন মতো অল্প সংখ্যকই বের করেছি।

ইমাম আবূ হানীফার মুসনাদসমূহ

এ কথা অবশ্য সত্য যে, ইমাম আবূ হানীফা স্বয়ং কোন হাদীসগ্রন্থ সংকলন করেননি। যেমনটি ইমাম মালিক *মুওয়াত্তা* সংকলন করেছিলেন। তবে ইমাম আযমের ছাত্রগণের মধ্যে চার জন তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত হাদীসগুলো *মুসনাদ* ও *আছার* নামে সংকলন করেছেন। এ ছাড়া পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণ নিজ নিজ মুত্তাসিল (অবিচ্ছেদ্য) সনদে ইমাম আবূ হানীফার মুসনাদ সংকলন করেছেন। নিম্নে সে সব মুসনাদ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হলো।

মুসনাদ সংখ্যা

বিভিন্ন যুগে মুহাককিক উলামা ও ইমামগণ আপন গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যমতে ইমাম আবূ হানীফার মুসনাদ সংখ্যা ব্যাপারে নিজ নিজ বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। যেমন-

---

١ـ الدكتور مصطفى السباعى ـ السنة ومكانتها فى تشريع الاسلامى ـ ص ٤٥٠

ক. ইমাম খাওয়ারিযমী হানাফী, ওফাত ৬৫৫ হিজরী

ইমাম আবুল মুওয়ায়্যিদ মুহাম্মাদ বিন মাহমুদ খাওয়ারিযমী ইমাম আযম আবূ হানীফার মুসনাদসমূহ একত্রিত করে *জামিউল মাসানীদ* নামে প্রকাশ করেছেন। স্বীয় সংকলনের মুকাদ্দিমায় তিনি বলেন-

اردت ان اجمع بين خمسة عشر من مسانيده التى جمعها له فحول علماء الحديث.[1]

অর্থ্যাৎ- আমি মনস্ত করলাম যে, (এ গ্রন্থে) ইমাম আবূ হানীফার সেই ১৫টি মুসনাদ একত্রিত করবো যেগুলো বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণ সংকলন করেছিলেন।

খ. ইমাম ইবন হাজার আসকালানী শাফিঈ, ওফাত ৮৫২ হিজরী

ইমাম হাফিয ইবন হাজার আসকালানী শাফিঈ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *আল মু'জামুল মুফাহরাস* এ ইমাম আবূ হানীফার চারটি মুসনাদ এবং ইমাম কর্তৃক সরাসরি সাহাবী থেকে বর্ণিত হাদীসের দু'টি পুস্তিকার কথা উল্লেখ করেছেন।

গ. ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ সালিহী শাফিঈ, ওফাত ৯৫২ হিজরী

সীরাতে শামিয়া প্রণেতা ইমাম সালিহী ইমাম আযম'র মানাকিব বিষয়ে লিখিত স্বীয় গ্রন্থ *উকুদুল জুমআন* এ ২৩ নম্বর অধ্যায়ের নামকরণ করেছেন-

فى بيان المسانيد التى خرجها الحفاظ من حديثه والذى اتصل بنا منها سبعة عشر مسندا.[2]

অর্থ্যাৎ- ইমাম আযমের সেই মুসনাদসমূহের বর্ণনা যা হাফিযে হাদীসগণ তাখরীজ করেছেন। মুত্তাসিল সনদে আমাদের কাছ পর্যন্ত ১৭টি মুসনাদ পৌঁছেছে।

ঘ. ইমাম সায়্যিদ মুরতাদা যাবিদী হানাফী, ওফাত ১২০৫ হিজরী

ইমাম সায়্যিদ মুরতাদা যাবিদী হানাফী স্বীয় বিখ্যাত গ্রন্থ *উকুদু জাওয়াহিরুল মুনিফাহ* এর মুকাদ্দিমায় লিখেছেন-

اخرجته على مسانيد الامام الاربعة عشر المنسوبة اليه من تخاريج الائمة.[3]

অর্থ্যাৎ- আমি এ গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফার প্রতি আরোপিত সেই ১৪টি মুসনাদ'র তাখরীজ করেছি যেগুলো হাদীসের ইমামগণ একত্রিত করেছেন।

ঙ. ইমাম ইবন আবিদীন শামী হানাফী, ওফাত ১২৫২ হিজরী

ইবন আবিদীন শামী নামে খ্যাত ইমাম মুহাম্মাদ আমীন লিখেছেন-

١ـ الامام الخوارزمى ـ جامع المسانيد للامام ابى حنيفة ١:٤

٢ـ عقود الجمان فى مناقب الامام ابى حنيفة النعمان ـ ص٣٢٢

٣ـ الامام مرتضى زبيدي ـ عقود الجوا هر المنيفة فى ادلة مذهب الامام ابى حنيفة ١:٥

واسـنـد الامام ابوالصبر ايوب الخلوتی مسانيد الامام ابی حنيفة واوصلها الی سبعة عشر مسندا.[١]

অর্থ্যাৎ- ইমাম আবূ সাবার আইউব খালওয়াতী ইমাম আবূ হানীফার মুসনাদসমূহ একত্রিত করেছেন, যা সংখ্যায় ১৭টি হয়।

চ. ড. মুস্তাফা সুবায়ী শাফিঈ, ওফাত ১৯৬৪ ঈসায়ী

ড. মুস্তাফা সুবায়ী শাফিঈ ইমাম আবূ হানীফার মুসনাদ সংখ্যা বিষয়ক আলোচনার শেষ পর্যায়ে লিখেছেন-

وكـذالـک الشـمـس الـحـافـظ ابـن طـولون اذ ساق اسانيد تلـک المسانيد السبـعة عشـر ايـضا فی الفهرست الاوسط، بل كان الخطيب حينما رحل الی دمشـق استـصـحـب مـعـه مسند ابی حنيفه للدار قطنی، ومسنده لابن شاهن، ومسـنـده لـلـخـطـيـب نـفسـه، وهـذه غيرتلـک المسانيد السبعة عشر وذكر البـدرالـعيـنـی فی تاريخه الكبير ان مسند ابی حنيفة لابن عقدة يحتوی وحده علی مايزيد علی الف حديث، وهو ايضاغير تلـک المسانيد.[٢]

অর্থ্যাৎ- আর এমনি শামসুল হুফফায হাফিয ইবন তুলুনও স্বীয় আল ফিহ্‌রসাতুল আওসাত গ্রন্থে সেই ১৭ মুসনাদের সনদসমূহ আলোচনা করেছেন। এমনকি খতীব বাগদাদী দামেশ্‌ক সফরকালে ইমাম দারাকুতনী সংকলিত মুসনাদে আবূ হানীফা, ইমাম ইবন শাহীনের মুসনাদে আবূ হানীফা এবং খাতীবের নিজ সংকলিত মুসনাদে আবূ হানীফা সাথে নিয়ে যান। এ তিনটি মুসনাদ উপরে বর্ণিত ১৭ মুসনাদ থেকে আলাদা।

ইমাম বদরুদ্দীন আইনী হানাফী স্বীয় তারীখুল কাবীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, শুধুমাত্র ইবন উকদাহ সংকলিত মুসনাদে ইমাম আবূ হানীফাতে এক হাজারেরও অধিক হাদীস উল্লেখ রয়েছে। এটিও উপরে বর্ণিত মুসনাদ থেকে আলাদা আরেকটি।

ড. মুস্তাফা সুবায়ী'র সারগর্ভ গবেষণা গ্রন্থ *আস সুন্নাতু ওয়ামাকানাতুহা ফী তাশরিঈল ইসলামীতে* (পৃ: ৪৫০) আমরা ইমাম আযম আবূ হানীফার ২১টি মুসনাদের সন্ধান পেয়েছি।

ছ. শায়খ আবদুল হাফিয মালিক আবদুল হক মাক্কী*

মক্কা শরীফের সওলতিয়া মাদরাসার মুহাদ্দিস শায়খ আবদুল হাফিয মালিক আবদুল হক মাক্কী মক্কা শরীফের মাকতাবাতু ইমদাদিয়া থেকে ২০১০ সালে প্রকাশিত ইমাম হারিছী সংকলিত মুসনাদে ইমাম আযম এর মুকাদ্দিমায় (পৃ:১২) ইমাম আযমের মুসনাদ সংখ্যা ২৮টি বলে উল্লেখ করেছেন।

١- الامام ابن عابدين - عقود اللالی - ص ٤٢

٢- الدكتور مصطفی السباعی - السنة و مكانتها فی تشريع الاسلامی ص٤٥١

* সাউথ আফ্রিকা সফররত অবস্থায় গত ১৬ জানুয়ারি ২০১৭ সোমবার মাগরিব নামাজের পর এ মহান শায়খ ইন্তিকাল করেন। তিনি বহু মূল্যবান কিতাবের রচয়িতা।

জ. শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী, জন্ম ১৯৫১ ঈসায়ী

বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ, হাজার গ্রন্থ প্রণেতা শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী ইমাম আযমের মুসনাদসমূহের উপর উর্দু ভাষায় রচিত গবেষণা গ্রন্থ *তাযকিরায়ে মাসানীদে ইমাম আযম* এ ইমাম আবূ হানীফা'র মুসনাদ সংখ্যার বিষয়ে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের মতামত আলোচনা করতঃ বলেন-

راقم نے مختلف کتب، مخطوطوں لائبریریوں کو کنگھالنے کے بعد امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی مزید بارہ مسانید دریافت کی ہیں، اس طرح مسانید امام اعظم کی تعداد انتیس ہے۔[1]

অর্থ্যাৎ- লেখক প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ এবং অপ্রকাশিত হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি ও বিভিন্ন লাইব্রেরিতে ঘাটাঘাটি করে আরো ১২টি মুসনাদের সন্ধান পেয়েছি। এভাবে সর্বশুদ্ধ মুসনাদ সংখ্যা ২৯টিতে দাঁড়িয়েছে।

১. ইমাম খাওয়ারিযমী হানাফীর মতে ইমাম আযমের মুসনাদ ১৫টি।

২. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী শাফিঈর মতে ইমাম আযমের মুসনাদ ৪টি।

৩. ইমাম ইবনে ইউসুফ সালিহী শাফিঈর মতে ইমাম আযমের মুসনাদ ১৭টি।

৪. ইমাম সায়্যিদ মুরতাদা যাবিদী হানাফীর মতে ইমাম আযমের মুসনাদ ১৪টি।

৫. ইমাম ইবনে আবিদীন শামী হানাফীর মতে ইমাম আযমের মুসনাদ ১৭টি।

৬. ড. মুস্তাফা সুবায়ী শাফিঈর মতে ইমাম আযমের মুসনাদ ২১টি।

৭. শায়খ আবদুল হাফিয মালিক আবদুল হক মাক্কী হানাফীর মতে ইমাম আযমের মুসনাদ ২৮টি।

৮. শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহির আল কাদিরী হানাফীর মতে ইমাম আযমের মুসনাদ ২৯টি।

ইমাম আযমের ২৯টি মুসনাদ ও এর সংকলকগণ

১. মুসনাদে ইমাম হাম্মাদ বিন আবূ হানীফা, ওফাত ১৭৬ হিজরী

ইমাম আযম আবূ হানীফার একমাত্র সন্তান ইমাম হাম্মাদ ছিলেন ইল্‌মে হাদীস ও ইল্‌মে ফিক্‌হ এ গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ব্যক্তিত্ব। তিনি স্বীয় পিতার মুসনাদ সংকলন করেন, যা *মুসনাদে হাম্মাদ* নামে খ্যাত হয়। কাসিম বিন মাঈন'র পর তিনি কূফার কাযী (বিচারপতি) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ইমাম যাহাবী শাফিঈ, ইমাম ইবন হাজার আসকালানী শাফিঈ, ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ শাফিঈ, ইমাম খাওয়ারিযমী হানাফী এবং ইমাম আবুল ওয়াফা হানাফী প্রমূখ ইমাম হাম্মাদ বিন আবূ হানীফার ইলমী বৈশিষ্ট ও দক্ষতার কথা সবিস্তার আলোচনা করেছেন।

ইমাম যাহাবীর মতে ১৭৬ হিজরীতে ইমাম হাম্মাদ বিন আবূ হানীফা ইন্তিকাল করেন।

۱۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ تذکرۃ مسانید امام اعظم ص ۳۷

২. মুসনাদে ইমাম কাযী আবূ ইউসুফ, ওফাত ১৮২ হিজরী

ইমাম আযম আবূ হানীফার সবচেয়ে খ্যাতিমান ছাত্রগণের একজন আবূ ইউসুফ ইয়াকুব বিন ইবরাহীম আনসারী। ইসলামের ইতিহাসে প্রথম *কাযীউল কূযাত* বা প্রধান বিচারপতি লক্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন ইমাম আবূ ইউসুফ। তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি আমরা ইতোপূর্বে পেশ করেছি। ইমাম আবূ ইউসুফ স্বীয় উস্তাদ ইমাম আবূ হানীফার মুসনাদ সংকলন করেছেন।

ইমাম আবূ ইউসুফের রচনাবলীর মধ্যে *মুসনাদ* এবং *কিতাবুল আছার* এ দু'টির নাম পাওয়া যায়। এমনকি আল্লামা আবুল ওয়াফা আফগানীর টীকা সম্বলিত *কিতাবুল আছার* পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ইমাম খাওয়ারিযমী, ইমাম সালিহী প্রমূখ নিজ নিজ সনদে ইমাম আবূ ইউসুফ সংকলিত মুসনাদের উল্লেখ করেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে *কিতাবুল আছার* এবং *মুসনাদ* এ দু'টি কি স্বতন্ত্র গ্রন্থ নাকি একই গ্রন্থের দুই নাম? আল্লামা আবুল ওয়াফা আফগানী কিতাবুল আছার এর মুকাদ্দিমায় বলেছেন- *কিতাবুল আছার* এবং *মুসনাদ* মুলতঃ একই গ্রন্থের দুটি নাম হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। ইল্‌মে হাদীসে ইমাম আবূ ইউসুফের অবস্থান বুঝার জন্যেই এটুকুই যথেষ্ট যে, ইমাম যাহাবী *তাযকিরাতুল হুফফায* গ্রন্থে হাফিযে হাদীস হিসেবে তাঁর আলোচনা গ্রন্থিত করেছেন।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক খলীফা বিন খাইয়্যাত, ইয়াকুব বিন সুফইয়ান প্রমুখের মতে ১৮২ হিজরীতে ইমাম আবূ ইউসুফ ইন্তিকাল করেছেন।

৩ ও ৪. মুসনাদ ও কিতাবুল আছার ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান শাইবানী, ওফাত ১৮৯ হিজরী

ইমাম আযমের অন্যতম মেধাবী ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান বিন ফারকাদ শাইবানী। ১৩২ হিজরীতে ওয়াসিত শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই পিতার সাথে কুফায় চলে আসেন। এখানে তিনি জ্ঞান আহরণ শুরু করেন। ইমাম আবূ হানীফার বিচক্ষণ ছাত্রগণের মধ্যে একজন তিনি। ইমাম আযমের ইন্তিকাল পরবর্তীতে তিনি ইমাম আবূ ইউসুফের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। হানাফী মাযহাবের বুনিয়াদী ছয়টি গ্রন্থ প্রণয়ন করে তিনি এ মাযহাবের প্রসারে ব্যাপক অবদান রাখেন। ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান সংকলিত তিনটি হাদীস গ্রন্থ পাওয়া যায়। *কিতাবুল আছার* ও *মুসনাদ*, এ দু'টিতে ইমাম আবূ হানীফার কাছে শোনা হাদীসসমূহ রয়েছে। অন্যটি ইমাম মালিক বিন আনাস'র কাছ থেকে শোনা হাদীসসমূহের সংকলন। এটি *মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ* নামে পরিচিতি। ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান স্বয়ং একজন মুজতাহিদ ছিলেন। ইতোপূর্বে আমরা তাঁর সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করেছি।

১৮৯ হিজরীতে রায় শহরে তিনি ইন্তিকাল করেন।

৫. মুসনাদে ইমাম হাসান বিন যিয়াদ লু'লুয়ী, ওফাত ২০৪ হিজরী

ইমাম আযমের মুহাদ্দিস ছাত্রগণের অন্যতম ইমাম হাসান বিন যিয়াদ লু'লুয়ী আনসারী। ইমাম আযমের কাছে শোনা হাদীসসমূহ তিনি মুসনাদ আকারে সংকলন করেন। ইতোপূর্বে আমরা তাঁর সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করে এসেছি।

ইমাম সাইমারী, ইমাম যাহাবী প্রমূখের মতে ২০৪ হিজরীতে ইমাম হাসান বিন যিয়াদ ইন্তিকাল করেন।

৬. মুসনাদে ইমাম মুহাম্মাদ বিন মুখলাদ দাওরী, ওফাত ৩৩১ হিজরী

ইমাম আযম আবূ হানীফার সরাসরি ছাত্রগণের পর মুসনাদে আবূ হানীফা সংকলক হিসেবে বয়সের ক্রমানুসারে প্রথমেই নাম আসে ইমাম মুহাম্মাদ বিন মুখলাদ দাওরী'র। বাগদাদের বাসিন্দা প্রখ্যাত এ মুহাদ্দিস ২৩৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম মুহাম্মাদ বিন মুখলাদ তাঁর যুগের বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তন্মধ্যে ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ, আবূ হুযাফা সাহামী, ফাদাল বিন ইয়াকুব, আহমাদ বিন উসমান, মুহাম্মাদ বিন হাসসান আযরাক রয়েছেন।

বহু গ্রন্থ প্রণেতা ইমাম মুহাম্মাদ বিন মুখলাদ সেই সৌভাগ্যবান প্রখ্যাত মুহাদ্দিস যার ছাত্রগণের মধ্যে কয়েকজন হাফিযে হাদীস এবং যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন। তন্মধ্যে কয়েকজন হলেন- হাফিয আবুল আব্বাস বিন উকদাহ, হাফিয আবূ বাকর বিন জাআবী, হাদীস গ্রন্থ সুনান প্রণেতা ইমাম আবুল হাসান দারাকুতনী প্রমূখ।

খাতীব বাগদাদী, হাফিয ইবন কাছীর, ইমাম যাহাবী, ইমাম হাফিয ইবন হাজার আসকালানী মুহাদ্দিস হিসেবে তাঁর উচ্চসিত প্রসংশা করেছেন।

হাফিয আসকালানী বলেন-

وهـو ثـقة ثقة مشهور فى تاريخ بغداد، له ترجمة مليحة. ومات سنة احدى وثـلاثيـن وثـلاث مـائة. وهـو من اعلم عصره اسنادا، وقع لنا حديثه بعلو بيننا وبينه فى خمس مائة سنة ست انفس باسماع المفصل.[১]

অর্থ্যাৎ- তিনি মশহুর ছিকাহ- ছিকাহ- ছিকাহ ছিলেন। তারীখে বাগদাদে পরিপূর্ণ জীবনী গ্রন্থিত রয়েছে। তিনি ৩৩১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। সনদের দিক থেকে তিনি তাঁর যুগে সর্বোচ্চ জ্ঞানী ছিলেন। তাঁর এবং আমাদের মাঝখানে প্রায় পাঁচশত বছরের ব্যবধান। অথচ তাঁর এবং আমাদের মাঝখানে হাদীস বর্ণনায় মাত্র ছয়জন বর্ণনাকারী রয়েছেন।

তারীখে বাগদাদে ইমাম ইবন মুখলাদের ইন্তিকাল সন ৩৩১ হিজরী বলে উল্লেখ রয়েছে।

৭. মুসনাদে ইমাম ইবন উকদাহ, ওফাত ৩৩২ হিজরী

উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হাফিযে হাদীস ইবন উকদাহ ২৪৯ হিজরীতে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা প্রখ্যাত আরবী ব্যাকরণবিদ মুহাম্মাদ বিন সাঈদ'র উপাধি ছিলো উকদাহ্। এ হিসেবে তিনি ইবন উকদাহ্ নামে খ্যাত হন।

হাদীস সংগ্রহের জন্য ইবন উকদাহ নিজ শহর কূফা ছাড়াও বাগদাদ, মক্কা মুকাররমা'র প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাপক সফর করে অসংখ্য মুহাদ্দিসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। মুহাদ্দিস হিসেবে তাঁর যুগে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে রয়েছেন আবূ জাফর মুহাম্মাদ বিন উবাইদুল্লাহ, হাসান বিন আলী বিন আফফান, ইবরাহীম, আবী বাকর বিন আবী শাইবাহ, আবূ ইয়াহইয়া বিন আবী মাইসারাহ প্রমূখ প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণ। অন্যদিকে তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে রয়েছেন ইমাম ইবন শাহীন, ইমাম তাবরানী প্রমূখ প্রখ্যাত হাফিযে হাদীসগণ।

١ـ الامام العسقلانى ـ لسان الميزان ـ ٥: ٣٧٤

ইমাম ইবন উকদাহ্ বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে *মুসনাদে আবূ হানীফা* উল্লেখযোগ্য। খাতীব বাগদাদী, আবুল কাসিম হামযাহ বিন ইউসুফ সাহামী, ইমাম ইবন হাজার আসকালানী নিজ নিজ সনদে ইবন উকদাহ্ সংকলিত *মুসনাদে আবূ হানীফা* থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। বুখারী শরীফের বিখ্যাত শরাহ গ্রন্থ *উমদাতুল কারী* প্রণেতা ইমাম বদরুদ্দীন আইনী হানাফী স্বীয় *তারিখুল কাবীর* এ উল্লেখ করেন-

ان مسند ابی حنیفة لابن عقدة یحتوی وحده علی مایزید علی الف حدیث.[১]

অর্থ্যাৎ- কেবল ইবন উকদাহ্ সংকলিত মুসনাদে আবূ হানীফায় এক হাজারেরও অধিক হাদীস রয়েছে।

ইল্‌মে হাদীসে ইবন উকদাহ্'র সুগভীর পাণ্ডিত্য সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, আমর বিন ইয়াহইয়ার জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি বলেন-

احفظ مائة الف حدیث بالسند والمتن .[٢]

অর্থ্যাৎ- সনদ ও মতনসহ একলক্ষ হাদীস আমি মুখস্থ করেছি।

ইমাম দারাকুতনী (ওফাত ৩৮৫ হিজরী) বলেন-

اجمع اهل الکوفة انه لم یرمن زمن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه الی زمن ابی العباس بن عقدة احفظ منه.[٣]

অর্থ্যাৎ- কূফাবাসী একথায় একমত যে, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময় থেকে আবুল আব্বাস ইবন উকদাহ'র সময় পর্যন্ত তাঁর চেয়ে বেশি হাদীসের হাফিয কেউ ছিলো না। তারীখে বাগদাদের বর্ণনামতে (৫:১২) ৩৩২ হিজরীতে ইমাম ইবন উকদাহ ইন্তিকাল করেন।

৮. মুসনাদ ইমাম আবদুল্লাহ বিন আবুল আওয়াম, ওফাত ৩৩৫ হিজরী

হাফিযে হাদীস ইমাম আবদুল্লাহ বিন আবুল আওয়াম'র নসব হচ্ছে- আবুল কাসিম আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ সায়িদী ইবন আবিল আওয়াম। তাঁর উস্তাদের মধ্যে রয়েছেন-ইমাম নাসাঈ, ইমাম তাহাওয়ী, ইমাম ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ তিরমিযী প্রমূখ যুগ বরেণ্য মুহাদ্দিস ইমামগণ।

ইমাম খাওয়ারিযমী তাঁর *জামিউল মাসানীদ* এ ১৫ নম্বর মুসনাদ হিসেবে মুসনাদে ইমাম আবদুল্লাহ বিন আবুল আওয়াম গ্রন্থিত করেছেন (১:৭৭)। এছাড়া ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ শাফিঈ *উকুদুল জুমআন* এ (৩৩৩ পৃ:) মুসনাদে ইমাম আবদুল্লাহ বিন আবুল আওয়াম এর নাম উল্লেখ করেছেন।

١ـ الامام العلامة زاهد الکوثری ـ تأنیب الخطیب ـ ص ١٥٤، شیخ الاسلام ڈکٹر محمد طاهر القادری ـ تذکرة مسانید امام اعظم ـ ص ٧٠

٢ـ الامام الذهبی ـ سیر اعلام النبلاء ٣: ١٥

٣ـ شیخ الاسلام ڈکٹر محمد القادری ـ تذکرة مسانید امام اعظم ـ ص٧٢

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ইমাম আবদুল্লাহ বিন আবুল আওয়াম'র মুসনাদ নিয়ে মতানৈক্য দৃশ্যমান। ইমাম খাওয়ারিযমী ও ইমাম ইবন হাজার আসকালানীর মতে ইবন আবুল আওয়াম সংকলিত মুসনাদে ইমাম আবূ হানীফা স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থ। পক্ষান্তরে ইমাম সালিহী ও ইমাম যাইলায়ীর মতে এটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ নয় বরং তাঁর রচিত *ফাদাইলু আবী হানীফা* নামক গ্রন্থের একটি বাব বা অধ্যায়।

মুলতঃ একটু গভীরে চিন্তা করলেই পরিস্কার হয়ে যায় যে, উভয় অবস্থায় ইমাম আবদুল্লাহ বিন আবুল আওয়াম কর্তৃক মুসনাদে আবূ হানীফা সংকলন প্রমাণিত হচ্ছে।

৩৩৫ হিজরীতে ইমাম আবদুল্লাহ বিন আবুল আওয়াম ইন্তিকাল করেন।

৯. মুসনাদে ইমাম উমার বিন হাসান আশনানী, ওফাত ৩৩৯ হিজরী

হাফিযে হাদীস ইমাম আবুল হাসান উমার বিন আশনানী ২৫৯/৬০ হিজরীতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উস্তাদের মধ্যে রয়েছেন-হাফিয ইবরাহীম হারবী, আবূ বাকর বিন আবিদ দুনিয়া, আবূ ইসমাঈল তিরমিযী, মুহাম্মাদ বিন আইনী মাদায়িনী প্রমূখ যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণ। অন্যদিকে তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে রয়েছেন- হাফিয ইবন উকদাহ, হাফিয ইবন শাহীন, আবূ আমর সিমাক, মুহাম্মাদ বিন মুযাফফার প্রমূখ ইল্‌মে হাদীসের স্তম্ভগণ।

ইমাম খাওয়ারিযমী, ইমাম সালিহী, হাজী খলিফা, ইমাম সায়্যিদ মুরতাদা যাবিদী ইমাম উমার বিন হাসান আশনানী সংকলিত মুসনাদে আবূ হানীফা'র কথা উল্লেখ করেছেন।

ইমাম ইবন হাসান আশনানী স্বীয় উস্তাদ ইমাম হাফিয ইবরাহীম হারবীর জীবদ্দশাতেই হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন।

খাতীব বাগদাদী স্বীয় অনবদ্য রচনা *তারীখে বাগদাদে* ইবন আশনানী সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনার এক পর্যায়ে বলেন-

وهذا رجل من جلة الناس ومن اصحاب الحديث الموجودين واحد الحفاظ له وحسن المذاكرة.[1]

অর্থ্যাৎ-তিনি তাঁর যুগে সম্মানিত ব্যক্তি এবং মুহাদ্দিসগণের মধ্যে গণ্য হতেন। হাফিযে হাদীস ছিলেন। মুহাদ্দিসগণের নীতিমালার উপর সুন্দর পর্যালোচনা পেশ করতেন।

৩৩৯ হিজরীতে এ মহান ইমাম ইন্তিকাল করেন।

১০. মুসনাদে ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ হারিছী, ওফাত ৩৪০ হিজরী

তাঁর নাম ও নসব হচ্ছে- আবূ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব বিন হারিছ বিন খালীল কালাবাযী হানাফী। ইমাম হারিছী ২৫৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। কালক্রমে তিনি উস্তাদ উপাধিতে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে রয়েছেন- আবদুল্লাহ বিন ওয়াসিল, আবদুস সামাদ বিন ফাদাল বিন মুহাম্মাদ শা'রানী, মুহাম্মাদ বিন খাল্‌ফ নাসাফী, হামদান বিন যুন্‌নুন প্রমূখ খ্যাতিমান মুহাদ্দিসগণ।

١۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ تذکرۃ مسانید امام اعظم ص ۸۰

ইমাম যাহাবী (ওফাত ৭৪৮ হিজরী) *তাযকিরাতুল হুফফায* (৩:৮৫৪) এ ইমাম কাসিম বিন আসবাগ কুরতুবীর পরিচিতির মধ্যে লিখেছেন-তিনি ৩৪০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেছেন। সাথে সাথে আরো লিখেছেন-

وفيها مات عالم ماوراء النهر ومحدثه الامام العلامة عبد الله بن محمدبن يعقوب بن الحارث الحارثي البخارى، الملقب بالاستاذ جامع مسند ابى حنيفة الامام وله ثنتان وثمانون سنة.[١]

অর্থ্যাৎ- এ বছরেই মাওয়ারাউন্নাহর'র আলিম ও মুহাদ্দিস ইমাম আল্লামা আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব বিন হারিছ আল হারিছী বুখারী ইন্তিকাল করেন। যিনি উস্তাদ উপাধিতে ভূষিত এবং মুসনাদে ইমাম আবূ হানীফা সংকলক ছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিলো ৮২ বছর।

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী বলেন-

قد اعتنى الحافظ ابو محمد الحارثي وكان بعد الثلاثمائة بحديث ابى حنيفة فجمعه فى مجلده ورتبه على شيوخ ابى حنيفة.[٢]

অর্থ্যাৎ-তিন'শ বছর পর হাফিযে হাদীস আবূ মুহাম্মাদ হারিছী ইমাম আবূ হানীফার হাদীসের প্রতি বিশেষ মনযোগী হন। তিনি আবূ হানীফার উস্তাদগণের ক্রমধারানুযায়ী হাদীসগুলোকে একটি খণ্ডে সংকলন করেন।

ইমাম খাওয়ারিযমী ইমাম হারিছীর ইলমী বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেন-

من طالع مسنده الذى جمعه للامام ابى حنيفة علم تبحره فى علم الحديث واحا طته بمعرفة الطرق والمتن.[٣]

অর্থ্যাৎ- যে ব্যক্তি ইমাম হারিছী সংকলিত মুসনাদ আবী হানীফা গভীর মনযোগে অধ্যয়ন করবে, সে ইল্‌মে হাদীসে তাঁর (হারিছী) সুগভীর পাণ্ডিত্য এবং হাদীসের মতন (মূল পাঠ) ও বিভিন্ন সনদ বিষয়ে গভীর জ্ঞানের কথা জানতে পারবে।

কোন কোন মুহাদ্দিস ইমাম হারিছীকে যঈফ সাব্যস্ত করেছেন। এ বিষয়ে গত শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা যাহিদ কাউছারী (ওফাত ১৩৭১ হিজরী) *নাসবুর রায়া*'র মুকাদ্দিমায় লিখেছেন-

له مناقب ابى حنيفة، وله مسند ابى حنيفة ايضا، اكثرفيه جدامن سوق طرق الحديث، وقد اكثر ابن مندة الرواية عنه وكان حسن الرأى فيه، وقد تكلم فيه اناس بتعصب واكبرمايرمونه به اكثاره من الرواية عن النجيرمى، ابان بن جعفر فى مسند ابى حنيفة ولم ينتبهوا الى ان روايته عنه ليس فى احاد يث ينفرد هو بها، بل فيها له مشارك فيه. كما فعل مثل ذلك الترمذى، فى محمد بن سعيد المصلوب والكلبى، لكن قاتل الله تعصب يعمى ويصم.[٤]

١ـ الامام الذهبى ـ تذكرة الحفاظ ٣: ٨٥

٢ـ الامام ابن حجر العسقلانى ـ تعجيل المنفعة ٢: ٤٤٨

٣ـ الامام الخوارزمى ـ جامع المسانيد ٢: ٥٢٥

٤ـ العلامة زهد الكوثرى ـ مقدمة نصب الراية ـ ١: ٢٩

অর্থ্যাৎ-ইমাম হারিছী ইমাম আবূ হানীফার মানাকিব বিষয়ে কিতাব লিখেছেন। তিনি মুসনাদে আবূ হানীফা সংকলন করেছেন। যার মধ্যে তিনি বিভিন্ন বর্ণনা সূত্র বা তুরুক লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম ইবন মিনদাহ তাঁর কাছ থেকে বেশির ভাগ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর ব্যাপারে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। কেউ কেউ তাঁর প্রতি হিংসুটে আচরণ করেছেন। তাঁর নিন্দায় তাঁরা এ কারণেই সবচেয়ে বেশি মত্ত হয়েছেন যে, তিনি (তাঁর সংকলিত) মুসনাদে আবূ হানীফায় আবান বিন জা'ফার নাজিরামী সূত্রে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। অথচ আপত্তিকারীগণের ধারণাই নেই যে, তিনি কেবল আবান বিন জা'ফার থেকেই বর্ণনা করেননি বরং অন্যান্য বহু বর্ণনাকারী থেকেও বর্ণনা করেছেন। যেভাবে ইমাম তিরমিযী মুহাম্মাদ বিন সাঈদ মাসলুব ও কালবীর বেলায় করেছেন। আল্লাহ সেইসব হিংসার ধ্বংস করুণ, যা বিজ্ঞজনকেও অন্ধ এবং বধির করে দেয়।

ইমাম যাহাবীর মতে ৩৪০ হিজরীতে ইমাম হারিছী ইন্তিকাল করেন।

১১. মুসনাদে ইমাম আবদুল্লাহ বিন আদী জুরজানী, ওফাত ৩৬৫ হিজরী

ইমাম আবূ আহমাদ আবদুল্লাহ বিন আদী ২৭৭ হিজরীতে জুরজানে (বর্তমান ইরানের অন্তর্গত) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত হাফিযে হাদীস এবং জারহ্ ও তা'দীল'র ইমাম। হাদীস বর্ণনাকারীগণের উপর জারহ্ ও তা'দীল বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *আল কামিল ফী দুআফায়ির রিজাল*। তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে রয়েছেন- হাদীস গ্রন্থ সাহীহ ইবন খুযাইমাহ প্রণেতা ইমাম আবূ বাকর ইবন খুযাইমাহ্, হাদীস গ্রন্থ মুসনাদে আবূ ইয়ালা প্রণেতা ইমাম আবূ ইয়ালা মুসিলী, আবদুর রহমান বিন কাসিম দামেশ্কী, জা'ফর বিন মুহাম্মাদ ফিরইয়াবী প্রমূখ বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণ।

সুলতান মালিক মুয়াযযাম আল্লামা ঈসা বিন আবূ বাকর আইয়ুবী (ওফাত ৬২৪ হিজরী) স্বীয় গ্রন্থ *আস সাহমুল মুসীব* (পৃঃ ১০৫) এ, ইমাম খাওয়ারিযমী (ওফাত ৬৬৫ হিজরী) *জামিউল মাসানীদে* (১ : ৭৩) এবং ইমাম সালিহী (ওফাত ৯৪২ হিজরী) *উকূদুল জুমআন* (পৃঃ ৩২৫) এ ইমাম ইবন আদী সংকলিত *মুসনাদে আবূ হানীফার* কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রসঙ্গত একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইমাম ইবন আদী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *আল কামিল ফী দুআফায়ির রিজাল* এ ইমাম আবূ হানীফা এবং তাঁর ছাত্রগণের মারাত্মক ধরনের সমালোচনা করেছেন। এমতাবস্থায় তিনি আবার ইমাম আবূ হানীফার মুসনাদ সংকলন করলেন কেন? এ বিষয়ে শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী (জন্ম ১৯৫১ ঈসায়ী) বলেন-

شروع میں وہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے خلاف تھے لیکن بعدازاں جب انہوں نے امام ابوجعفر طحاوی سے نسبت تلمذ قائم کی تو وہ امام اعظم کے مقام حدیث سے روشناس ہو گئے لہذا انہوں نے مسند ابوحنیفہ کو جمع کر دیا۔ [1]

١۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ تذکرۃ مسانید امام اعظم۔ ص ۸۸

অর্থ্যাৎ- প্রথমে তিনি ইমাম আবূ হানীফার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে যখন ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী'র শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন, তখন ইল্‌মে হাদীসে ইমাম আযমের সুউচ্চ অবস্থান সম্পর্কে সম্যক অবহতি লাভ করেন। এ কারণেই তিনি মুসনাদে আবূ হানীফা সংকলন করেছেন।

ইমাম ইবন আবূ আদী'র ইলমী অবস্থান সম্পর্কে নতুন করে আলোচনার কিছু নেই। তাঁর বিখ্যাত ছাত্র হামযা বিন ইউসুফ সাহামী জুরজানী (ওফাত ৪২৯ হিজরী) *তারীখে জুরজান* (জুরজানের ইতিহাস) গ্রন্থে বলেন-

كان ابو احمد بن عدى حافظامتقنا، لم يكن فى زمانه مثله.

অর্থ্যাৎ- আবূ আহমাদ ইবন আদী হাফিযে হাদীস এবং গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সে যুগে তাঁর সমকক্ষ (ইলমে হাদীসে) কেউ ছিলোনা।

তারীখে জুরজান প্রণেতার মতে ৩৬৫ হিজরীতে ইমাম ইবন আদী ইন্তিকাল করেন।

১২. মুসনাদে ইমাম মুহাম্মাদ বিন মুযাফফার, ওফাত ৩৭৯ হিজরী

ইমাম আবুল হুসাইন মুহাম্মাদ বিন মুযাফফার বিন মুসা বিন ঈসা বিন মুহাম্মাদ ২৮৬ হিজরীতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত সাহাবী সালমা বিন আকওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু'র বংশধর ছিলেন তিনি। তাঁর উস্তাদের মধ্যে রয়েছেন-ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী, আবদুল্লাহ বিন সালেহ বুখারী, মুহাম্মাদ বিন জারীর তাবারী, কাসিম বিন যাকারিয়্যা প্রমূখ বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণ। অন্যদিকে তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে রয়েছেন-ইবন শাহীন, আবু নাঈম ইস্পাহানী, আবূ আবদুর রহমান সুলামী, আবূ বাকর আল বুরকানী প্রমূখ যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস।

ইমাম ইবন নুকতাহ (ওফাত ৬২৯ হিজরী) *আত তাকয়িদ বিমা'রিফাতি রূওয়াতিস সুনান ওয়াল মাসানীদ* পৃঃ ১১৩, ইমাম খাওয়ারিযমী (ওফাত ৬৬৫ হিজরী) *জামিউল মাসানীদ ১:৭১, ইমাম ইবন হাজার আসকালানী* (ওফাত ৮৫২ হিজরী) *তা'জীলুল মুনফিআহ বিযাওয়াঈদি রিজালিল আইয়িম্মাতিল আরবাআ* পৃঃ ৬, ইমাম সালিহী (ওফাত ৯৪২ হিজরী) *উকুদুল জুমআন* পৃঃ ৩২৪, হাজী খলীফাহ (ওফাত ১০৬৭ হিজরী) *কাশফুয যুনুন* ২:১৬৮, আল্লামা যাহিদ কাউছারী (ওফাত ১৩৭১ হিজরী) *তা'নীবুল খাতীব* পৃঃ ১৫৬, ড. মুহাম্মাদ কাসিম আবদুহু হারিছী *মাকানাতুল ইমাম আবূ হানীফা বাইনাল মুহাদ্দিসীন* পৃঃ ২৭৭ এবং শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী *তাযকিরায়ে মাসানীদে ইমাম আযম* পৃ: ৯ প্রমূখ ইমাম ইবন মুযাফফার কর্তৃক *মুসনাদে ইমাম আবূ হানীফা* সংকলনের কথা উল্লেখ করেছেন।

ইমাম ইবন মুযাফফার'র ইলমী অবস্থান সম্পর্কে উলামা-মুহাদ্দিসীন দীর্ঘ আলোচনা পেশ করেছেন। ইমাম খাতীব বাগদাদী (ওফাত ৪৬৩ হিজরী) বলেন-

كان حافظا فهما، صادقا، مكثرا.

١ـ الامام الخطيب البغدادى ـ تاريخ بغداد ـ ٣: ٢٦٣

অর্থ্যাৎ- তিনি হাফিযে হাদীস, প্রখর মেধাবী, সত্যবাদী এবং বিপুল সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন।

ইমাম আবূ কাসিম আযহারীর মতে ৩৭৯ হিজরীতে ইমাম মুহাম্মাদ বিন মুযাফফার ইন্তিকাল করেন।

১৩. মুসনাদে ইমাম তালহা বিন মুহাম্মাদ, ওফাত ৩৮০ হিজরী

ইমাম আবূ কাসিম তালহা বিন মুহাম্মাদ বিন জা'ফর ২৯১ হিজরীতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন তাঁর যুগের বাগদাদের বিখ্যাত মুহাদ্দিস। তাঁর উস্তাদের মধ্যে রয়েছেন - আমর বিন ইসমাঈল কূফী, মুহাম্মাদ বিন আব্বাস, মুহাম্মাদ বিন হোসাইন উশনানী, আবূ বাকর বিন আবূ দাউদ, আবূ কাসিম বাগাবী প্রমূখ খ্যাতিমান মুহাদ্দিস। তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে রয়েছেন ফকীহ উমার বিন ইবরাহীম, আলী বিন মুহসিন তানুখী, হাসান বিন আলী জাওহারী প্রমূখ।

ইমাম খাওয়ারিযমী (ওফাত ৬৬৫ হিজরী) *জামিউল মাসানীদ* ২:৪৮৭, হাজী খলিফা (ওফাত ১০৬৭ হিজরী) *কাশফুয যুনুন* ২: ১৬৮০, ইমাম সালিহী (ওয়াত ৯৬৪ হিজরী) *উকূদুল জুমআন* পৃ: ৩২৩, ড. মুহাম্মাদ কাসিম আবদুহু হারিছী মাকানাতু *ইমাম আবী হানীফা বাইনাল মুহাদ্দিসীন* পৃ: ২৭৬, শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী *তাযকিরায়ে মাসানীদে ইমাম আযম* পৃঃ ৯৭ প্রমূখ ইমাম তালহা বিন মুহাম্মাদ সংকলিত মুসনাদে ইমাম আবূ হানীফার কথা উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আযহারীর মতে ৩৮০ হিজরীতে ইমাম তালহা ইন্তিকাল করেন।

১৪. মুসনাদে মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম মুকরী, ওফাত ৩৮১ হিজরী

ইমাম আবূ বাকর মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম বিন আলী বিন আসিম বিন যাযান ২৮৫ হিজরীতে ইস্পাহানে জন্মগ্রহণ করেন। হাদীস সংগ্রহের জন্য ব্যাপকভাবে সফরকারী হিসেবে খ্যাতি ছিলো। তাঁর উস্তাদের সংখ্যা প্রচুর। তন্মধ্যে কয়েকজন হলেন- ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী, ইমাম আবূ ইয়ালা আহমাদ বিন আলী মুসিলী, উমার বিন আবী গাইলান, ইবন কুতাইবাহ, আহমাদ বিন ইয়াহইয়া প্রমূখ। তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে রয়েছেন- হাফিয আবূ নাঈম ইস্পাহানী, ইবন হাইয়্যান, হাফিয আবূ ইসহাক বিন হামযাহ, তাহির বিন মুহাম্মাদ প্রমূখ বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণ।

ইমাম ইবন নুকতাহ হাম্বালী (ওফাত ৬২৯ হিজরী) *আততাকয়ীদ* পৃ: ২৭, ইমাম যাহাবী শাফিঈ (ওফাত ৭৪৮ হিজরী) *তাযকিরাতুল হুফফায* ৩:৯৭৩, ইমাম ইবন হাজার আসকালানী শাফিঈ (ওফাত ৮৫২) *তা'জীলুল মুনফিআ* পৃ: ৬, শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী *তাযকিরায়ে মাসানীদে ইমাম আযম* পৃ: ১০০ প্রমূখ ইমাম ইবনুল মুকরী সংকলিত *মুসনাদে আবূ হানীফার* কথা উল্লেখ করেছেন।

ইমাম ইবনুল মুকরীর ইলমী উচ্চ মর্যাদা প্রসঙ্গে ইমাম আবূ নাঈম ইস্পাহানী বলেন-

محدث كبير، ثقة، امين صاحب مسانيد واصول سمع بالعراق والشام ومصر مالا يحصى كثرة.[1]

অর্থ্যাৎ- তিনি উচ্চ মর্যাদার মুহাদ্দিস ছিলেন। ইল্‌মে হাদীসে ছিকাহ ও আমীন ছিলেন। কয়েকটি মুসনাদ এবং উসুল প্রণেতা ছিলেন। ইরাক, সিরিয়া এবং মিশরে এতো অধিক সংখ্যক হাদীস শুনেছেন যা ধারণা করা মুশকিল।

ইমাম ইবনুল মুকরী ৩৮১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

১৫. মুসনাদে ইমাম দারাকুতনী, ওফাত ৩৮৫ হিজরী

শায়খুল ইসলাম, ইমাম আবুল হাসান আলী বিন উমার বিন আহমাদ। তিনি ৩০৬ হিজরীতে বাগদাদের দারকুতন্ এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। এ কারণেই তিনি দারাকুতনী নামে খ্যাত হন। ইমাম দারাকুতনী হাদীস গ্রন্থ সংকলন ছাড়াও রিজাল শাস্ত্রে অনবদ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি হাফিযে হাদীস এবং রিজাল শাস্ত্রে সুবিজ্ঞ ইমাম ছিলেন।

তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে রয়েছেন-আবুল কাসিম বাগাবী, ইবন আবূ দাউদ সিজিসতানী, ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মাদ, আবূ হামিদ বিন হারুন হাদরামী, আহমাদ বিন ইসহাক বিন বাহলুল, আলী বিন আবদুল্লাহ প্রমূখ যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণ। তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে রয়েছেন ইমাম হাফিয আবূ আবদুল্লাহ হাকিম, হাফিয আবূ বাকর বুরকানী, হাফিয আবূ নাঈম ইস্পাহানী, হাফিয আবদুলগণী আযদী, কাযী আবূ তায়্যিব তাবারী প্রমূখ বরেণ্য মুহাদ্দিসগণ।

ইমাম দারাকুতনী যে ইমাম আবূ হানীফার মুসনাদ সংকলন করেছিলেন এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের তাহকীক নিম্নরূপ।

বিগত শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা যাহিদ কাউছারী (ওফাত ১৩৭১ হিজরী) বলেন-

كان الخطيب نفسه حينما رحل الى دمشق استصحب معه مسند ابى حنيفة للدارقطنى.[2]

অর্থ্যাৎ- স্বয়ং খাতীব বাগদাদী যখন সফর করে দামেশ্‌কে পৌঁছান তখন ইমাম দারাকুতনী সংকলিত মুসনাদে আবূ হানীফা সাথে নিয়ে যান।

বিগত শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষক ড. মুস্তাফা সুবায়ী শাফিঈ ইমাম আবূ হানীফার মুসনাদ সংখ্যা ব্যাপারে আলোচনার এক পর্যায়ে বলেন-

بل كان الخطيب حينما رحل الى دمشق استصحب معه مسند ابى حنيفة للدارقطنى.[3]

١ـ شيخ الاسلام الدكتور محمد طاهر القادرى ـ تذكرة مسانيد امام اعظم ص ١٠٠

٢ـ العلامة زاهد الكوثرى ـ تأنيب الخطيب ص ١٥٦

٣ـ الدكتور مصطفى السباعى ـ السنة ومكانتها فى تشريع الاسلامى ص ٤٥١

অর্থ্যাৎ- বরং খাতীব বাগদাদী দামেশক সফরকালে ইমাম দারাকুতনী সংকলিত মুসনাদে আবূ হানীফা সাথে নিয়ে যান।

শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী ইমাম দারাকুতনী সংকলিত মুসনাদে আবূ হানীফা বিষয়ে বিভিন্ন গবেষকের মতামত তুলে ধরার সময় বলেন-

امام دارقطنی نے ہی امام اعظم ابو حنیفہ کے مسند کو بھی جمع کیا.[১]

অর্থ্যাৎ- ইমাম দারাকুতনী ইমাম আযম আবূ হানীফার মুসনাদ সংকলন করেছেন।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে, ইমাম দারাকুতনী মুসনাদে আবূ হানীফা সংকলন করা ছাড়াও তাঁর বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ সুনান এর মধ্যে আবূ হানীফা সূত্রে ৩৬টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। গবেষক মুহাম্মাদ নুর সুওয়াইদ কুয়েত থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ আল *ইমাম আবূ হানীফাহ আন্‌নু'মুন মুহাদ্দিসান ফী কুতুবিল মুহাদ্দিসীন* এর তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন-

روایة ابی حنیفة فی سنن الدارقطنی رحمهما الله تعالی.[২]

(সুনানে দারাকুতনীতে আবূ হানীফার রিওয়ায়াত)

এ অধ্যায়ে লেখক সুনানে দারাকুতনীতে ইমাম আবূ হানীফা বর্ণিত হাদীসগুলো একত্রিত করেছেন। ইল্‌মে হাদীসে ইমাম দারাকুতনীর প্রজ্ঞা-পাণ্ডিত্য সম্পর্কে নতুন করে আলোচনার অপেক্ষা রাখেনা। ইমাম হাকিম, হাফিয আবদুল গণী বিন সাঈদ, আবূ আবদুর রহমান সুলামী, খাতীব বাগদাদী প্রমূখ ইল্‌মে হাদীসে ইমাম দারাকুতনীর গ্রহণযোগ্যতা ব্যাপারে উচ্চসিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

কাযী আবূ তায়্যিব তাহির বিন আবদুল্লাহ তাবারী (ওফাত ৪৫০ হিজরী) বলেন-

كان الدارقطنی امیر المؤمنین فی الحدیث،وما رأیت حا فظا وردبغداد الا مضی الیه وسلم له .[৩]

অর্থ্যাৎ- ইমাম দারাকুতনী হাদীসে আমিরুল মু'মিনীন ছিলেন। আমি এমন কোন হাফিযে হাদীসকে দেখিনি যিনি বাগদাদ এসেছেন অথচ তাঁকে সালাম করার জন্য উপস্থিত হননি। ৩৮৫ হিজরীতে ইমাম দারাকুতনী ইন্তিকাল করেন।

১৬. মুসনাদে ইমাম ইবন শাহীন, ওফাত ৩৮৫ হিজরী

ইবন শাহীন নামে খ্যাত এই হাফিযে হাদীসের নাম আবূ হাফস উমার বিন আহমাদ বিন উসমান বাগদাদী। ২৯৭ হিজরীতে তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে রয়েছেন- আবুল কাসিম বাগাবী, আবূ বাকর বুরকানী, মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বাগিন্দী, মুহাম্মাদ বিন হারুন শুআইব বিন মুহাম্মাদ প্রমূখ।

١- شیخ الاسلام ڈکٹر محمد طاهر القادری، تذکرۃ مسانید امام اعظم ص ١٠٥
٢- محمد نور سوید- الامام ابو حنیفة النعمان محدثا فی کتب المحدثین- ص ٧٠
٣- شیخ الاسلام ڈکٹر محمد طاهر القادری- تذکرۃ مسانید امام اعظم- ص ١٧٠

খাতীব বাগদাদীর বর্ণনা মতে (*তারীখে বাগদাদ* ১১:২৬৭) ইমাম ইবন শাহীন ৩৩০ খানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁর ইলমী গ্রহণযোগ্যতা ব্যাপারে ইমাম ইবন মাকূলা, ইমাম যাহাবী, খাতীব বাগদাদী প্রমূখ উচ্চসিত প্রসংশামূলক আলোচনা করেছেন।

ইমাম ইবন শাহীন যে মুসনাদে আবূ হানীফা সংকলন করেছেন এ ব্যাপারে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা যাহিদ কাউসারী স্বীয় *তা'নীবুল খাতীব* গ্রন্থে (পৃঃ ১৫৬) আলোচনা করেছেন।

ড. মুস্তাফা সুবায়ী ইবন শাহীন কর্তৃক মুসনাদে আবূ হানীফা সংকলনের কথা তাঁর গবেষণা গ্রন্থ *আস্‌সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফী তাশরিয়ীল ইসলামী* (পৃঃ ৪৫১) তে উল্লেখ করেছেন।

শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী বলেন-

امام ابن شاہین کثیر کتب کے مصنف تھے، ان کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی مسند کو جمع کیا۔ [1]

অর্থ্যাৎ- ইমাম ইবন শাহীন বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন। তিনি সেই সম্মান অর্জন করে ছিলেন যে, তাঁর দ্বারা ইমাম আযম আবূ হানীফার মুসনাদ সংকলিত হয়েছিলো।

হাফিয আবূ নাঈম ইস্পাহানীর মতে ৩৮৫ হিজরীতে ইমাম ইবন শাহীন ইন্তিকাল করেন।

১৭. মুসনাদে ইমাম ইবন মান্দাহ, ওফাত ৩৯৫ হিজরী

নাম ও নসব হচ্ছে- হাফিয আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবূ ইয়াকুব ইসহাক বিন আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া বিন মান্দাহ। ৩১০/১১ হিজরীতে ইস্পাহানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর যুগে হাফিযে হাদীস হিসেবে তিনি খুবই খ্যাতিমান ছিলেন। হাদীস শোনার জন্য ইসলামী বিশ্বের নানা প্রান্তে ব্যাপক সফর করেন। রিজাল শাস্ত্রের খ্যাতিমান বিশেষজ্ঞ ইমাম যাহাবী ইমাম ইবন মান্দাহ'র উপর ব্যাপক আলোচনা করেছেন। এমনকি তাঁর উস্তাদ সংখ্যা ১৭০০ বলে ইমাম যাহাবী বলে উল্লেখ করেছেন (*সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১৭:৩০*)। তন্মধ্যে কয়েকজন হচ্ছেন- তাঁর পিতা আবূ ইয়াকুব ইসহাক, আবদুর রহমান বিন ইয়াহইয়া, আবু আলী হাসান বিন মুহাম্মাদ ইবন আবূ হুরাইরা, আবদুল্লাহ বিন ইবরাহীম, আবদুল্লাহ বিন ইয়াকুব কিরমানী, ইমাম হাফিয আবূ হাতিম ইবন হিব্বান, আহমাদ বিন যাকারিয়্যা মুকাদ্দিসী প্রমূখ। ইমাম ইবন মান্দাহ প্রচুর সংখ্যক গ্রন্থ প্রণেতা। ড. ফাওয়াদ সিযগিন ইমাম আবূ হানীফার মুসনাদসমূহের আলোচনায় ইমাম ইবন মান্দাহ কর্তৃক সংকলিত মুসনাদের কথাও উল্লেখ করেছেন। (*তারীখু তুরাছিল আরাবী ৩:৪২*)। শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী স্বীয় গবেষণা গ্রন্থ *তাযকিরায়ে মাসানীদে ইমাম আযম (পৃঃ ১১১)* এ ইবন মান্দাহ সংকলিত মুসনাদে আবূ হানীফার কথা উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আবূ নাঈম ইস্পাহানী প্রমূখের মতে ৩৯৫ হিজরীতে ইমাম ইবন মান্দাহ ইন্তিকাল করেন।

١۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاهر القادری۔ تذکرۃ مسانید امام اعظم۔ ص ١٧١

১৮. মুসনাদে ইমাম আবূ নাঈম ইস্পাহানী, ওফাত ৪৩০ হিজরী

ইমাম আবূ নাঈম আহমাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আহমাদ বিন ইসহাক মিহরানী ৩৩২ হিজরীতে ইস্পাহানে জন্মগ্রহণ করেন। এ কারণেই তিনি ইস্পাহানী নামে খ্যাত হন। ইমাম আবূ নাঈম ইস্পাহানীকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন পড়েনা। তাঁর রচিত *আল মুসতাখরাজ আলাস সাহীহাইন, দালাঈলুন নাবুওয়্যাহ, হুলিয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া* প্রভৃতি গ্রন্থ পৃথিবী ব্যাপী বিখ্যাত হয়ে আছে।

তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে রয়েছেন- আবূ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ বিন জা'ফর, কাযী আবূ আহমাদ আসসাল, আহমাদ বিন ইউসূফ নাসিবী, মাখলাদ বিন জা'ফার দাকিকী, মুহাম্মাদ বিন আলী বিন মুসলিম আমিরী, মুহাম্মাদ বিন উমার জাআবী প্রমূখ। তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে রয়েছেন- খাতীব বাগদাদী, হাফিয সুলাইমান বিন ইবরাহীম, আবুল ফাদাইল মুহাম্মাদ বিন আহমাদ প্রমূখ প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণ।

ইমাম আবূ নাঈম ইস্পাহানীর ইলমী মর্যাদার উচ্চসিত প্রসংশা করেছেন পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ।

ইমাম যাহাবী ইমাম হামযা বিন আব্বাস আলাবীর (ওফাত ৫১২ হিজরী) সূত্রে উল্লেখ করেন-

كان اصحاب الحديث يقولون: بقى ابو نعيم واربع عشرة سنة بلا نظير لايوجد شرقا وغربا اعلى منه اسنادا ولا احفظ منه.[১]

অর্থ্যাৎ- মুহাদ্দিসীনে কিরাম বলেন- চৌদ্দ বছর এমন কেটেছে যে, আবু নাঈমের মতো কাউকে পাওয়া যায়নি। প্রাচ্য ও প্রতিচ্যে তাঁর মতো উচ্চ সনদ সম্পন্ন হাফিযে হাদীস কেউ ছিলোনা।

ইমাম খাওয়ারিযমী *জামিউল মাসানীদ ১:৭২*, ইমাম সালিহী *উকূদুল জুমআন পৃঃ ৩২৫*. ইমাম সায়্যিদ মুরতাদা যাবিদী *উকূদুল জাওয়াহিরুল মুনীফাহ ১:৬*, আল্লামা যাহিদ কাউছারী তানীবুল খাতীব পৃঃ ১৫২, শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী *তাযকিরায়ে মাসানীদে ইমাম আযম পৃঃ ১১৭* প্রমূখ ইমাম আবূ নাঈম ইস্পাহানী সংকলিত মুসনাদে আবূ হানীফার কথা উল্লেখ করেছেন।

ইমাম ইবন নুকতাহ হাম্বালী ও ইমাম যাহাবীর মতে ৪৩০ হিজরীর ২০ মুহাররাম ইমাম আবূ নাঈম ইস্পাহানী ইন্তিকাল করেন।

১৯. মুসনাদে ইমাম আহমাদ বিন মুহাম্মাদ কালাঈ, ওফাত ৪৩২ হিজরী

ইমাম আবূ উমার আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন খালিদ কালাঈ ৩৯৪ হিজরীতে করডোবায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উস্তাদের মধ্যে রয়েছেন- কাযী ইউনুস বিন আবদুল্লাহ, আবূ আবদুল্লাহ ইবন আবিদ, আবুল কাসিম খাযরাজী, আবূ আলী হাদ্দাদ প্রমূখ।

তিনি বহুমুখি ইল্‌মে পারদর্শী ছিলেন। বিশেষ করে ইল্‌মে কিরাতে একজন খ্যাতিমান বিশেষজ্ঞ ছিলেন তিনি। এ বিষয়ে কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করেন।

١ـ الامام الذهبى ـ سير اعلام النبلاء ـ ١٧: ٤٥٩

ইমাম খাওয়ারিযমী *জামিউল মাসানীদ ১:৭৪*, ইমাম সালিহী *উকূদুল জুমআন পৃ: ৩২৮*, হাজী খলীফা *কাশফুয যুনুন ২:১৬৮১*, শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী *তাযকিরায়ে মাসানীদে ইমাম আযম পৃ: ১২২*, ড. মুহাম্মাদ কাসিম আবদুহু হারিছী *মাকানাতুল ইমাম আবূ হানীফা বাইনাল মুহাদ্দিসীন* পৃ: ২৮০, প্রমূখ ইমাম আহমদ কালাঈ কর্তৃক সংকলিত মুসনাদে আবূ হানীফার কথা উল্লেখ করেছেন।

৪৩২ হিজরীর ১০ যুলকা'দাহ ইমাম আহমাদ কালাঈ ইন্তিকাল করেন।

২০. মুসনাদে ইমাম আবুল হাসান মাওয়ারদী, ওফাত ৪৫০ হিজরী

ইমাম আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মাদ বিন হাবীব মাওয়ারদী শাফিঈ ৩৬৪ হিজরীতে বাসরায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে রয়েছেন- হাসান বিন আলী বিন মুহাম্মাদ জাবালী, মুহাম্মাদ বিন আদী বিন যাহর মুনকিরী, জা'ফর বিন মুহাম্মাদ বিন ফাদাল বাগদাদী প্রমূখ। অন্যদিকে খাতীব বাগদাদীসহ খ্যাতিমান অনেক মুহাদ্দিস তাঁর ছাত্র ছিলেন।

কালক্রমে তিনি *কাযীউল কুযাত* (প্রধান বিচারপতি) হয়েছিলেন। ইমাম আবুল হাসান মাওয়ারদী শাফিঈ মাযহাবের বিখ্যাত একজন পন্ডিত হিসেবে গণ্য হতেন। তাফসীর, ফিকহ, উসূলে ফিকহ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর রচিত বহু গ্রন্থ রয়েছে।

হাজী খলীফা *কাশফুয যুনুন ২:১৬৮১*, শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী *তাযকিরায়ে মাসানীদে ইমাম আযম পৃঃ ১২৪ এ* ইমাম আবুল হাসান মাওয়ারদী সংকলিত মুসনাদে আবূ হানীফার কথা উল্লেখ করেছেন।

খাতীব বাগদাদীর মতে ৪৫০ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে ইমাম আবুল হাসান মাওয়ারদী ইন্তিকাল করেন।

২১. মুসনাদে ইমাম খাতীব বাগদাদী, ওফাত ৪৬৩ হিজরী

ইমাম আবূ বাকর আহমাদ বিন আলী বিন ছাবিত বিন আহমাদ বিন মাহদী বাগদাদী ৩৯২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আবুল হাসান আলী বিন ছাবিত ইল্‌মে কিরাত ও ইল্‌মে হাদীসে ইমাম আবূ হাফস কাত্তানী'র বিশেষ ছাত্র ছিলেন। মুহাদ্দিস পিতার সন্তান খাতীব বাগদাদী ইলমী পরিবেশে বড় হয়ে ওঠেন। ১১ বছর বয়সে তিনি প্রথম হাদীস শুনেন। ২০ বছর বয়সে তিনি হাদীস শিক্ষার জন্য বাসরা সফর করেন। ২৩ বছর বয়সে নিশাপুর (বর্তমান ইরানের অন্তর্গত) সফর করেন। পরবর্তীতে মক্কা মুকাররামা ও মদীনা তায়্যিবা সফর করেন। পরিণত বয়সে শাম (সিরিয়া) সফর করেন।

খাতীব বাগদাদী আরব ও আযমের অসংখ্য উলামার কাছ থেকে ইল্‌মে হাদীস শিক্ষা করেন। তন্মধ্যে কয়েকজন হচ্ছেন-আবুল হাসান আহমাদ বিন সালত আহওয়াযী, আবূ উমার বিন মাহদী ফারিযী, আবুল হুসাইন বিন মুতীম, ইমাম হাফিয আবূ নাঈম ইস্পাহানী, হাফিয আবূ হাযিম, কাযী আবূ বাকর হাইরী, হুসাইন বিন হাসান জাওয়ালিকী, আবুল ফাতহ বিন আবুল ফাওয়ারিস, আবূ উমার কাসিম বিন জা'ফার হাশিমী প্রমূখ। অন্যদিকে তাঁর ছাত্রের সংখ্যাও বিশাল।

খাতীব বাগদাদী রচিত বিপুলসংখ্যক অমূল্য গ্রন্থ তাঁকে দুনিয়াব্যাপী খ্যাতিমান করে রেখেছে। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি লিখেছেন। তবে ইল্‌মে হাদীসের নানা দিক নিয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থ সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। কুয়েতের ড. মাহমুদ তাহহান রচিত গ্রন্থ *আল হাফিয আল খাতীব আল বাগদাদী ওয়া আছারুহু ফী ইলমিল হাদীস* (প্রকাশক দারুল কুরআন, বৈরুত-লেবানন ১৪০১ হিজরী)। এ গ্রন্থে ইল্‌মে হাদীসের নানা দিকের উপর রচিত তাঁর গ্রন্থাবলীর তালিকা ও পর্যালোচনা স্থান পেয়েছে। ইমাম খাতীব বাগদাদীর ইলমী অবস্থান সম্পর্কে পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসীন উচ্চসিত প্রসংশা করেছেন। যদিও তাঁর রচিত ইতিহাস গ্রন্থ *তারীখে বাগদাদ'র* কিছু কিছু বিষয় নিয়ে অনেকেই আপত্তি উত্থাপন করেছেন। বিখ্যাত ফকীহ আবূ ইসহাক ইবরাহীম শিরাযী (ওফাত ৪৭২ হিজরী) বলেন-

ابـو بـكـر الـخـطيب يشبه بابى الحسن الدارقطنى ونظرائه فى معرفة الحديث وحفظه. [1]

অর্থ্যাৎ- ইল্‌মে হাদীসে ব্যাপক জ্ঞান ও হিফয এর ক্ষেত্রে আবূ বাকর খাতীবকে ইমাম আবুল হাসান দারাকুতনী এবং তাঁর সমসাময়িকদের সাথে সামঞ্জস্যশীল বলা হয়।

খাতীব বাগদাদীর রচনা সম্ভারের মধ্যে তাঁর সংকলিত মুসনাদে আবূ হানীফার নামও পাওয়া যায়।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইমাম খাতীব বাগদাদী দামেশক সফর কালে ৪৭৪ খানা কিতাব সাথে নিয়ে যান। তন্মধ্যে ৬৪ খানা তাঁর রচিত। এই গ্রন্থগুলোর নামের একটি তালিকা প্রস্তুত করেন দামেশ্‌কে তাঁর ছাত্র মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আন্দালুসী মালিকী।

تسمية ماوردبه الخطيب دمشق من الكتب من روايته.

নামক সে গ্রন্থ তালিকায় *মুসনাদে আবূ হানীফার* নামও রয়েছে।

খাতীব বাগদাদী সংকলিত মুসনাদে আবূ হানীফার কথা গুরুত্বের সাথে আলোচনায় এনেছেন গত শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা যাহিদ কাউছারী *তা'নীবুল খাতীব পৃ:* ১৫৬, ড. মুস্তাফা সুবায়ী *আসসুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফী তাশরিয়ীল ইসলামী* পৃ: ৪৫১, শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী *তাযকিরায়ে মাসানীদে ইমাম আযম* পৃ: ১১৭।

হাফিয ইবন আসাকির'র মতে ৪৩৬ হিজরীর ৮ যিলহাজ্জ সোমবার খাতীব বাগদাদী ইন্তিকাল করেন। পরদিন বাগদাদে হযরত বিসর হাফী ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের কবরের কাছাকাছি স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

২২. মুসনাদে ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আনসারী, ওফাত ৪৮১ হিজরী

ইমাম আবূ ইসমাঈল আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আলী বিন মুহাম্মাদ আনসারী ৩৯৬ হিজরী হিরাতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর লকব ছিলো শাইখুল ইসলাম। তিনি মেযবানে রাসূল হযরত আবূ আইউব খালিদ বিন যায়িদ আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু'র (মাজার শরীফ-ইস্তাম্বুল, তুরস্ক) বংশধর।

١ـ الامام السبكى ـ طبقات الشافعية ـ ٤: ٣٢، شيخ الاسلام الدكتور محمد طاهر القادرى ـ تذكرة مسانيد امام اعظم ـ ص ١٢٧

ইমাম আবদুল্লাহ আনসারী আবদুল জাব্বার বিন মুহাম্মাদ জারবাহীর কাছে ইমাম তিরমিযীর হাদীস গ্রন্থ শ্রবণ করেন। এছাড়া তাঁর উস্তাদের মধ্যে রয়েছেন- আবূ মানসূর মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আযদী, হাফিয আবুল ফাদাল মুহাম্মাদ বিন আহমাদ জারুদী, ইয়াহইয়া বিন আম্মার সিজিসতানী, হাফিয আহমাদ বিন আলী প্রমূখ।

তাঁর ছাত্রের সংখ্যা অনেক। তন্মধ্যে কয়েকজন হচ্ছেন- মুহাম্মাদ বিন তাহির মুকাদ্দিসী, মু'তামিন বিন আহমাদ সাজী, আবদুল্লাহ বিন আহমাদ সমরকন্দী, হাম্বাল বিন আলী বুখারী প্রমূখ।

ইমাম আবদুল্লাহ আনসারীর ইলমী অবস্থান সম্পর্কে পরবর্তী কালের মুহাদ্দিসগণ ভূয়সী প্রসংশা করেছেন। হাফিয আবদুল গাফির বিন ইসমাঈল (ওফাত ৫২৯ হিজরী) বলেন-

كان ابواسماعيل الانصارى على حظ تام من معرفة العربية والحديث و التواريخ والانساب، اماما كاملا فى التفسير، حسن السيرة فى التصوف.١

অর্থ্যাৎ-আবু ইসমাঈল আনসারী আরবী ভাষা, ইল্‌মে হাদীস, ইতিহাস এবং ইল্‌মে আনসাব এ গভীর জ্ঞানী ছিলেন। ইল্‌মে তাফসীরে তিনি কামিল ইমাম ছিলেন। ইল্‌মে তাসাউফেও ছিলেন পুতঃ সত্তা।

বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত ইমাম আবূ ইসমাঈল আবদুল্লাহ আনসারী রচিত গ্রন্থ রয়েছে। ইমাম আবদুল্লাহ আনসারী সংকলিত *মুসনাদে আবূ হানীফা* সম্পর্কে আলোচনা করেছেন ইমাম হাফিয আবদুল কাদির বিন আবিল ওয়াফা কুরাশী *জাওয়াহিরুল মুদিয়্যা পৃঃ ৪১৫*, শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী *তাযকিরায়ে মাসানীদে ইমাম আযম পৃঃ ১৩১*।

ইমাম আবূ আবদুল্লাহ হুসাইন বিন মুহাম্মাদ হারুবীর মতে ৪৮১ হিজরীর ২২ যিলহাজ্জ শুক্রবার ইমাম আবদুল্লাহ আনসারী ইন্তিকাল করেন।

২৩. মুসনাদে ইমাম হুসাইন বিন মুহাম্মাদ বিন খসরু বলখী, ওফাত ৫২২ হিজরী

ইমাম আবূ আবদিল্লাহ হুসাইন বিন মুহাম্মাদ বিন খসরু বলখী বাগদাদের একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে রয়েছেন-আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবু নাসর হুমাইদী, আবুল গানাইম মুহাম্মাদ বিন আবি উসমান, আবূ ইউসুফ আবদুস সালাম, আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মাদ আম্বারী, আবূ জা'ফর বিন হুসাইন প্রমূখ। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন- ইমাম হাফিয ইবনুল জাউযী, ইমাম হাফিয ইবন আসাকির প্রমূখ।

ইমাম বলখী সংকলিত *মুসনাদে আবূ হানীফা* সম্পর্কে আলোচনা করেছেন ইমাম খাওয়ারিযমী *জামিউল মাসানীদ* ২:৪৩৪, ইমাম আবদুল কাদির বিন আবুল ওয়াফা কুরাশী *জাওয়াহিরুল মুদিয়্যা* পৃঃ ১৪২, ইমাম যাহাবী *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা* ১৯:৫৯২, ইমাম ইবন হাজার আসকালানী *তা'জীলুল মুনফিআ* পৃঃ ২, ইমাম সালিহী *উকুদুল জুমআন* পৃঃ ৩২৮, ড. মুহাম্মাদ

١- شيخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاهر القادرى- تذکرة مسانيد امام اعظم- ص ١٣٣

কাসিম আবদুহু হারিছী *মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা বাইনাল মুহাদ্দিসীন* পৃঃ ২৮০ ও শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী *তাযকিরায়ে মাসানীদে ইমাম আযম* পৃঃ ১৩৫।

ইমাম আবদুল কাদির বিন আবিল ওয়াফার মতে ৫২২ হিজরীতে ইমাম হুসাইন বিন মুহাম্মাদ বিন খসরু বলখী ইন্তিকাল করেন।

২৪. মুসনাদে ইমাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল বাকী আনসারী, ওফাত ৫৩৫ হিজরী

ইমাম আবূ বাকর মুহাম্মাদ বিন আবদুল বাকী বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ খাযরাজী সালামী আনসারী ৪৪২ হিজরীর সফর মাসে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন হাম্বালী মাযহাবের অনুসারী। পরিণত বয়সে তিনি মারিস্তানের কাযী নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর উস্তাদের মধ্যে রয়েছেন-আবু ইসহাক বারমিকী, আলী বিন ঈসা বাকিল্লানী, কাযী আবূ তায়্যিব তাবারী, আবূ মুহাম্মাদ হাসান বিন আলী জাওহারী, আবুল ফাদাল হিবাতুল্লাহ, খাদিজা বিনতে মুহাম্মাদ শাহ জানিয়া প্রমূখ।

তাঁর ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন- আবূ সাঈদ আবদুল কারীম বিন মুহাম্মাদ সামআনী, আবুল কাসিম আলী ইবন আসাকির, আবুল ফারজ আবদুর রহমান ইবনুল জাওযী, আবূ মুসা মাদিনী। পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিস ইমামগণ তাঁর ইলমী অবস্থান সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেছেন।

ইমাম ইবন হাজার আসকালানী তাঁর ব্যাপারে বলেন-

مشهور معمر، عالى الاسناد، هو اخر من كان بينه وبين النبى صلى الله عليه وسلم رجال ثقات مع اتصال السماع على شرط الصحيح.[১]

অর্থ্যাৎ- বিখ্যাত বয়স্ক বুযুর্গ ছিলেন। উচ্চ সনদে হাদীস বর্ণনা করতেন। তিনি সেই আখেরী মুহাদ্দিস যিনি সহীহ শর্তের উপর হাদীস শ্রবণকারী। তাঁর এবং নবীজির মধ্যখানে মাত্র ছয়জন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী ছিলেন।

ইমাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল বাকী আনসারী কর্তৃক সংকলিত *মুসনাদে আবূ হানীফার* কথা উল্লেখ করেছেন ইমাম খাওয়ারিযমী *জামিউল মাসানীদ ১:৭২*, ইমাম সালিহী *উকূদুল জুমআন পৃঃ ৩২৫*, হাজী খলীফা *কাশফুয যুনুন ৬:১২৮১*, ইমাম সায়্যিদ মুরতাদা যাবিদী *উকূদুল জাওয়াহিরুল মুনীফাহ ১:২*, ড. মুহাম্মাদ কাসিম আবদুহু হারিছী *মাকানাতুল ইমাম আবূ হানীফা বাইনাল মুহাদ্দিসীন পৃঃ ২৭৮*, শাইখুল ইসলাম, ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী *তাযকিরায়ে মাসানীদে ইমাম আযম পৃঃ ১৩৯*।

ইমাম ইবন শাফী'র মতে ৫৩৫ হিজরীর ২/৩ রজব বুধবার ইমাম কাযী আবু বাকর মুহাম্মাদ বিন আবদুল বাকী আনসারী ইন্তিকাল করেন।

١ـ الامام ابن حجر العسقلانى ـ لسان الميزان ـ ٥: ١٤١

২৫. মুসনাদে ইমাম ইবন আসাকির দামেশকী, ওফাত ৫৭১ হিজরী

ইমাম আবুল কাসিম আলী বিন হাসান বিন হিবাতুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ শাফিঈ ৪৯৯ হিজরীর শেষপাদে দামেশ্‌কে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাফিয ইবন আসাকির নামে খ্যাত। বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাঁর রচিত অনেকগুলো গ্রন্থ রয়েছে।

মাত্র সাত বছর বয়সে ইমাম হাফিয ইবন আসাকির স্বীয় পিতা ও ভাইয়ের কাছ থেকে হাদীস শুনতে শুরু করেন। পরবর্তীতে নিজ শহর দামেশক ছাড়াও বাগদাদ, কূফা, নিশাপুর, ইস্পাহান, মারু, হিরাত, মক্কা মুকাররামা এবং মদীনা তায়্যিবার খ্যাতিমান মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে ইলম হাসিল করেন।

তাঁর উস্তাদগণের সংখ্যা ১৩০০। তন্মধ্যে ৮০ জন মহিলা রয়েছেন। হাফিয ইবন আসাকির এর ইলমী মর্যাদা সম্পর্কে পরবর্তী কালের মুহাদ্দিস গণ উচ্চসিত প্রসংশা করেছেন। হাফিয ইবন নাজ্জার বলেন –

ابو القاسم امام المحدثين فى وقته. [1]

অর্থ্যাৎ- আবুল কাসিম (ইবন আসাকির) তাঁর যুগে মুহাদ্দিসগণের ইমাম ছিলেন।

ইমাম হাফিয ইবন আসাকির সংকলিত *মুসনাদে আবূ হানীফা'র* নাম উল্লেখ করেছেন ইমাম যাহাবী *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ২০:৫৬১*, আরবী ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ ইয়াকূত বিন আবদুল্লাহ *মু'জামুল উদাবা ৪:৪৪*, আল্লামা সালাউদ্দিন খলিল সাফিদী *আল ওয়াফী বিল ওয়াফিয়াত ২০:২১৯*, শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী *তাযকিরায়ে মাসানীদে ইমাম আযম পৃঃ ১৪৩*।

১৪০১ হিজরীতে বৈরুতের বিখ্যাত প্রকাশনী দারু ইহইয়ায়ু তুরাছিল আরাবী হাফিজ ইবন আসাকির রচিত জগতখ্যাত গ্রন্থ *তারীখু দিমাশ্‌ক আল কাবীর* প্রকাশ করেছে। হাফিয ইবন আসাকির'র পরিচিতি পেশ করতে গিয়ে তাঁর রচিত ও সংকলিত গ্রন্থ তালিকায় *মুসনাদে আবূ হানীফার* নাম উল্লেখ করা হয়েছে (পৃঃ ১১)।

৫৭১ হিজরীর ১১ রজব হাফিয ইবন আসাকির ইন্তিকাল করেন।

(দামেশক নগরীর বিখ্যাত কবরগাহ বাবে সাগীর এর পার্শ্ববর্তী স্থানে হাফিয ইবন আসাকির'র কবর শরীফ অবস্থিত। ২০০৮ সালের ২৯ অক্টোবর ওয়ালিদ কিবলার সাথে এ মহান ইমামের রওজা যিয়ারতের সুযোগ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।)

২৬. মুসনাদে ইমাম আলী বিন আহমাদ রাযী, ওফাত ৫৯৮ হিজরী

ইমাম আলী বিন আহমাদ মাক্কী রাযীর উপাধি ছিলো-হুসামুদ্দিন। তিনি একজন বিখ্যাত হানাফী ফকীহ ছিলেন। মুলতঃ না হলেও পরবর্তীতে তিনি দামেশ্‌কে স্থায়ী বসত করেন। দামেশকের বিখ্যাত মাদরাসা সাদিরিয়্যায় অধ্যাপনা করতেন। তাঁর ইলমী মর্যাদা সম্পর্কে হাফিয ইবন

١- الامام الذهبى - تذكرة الحفاظ ٤: ١٣٣٣

আসাকির, ইমাম আবদুল কাদির বিন আবুল ওয়াফা কুরাশী প্রমূখ আলোচনা করেছেন। ইমাম আলী বিন আহমাদ কাযী সংকলিত *মুসনাদে আবূ হানীফা* সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তুরস্কের প্রখ্যাত গবেষক প্রফেসর ড. ফাওয়াদ সিযগীন *তারীখুত তুরাছিল আরাবী* ৩:৪৩ এবং শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী তাযকিরায়ে মাসানীদে ইমাম আযম পৃঃ ১৫০।

ইমাম কুরাশীর মতে ৫৯৮ হিজরীতে ইমাম আলী বিন আহমাদ রাযী ইন্তিকাল করেন।

২৭. মুসনাদে ইমাম আবূ আলী আল বাকরী, ওফাত ৬৫৬ হিজরী

ইমাম সদরুদ্দীন আবূ আলী হাসান বিন মুহাম্মাদ বিন আবিল ফুতুহ্ কুরাশী আল বাকরী ৫৭৪ হিজরীতে দামেশ্কে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন প্রথম খলীফা সায়্যিদুনা আবূ বাকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশধর।

তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে রয়েছেন- তাঁর নানা আবূ হাফস মিয়ানিশী, মুওয়ায়্যিদ বিন মুহাম্মাদ তূসী, আবুল ফুতুহ্ মুহাম্মাদ বিন জুনাইদ, আবুল মুযাফফার ইবন সামআনী প্রমূখ। দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তের বিপুল সংখ্যক মুহাদ্দিস তাঁর ছাত্র ছিলেন। তন্মধ্যে কয়েকজন হলেন- তাকীউদ্দীন ইবন সালাহ, আবদুল মু'মিন বিন খালফ দিমইয়াতী, আবূ বাকর বিন ইউসুফ হারিছী, আবদুল হামীদ বিন সুলাইমান মাগরিবী প্রমূখ।

পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ তাঁর ইলমী মর্যাদা সম্পর্কে প্রসংশাপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। আবার কেউ কেউ তাঁর সমালোচনাও করেছেন। বিশেষতঃ তাঁকে সহীহ এবং যঈফ হাদীসের সংমিশ্রণকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইলমে রিজাল বিশেষজ্ঞ ইমাম যাহাবী তাঁকে হাফিযে হাদীস হিসেবে গণ্য করে স্বীয় *তাযকিরাতুল হুফফাযে* (৪:১৪৪৩) স্থান দিয়েছেন। এমনকি তিনি বলেছেন-

تم فی الاخر صلح حاله

অর্থ্যাৎ- পরবর্তীতে তাঁর অবস্থা সংশোধিত হয়েছিলো।

ইমাম আবূ আলী বাকরী সংকলিত *মুসনাদে আবূ হানীফা'র* কথা উল্লেখ করেছেন ইমাম সালিহী *উকুদুল জুমআন পৃঃ ৩৩৪*, আল্লামা যাহিদ কাউছারী *তা'নীবুল খাতীব পৃঃ ১৫৩* ও শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী *তাযকিরায়ে মাসানীদে ইমাম আযম পৃঃ ১৫২।*

ইন্তিকালের কয়েক বছর পূর্বে তিনি দামেশক থেকে মিশর চলে যান।

৬৫৬ হিজরীর ১১ যিলহাজ্জ সেখানে তিনি ইন্তিকাল করেন।

২৮. মুসনাদে ইমাম শামসুদ্দীন সাখাওয়ী, ওফাত ৯০২ হিজরী

হাফিয শামসুদ্দীন আবুল খায়ের মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান বিন মুহাম্মাদ বিন আবূ বাকর বিন উসমান বিন মুহাম্মাদ ৮৩১ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে মিশরের কায়রো নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। উত্তর মিশরের সাখা বংশের সাথে সম্পর্কিত বিধায় তাঁর নামের সাথে সাখাওয়ী যুক্ত হয়েছে। তিনি শাফিঈ মাযহাবের বিশিষ্ট ইমাম ছিলেন।

ইমাম সাখাওয়ী ছিলেন ইমাম ইবন হাজার আসকালানী এবং ইমাম বদরুদ্দীন আইনী'র বিশেষ

ছাত্র। তাঁর রচিত দুইশতাধিক মূল্যবান গ্রন্থ তাঁকে দুনিয়াব্যাপী খ্যাতিমান করে রেখেছে। ইমাম সাখাওয়ীর প্রিয় ছাত্র শায়খ জারুল্লাহ ইবন ফাহদ মাক্কী বলেন-

ولقد والله العظيم، لم ارنی الحفاظ المتأخرين مثله، ويعلم ذلک کل من اطلع على مؤلفاته اوشاهده.[1]

অর্থ্যাৎ- আল্লাহর কসম! মুতাআখখিরীন হাফিযে হাদীসগণের মধ্যে আমি তাঁর সমকক্ষ কাউকে দেখিনি। যারা তাঁকে দেখেছেন কিংবা তাঁর কিতাব অধ্যয়ণ করেছেন তাঁরা সেটা স্বীকার করেছেন। ইমাম সাখাওয়ী স্বরচিত **الضوء اللامع** কিতাবে ইমাম আবূ হানীফা থেকে বর্ণিত হাদীসের উপর তাঁর সংকলিত কিতাবের নাম বলেছেন-

التحفة المنيفة فيما وقع له من حديث الامام ابی حنيفة

ইমাম সাখাওয়ী'র উল্লিখিত হাদীস সংকলনকেই শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী (*তাযকিরায়ে মাসানীদে ইমাম আযম পৃঃ ১৫৫*) মুসনাদে আবূ হানীফা হিসেবে গণ্য করেছেন। ৯০২ হিজরীর ২৯ শাবান মদীনা শরীফে ইমাম সাখাওয়ী ইন্তিকাল করেন।

২৯. মুসনাদে ইমাম ঈসা বিন মুহাম্মাদ ছাআলাবী, ওফাত ১০৮০ হিজরী

ইমামুল হারামাইন ইমাম ঈসা বিন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন আমির মরক্কোর যাওয়াদাহ শহরে ১০২০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হযরত জাফর বিন আবূ তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশধর ছিলেন। তাঁর লকব ছিলো জারুল্লাহ। কুনিয়্যাত ছিলো আবূ মাকতূম এবং আবূ মাহদী। তিনি বিপুল সংখ্যক মুহাদ্দিসের কাছ থেকে ইলম হাসিল করেন। তন্মধ্যে কয়েকজন হলেন-হাফিয শামসুদ্দীন বাবিলী, কাযী শিহাব আহমাদ খাফফাজী, শায়খ সুলতান মাযযাহী ও যাইনুল আবিদীন তিউনিসী প্রমূখ।

ইমাম ছাআলাবীর উচ্চ ইলমী মর্যাদা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় আল্লামা আবদুল মালিক বিন হোসাইন উসসামী মাক্কীর উক্তিতে। তিনি বলেন-

مولانا وسيدنا ومأوانا وسندنا وشيخنا، شيخ الاسلام والمسلمين خاتمة الائمة المحققين، خادم حديث سيدالمرسلين صلى الله عليه وسلم، الجامع بين الاصول والفروع، الحافظ لكل متن مجموع الحائز فضيلتى العلم والنسب الحائز طرفى الكمال الفريزى والمكتسب رئيس العلوم العبقرى.

অর্থ্যাৎ- আমাদের মাওলা, আমাদের সায়্যিদ, আমাদের সনদ, শাইখুনা, শাইখুল ইসলাম ও মুসলিমীন, মুহাককিকীনগণের আখেরী ইমাম, সায়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র হাদীসের খাদিম। (ইলমের) উসূল বা মূলনীতি এবং ফুরূ' বা শাখাপ্রশাখা সম্পর্কে গভীর জ্ঞানী। হাদীসের মতন ও মাজমুআর হাফিয। ইল্‌ম ও নসবে মর্যাদার অধিকারী। ইল্‌ম ও কামালে পূর্ণতার অধিকারী।

١- شيخ الاسلام الدكتور محمد طاهر القادرى - تذكرة مسانيد امام اعظم - ص ١٥٦

١- شيخ الاسلام الدكتور محمد طاهر القادرى - تذكرة مسانيد امام اعظم - ص ١٥٧

ইমাম ছাআলাবী সংকলিত *মুসনাদে আবূ হানীফার* উল্লেখ করেছেন ইমামুল হিন্দ শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী *ইনসানুল আঈন ফী মাশাইখে হারামাইন-পৃঃ ৬*, তুরস্কের বিশিষ্ট গবেষক প্রফেসর ড. ফাওয়াদ সিযগীন *তারীখু তুরাছিল আরবী* ৩:৪৪ ও শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী *তাযকিরায়ে মাসানীদে ইমাম আযম পৃঃ ১৫৮*।

আল্লামা উসসামীর মতে ১০৮০ হিজরীর ১৪ রজব বুধবার ইমাম ঈসা বিন মুহাম্মাদ ছাআলাবী ইন্তিকাল করেন।

মুসনাদে আবূ হানীফার ব্যাখ্যা গ্রন্থ

যুগে যুগে উলামা ও ইমামগণ মুসনাদে আবূ হানীফার উপর বিভিন্নভাবে কাজ করেছেন। এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে পেশ করা হলো।

এক. কাযীউল কুযাত (প্রধান বিচারপতি) ইমাম আবুল মুওয়ায়্যিদ মুহাম্মাদ বিন মাহমুদ খাওয়ারিযমী (৫৯৩-৬৬৫হিজরী) বিভিন্ন মুহাদ্দিস ও ইমাম সংকলিত ইমাম আবূ হানীফার ১৫টি মুসনাদ একত্রিত করেন। তিনি এই মুসনাদসমূহের হাদীসগুলোর সনদ এবং তাকরার (পুনরাবৃত্তি) বাদ দিয়ে ফিকহী অধ্যায় অনুযায়ী বিন্যস্ত করেন। ইমাম খাওয়ারিযমী এ গ্রন্থের নাম দেন *জামিউল মাসানীদ*। এই মহামূল্যবান হাদীস সংকলনখানা বৃহৎ দু'টি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। হায়দারাবাদ থেকে ১৩০০ হিজরীতে প্রকাশিত জামিউল মাসানীদের একটি কপি লন্ডনের ইউস্টনস্থ বৃটিশ লাইব্রেরীর আরবী সেকশনে রক্ষিত আছে। (বৃটিশ লাইব্রেরী থেকে সংগৃহীত জামিউল মাসানীদের মাইক্রোফিল্ম কপি এই লেখকের পারিবারিক গ্রন্থাগারে মওজুদ আছে।)

দুই. ইমাম জামালুদ্দীন মাহমুদ বিন আহমাদ বিন মাসউদ দামেশকী হানাফী (ওফাত ৭৭১ হিজরী) প্রথম মুসনাদে আবূ হানীফার শরাহ বা ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ইমাম জামালুদ্দীন প্রথমে মুসনাদের সনদ ও তাকরার পরিহার করতঃ সংক্ষেপিত করে *আল মু'তামাদ মুখতাসারুল মুসনাদ* নাম দেন। (১৯২৩ সালে তুরস্ক থেকে এটি প্রকাশিত হয়।) পরবর্তীতে তিনি *আল মুসতানাদ* নামে *আল মু'তামাদ* গ্রন্থের শরাহ লিখেন।

তিন. ইমাম কাসিম বিন কাতলুবুগা বিন আবদুল্লাহ মিশরী (৭০২-৮৭৯ হিজরী) *আল আমালী আলাল মুসনাদ* নামে মুসনাদে আবূ হানীফার (রিওয়াইয়াতে হারিছী) ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। দুই খণ্ডে সমাপ্ত এ বৃহৎ শরাহ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। ড. মুহাম্মাদ কাসিম আবদুহু হারিছী পরিবেশিত তথ্য মতে (মাকানাতুল ইমাম আবূ হানীফা বাইনাল মুহাদ্দিসীন পৃঃ ৫০৮-৫০৯) এ মূল্যবান গ্রন্থের হস্তলিখিত একটি কপি বাগদাদের মাকতাবাতুল আওকাফ (নং হাদীস ১৮৭) এ রক্ষিত আছে।

চার. ইমাম হাফিয জালালুদ্দিন সুয়ুতী শাফিঈ (ওফাত ৯১১ হিজরী) *আত-তা'লিকাতুল মুনীফাহ আলা মুসনাদি আবী হানীফা* নামে সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ একটি শরাহ রচনা করেন।

পাঁচ. ইমাম মোল্লা আলী কারী হানাফী মাক্কী (ওফাত ১০১৪ হিজরী) মুসনাদে আবূ হানীফা'র (রিওয়াইয়াতে হাসকাফী) বৃহৎ ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেছেন। *শারহু মুসনাদি আবী হানীফা* নামে এ মূল্যবান ব্যাখ্যা গ্রন্থ বৈরুতের দারুল কুতুব ইলমিয়্যা থেকে ১৪০৫ হিজরী সালে প্রকাশিত হয়েছে।

এছাড়া তাকরার ও সনদ বাদ দিয়ে মুসনাদে আবূ হানীফা অনেকেই সংকলন করেছেন। যেমন- ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্বাস বিন মালিক (ওফাত ৬৫২ হিজরী) *মাকসাদুল মাসনাদ* নামে। ইমাম আবুল বাকা আহমাদ বিন মুহাম্মাদ মাক্কী *আল মুসতানাদ মুখতাসারুল মুসনাদ* নামে। শায়খ ইসমাঈল বিন ঈসা *ইখতিয়ারু ইতিমাদিল মাসানীদ ফী ইখতিসারি আসমাউ বা'দু রিজালিল মাসানীদ* নামে।

মুসনাদে আবূ হানীফার অনুবাদ

ইমাম আযম আবূ হানীফার মাযহাবের অনুসারী হচ্ছে পৃথিবীর মুসলমান জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি। তাই প্রয়োজন এবং জানার আগ্রহ থেকে মানুষ যেমন নানা ভাষায় ইমাম আবূ হানীফার জীবনী লিখেছেন, তেমনি মুসনাদে আবূ হানীফাও নানা ভাষায় অনুবাদ করেছেন।

মাওলানা দোস্ত মুহাম্মাদ শাকির কর্তৃক উর্দু ভাষায় অনূদিত মুসনাদে আবূ হানীফা পাওয়া যায়। এটি মুহাদ্দিসুল হিজায ইমাম মুহাম্মাদ আবিদ সিন্দি (ওফাত ১২৫৭ হিজরী) সংকলিত রিওয়াইয়াতে হাসকাফী।

উর্দু ভাষায় অনূদিত এই মুসনাদই মাওলানা মুহাম্মাদ সিরাজুল হক বাংলা অনুবাদ করেন ১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে (রবিউল আউয়াল ১৪১২ হিজরী)। মুহাম্মাদ সাজ্জাদ হোসেনের তত্বাবধানে সেমার্স নুর লাইব্রেরী (ঢাকা, কক্সবাজার) এটি আংশিক প্রকাশ করে। ১৯৯৬ সালের জুন মাসে এ মুসনাদ ঢাকার শান্তিধারা প্রকাশনী থেকে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

মুহাম্মাদ সিরাজুল হক অনূদিত এ মুসনাদ পূর্ণাঙ্গরূপে ২০০২ সালের এপ্রিল মাসে মুহাররাম ১৪২৩ হিজরী) ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত হয় (ইফাবা প্রকাশনা ২০৪২)।

অনূদিত এ মুসনাদের শুরুতে অনুবাদক ইমাম আযম আবূ হানীফার সংক্ষিপ্ত জীবনী গ্রন্থিত করেছেন। প্রতিটি হাদীসের মূল পাঠ (আরবী) ঠিক রেখে সাথে বাংলা অনুবাদ দিয়েছেন। এ গ্রন্থে মোট ৫২৩ খানা হাদীস রয়েছে।

ইমাম আযম আবূ হানীফার অন্যতম শীর্ষ ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান শাইবানী সংকলিত হাদীস গ্রন্থ *কিতাবুল আছার*। এতে ইমাম আবূ হানীফা থেকে ৯৬৫ খানা হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ মূল্যবান হাদীস গ্রন্থখানা *The kitab al-athar of Imam Abu Hanifah* নামে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। Abdassamad Clarke কর্তৃক ইংরেজী অনূদিত গ্রন্থখানা ২০০৬ সালে লন্ডনের টুটিং এলাকায় অবস্থিত তাওরাত পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির শুরুতে একটি সমৃদ্ধ ভূমিকা রয়েছে। এ ছাড়া প্রতিটি হাদীসের মূলপাঠ (আরবী) ঠিক রেখে সাথে ইংরেজী অনুবাদ দেয়া হয়েছে। ফুটনোটে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাও সন্নিবেশিত হয়েছে।

সাহাবীর সাথে ইমাম আবূ হানীফার সনদসূত্র

ইতোপূর্বে আমরা আলোচনা করে এসেছি যে, ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ একজন তাবিঈ ছিলেন। ২২ জন সাহাবীর সাথে তাঁর দেখা হয়েছে। তন্মধ্যে ৮ জন থেকে সরাসরি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর চার হাজার উস্তাদের মধ্যে অধিকাংশই বয়োজ্যৈষ্ঠ তাবিঈ

ছিলেন। এ কারণে ইমাম আবূ হানীফা বর্ণিত বেশির ভাগ হাদীস ছুলাছী ও ছুনায়ী। ইমাম আযমের চার হাজার উস্তাদের প্রত্যেকেরই সাহাবায়ে কিরামের সাথে অবিচ্ছেদ্য সনদ সূত্র রয়েছে। সে হিসেবে বিপুল সংখ্যক সাহাবীর সাথে ইমাম আযমের সনদসূত্র বিদ্যমান। সাহাবায়ে কিরামের সাথে ইমাম আবূ হানীফার সনদসূত্র সহজে অনুধাবনের জন্য উদাহরণ স্বরূপ মাত্র কয়েকজনের কথা নকশাসহ নিম্নে পেশ করা হলো।

এক. সায়্যিদুনা আবূ বাকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওফাত ১৩ হিজরী

প্রথম খলিফা সায়্যিদুনা আবূ বাকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ইমাম আবূ হানীফার অনেকগুলো সনদসূত্র রয়েছে। তন্মধ্যে মাত্র দু'টি হলো-

১. ইমাম আযমের এক উস্তাদ ইমাম কাসিম বিন মুহাম্মাদ বিন আবূ বাকর (ওফাত ১০৪ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ স্বীয় ফুফু উম্মুল মু'মিনীন আয়শা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা (ওফাত ৫৬ হিজরী)। তার উস্তাদ স্বীয় পিতা সায়্যিদুনা আবূ বাকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু (ওফাত ১৩ হিজরী)।

২. ইমাম আযমের একজন উস্তাদ মাইমুন বিন মিহরান (ওফাত ১১৯ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ আবদুর রহমান বিন আবূ বাকর। তাঁর উস্তাদ স্বীয় পিতা সায়্যিদুনা আবূ বাকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু।

নকশা ১

সায়্যিদুনা আবূ বাকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু

উম্মুল মু'মিনীন আয়শা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা

কাসিম বিন মুহাম্মাদ বিন আবূ বাকর

ইমাম আবূ হানীফা

নকশা ২

সায়্যিদুনা আবূ বাকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু

আবদুর রহমান বিন আবূ বাকর

মাইমুন বিন মিহরান

ইমাম আবূ হানীফা

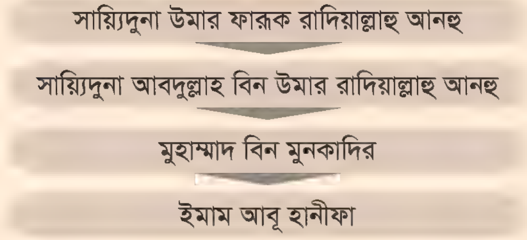
দুই. সায়্যিদুনা উমার ফারূক রাদিয়াল্লাহু আনহু, শাহাদাত ২৩ হিজরী

দ্বিতীয় খলিফা সায়্যিদুনা উমার ফারূক রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথেও ইমাম আবূ হানীফার অনেকগুলো সনদসূত্র রয়েছে। তন্মধ্যে দু'টি উল্লেখ করা হলো।

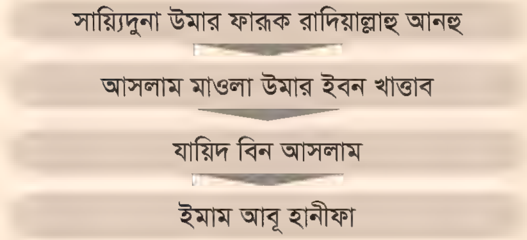
১. ইমাম আযমের একজন উস্তাদ মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির (ওফাত ১৩১ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ সালিম বিন আবদুল্লাহ (ওফাত ৬৫ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ স্বীয় পিতা সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু (৭৪ হিজরী)। তার উস্তাদ স্বীয় পিতা সায়্যিদুনা উমার ফারূক রাদিয়াল্লাহু আনহু (শাহাদাত ২৩ হিজরী)।

২. ইমাম আযমের একজন উস্তাদ যায়িদ বিন আসলাম (ওফাত ১৩৬ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ স্বীয় পিতা আসলাম মাওলা উমার। তাঁর উস্তাদ সায়্যিদুনা উমার ফারূক রাদিয়াল্লাহু আনহু।

নকশা ১



নকশা ২



তিন. সায়্যিদুনা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু, শাহাদাত ৩৫ হিজরী

তৃতীয় খলিফা যিননূরাইন সায়্যিদুনা উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথেও ইমাম আবূ হানীফার অনেকগুলো সনদসূত্র রয়েছে। তন্মধ্যে তিনটি উল্লেখ করা হলো-

১. ইমাম আযমের একজন উস্তাদ মুসা বিন তালহা তামিমী (ওফাত ১০৩ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ সায়্যিদুনা উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু।

২. ইমাম আযমের একজন উস্তাদ ইমাম হাসান বাসারী (ওফাত ১১০ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ সায়্যিদুনা উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু।

৩. ইমাম আযমের একজন উস্তাদ আদী বিন ছাবিত (ওফাত ১১৩ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ যির বিন হুবাইছ (ওফাত ৮০ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ সায়্যিদুনা উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু।

নকশা ১

সায়্যিদুনা উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু

মূসা বিন তালহা তামিমী

ইমাম আবূ হানীফা

নকশা ২

সায়্যিদুনা উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু

ইমাম হাসান বাসারী

ইমাম আবূ হানীফা

নকশা ৩

সায়্যিদুনা উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু

যির বিন হুবাইস

আদী বিন ছাবিত

ইমাম আবূ হানীফা

চার. সায়্যিদুনা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, শাহাদাত ৪০ হিজরী

উলুমে নববীর দরজা, চতুর্থ খলিফা সায়্যিদুনা আলী বিন আবূ তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু মদীনা শরীফ থেকে কুফায় রাজধানী স্থানান্তর করেন। তাই সায়্যিদুনা আলী'র মাধ্যমে উলুমে নববী

মদীনা তায়্যিবা এবং কুফায় প্রসার লাভ করে। ইমাম আযম আহলে বাইতের ইমামগণের কাছ থেকে ইলম হাসিলের কোন সুযোগই হাতছাড়া করেননি। আহলে বাইতের ইমামগণ ছাড়াও ইমাম আযম সায়্যিদুনা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনেক ছাত্রের মাধ্যমে ইলম হাসিল করেছেন। নিম্নে আহলে বাইতের কয়েকজন ইমাম এবং অন্যদের মাধ্যমে হযরত আলী পর্যন্ত ইমাম আযমের সনদসূত্র উল্লেখ করা হলো।

১. ইমাম আযমের উস্তাদ ইমাম আবদুল্লাহ বিন হাসান। অন্য উস্তাদ ইমাম হাসান মুছাল্লাছ। এই দু'জনের উস্তাদ তাঁদের পিতা ইমাম হাসান মুছান্না। তাঁর উস্তাদ স্বীয় পিতা সায়্যিদুনা ইমাম হাসান বিন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু (শাহাদাত ৫০ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ স্বীয় পিতা সায়্যিদুনা আলী বিন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু (শাহাদত ৪০ হিজরী)।

২. ইমাম আযমের উস্তাদ ইমাম মুহাম্মাদ বিন আলী আল বাকির (ওফাত ১১৪ হিজরী), অন্য উস্তাদ ইমাম আবদুল্লাহ বিন আলী, অন্য উস্তাদ ইমাম যায়িদ বিন আলী (ওফাত ১২২ হিজরী)। এই তিন জনের উস্তাদ তাঁদের পিতা ইমাম আলী বিন হুসাইন-যাইনুল আবিদীন (ওফাত ৯৫ হিজরী)। এছাড়া ইমাম আযমের অপর উস্তাদ ইমাম জা'ফর সাদিক (ওফাত ১৪৮ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ স্বীয় পিতা ইমাম মুহাম্মাদ বাকির (ওফাত ১১৪ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ স্বীয় পিতা ইমাম আলী বিন হুসাইন-যাইনুল আবিদীন (ওফাত ৯৫ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ স্বীয় পিতা শহীদে কারবালা সায়্যিদুনা ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু (শাহাদাত ৬১ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ স্বীয় পিতা সায়্যিদুনা আলী বিন আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু (শাহাদাত ৪০ হিজরী)।

৩. ইমাম আযমের উস্তাদ ইমাম হাসান বিন মুহাম্মাদ। তাঁর উস্তাদ স্বীয় পিতা ইমাম মুহাম্মাদ বিন হানফিয়্যা (ওফাত ৮১ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ স্বীয় পিতা সায়্যিদুনা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু।

৪. ইমাম আযমের উস্তাদ ইমাম ইবরাহীম বিন ইয়াযীদ নাখয়ী (ওফাত ৯৬ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ শুরাইহ বিন হারিছ। তাঁর উস্তাদ সায়্যিদুনা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু।

৫. ইমাম আযমের উস্তাদ আবূ ইসহাক সাবিয়ী (ওফাত ১২৭ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ মাসরূক বিন আজদা। তাঁর উস্তাদ সায়্যিদুনা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু।

৬. ইমাম আযমের উস্তাদ সালামা বিন কোহাইল তাঁর উস্তাদ আলকামা বিন কায়িস নাখয়ী। তাঁর উস্তাদ সায়্যিদুনা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু।

নকশা ১

সায়্যিদুনা আলী বিন আবূ তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু

সায়্যিদুনা ইমাম হাসান বিন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু

ইমাম হাসান আল মুছান্না

ইমাম আবদুল্লাহ বিন হাসান | ইমাম হাসান আল মুছাল্লাছ

ইমাম আবূ হানীফা

নকশা ২ক

সায়্যিদুনা আলী বিন আবূ তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু

সায়্যিদুনা ইমাম হুসাইন বিন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু

ইমাম আলী বিন হুসাইন (যাইনুল আবিদীন)

ইমাম মুহাম্মাদ বিন আলী | ইমাম আবদুল্লাহ বিন আলী | ইমাম যায়িদ বিন আলী

ইমাম আবূ হানীফা

নকশা ২খ

সায়্যিদুনা আলী বিন আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু

সায়্যিদুনা ইমাম হুসাইন বিন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু

ইমাম আলী বিন হুসাইন (যাইনুল আবিদীন)

ইমাম মুহাম্মাদ বিন আলী আল বাকির

ইমাম জা'ফর বিন মুহাম্মাদ আস সাদিক

ইমাম আবূ হানীফা

নকশা ৩

সায়্যিদুনা আলী বিন আবূ তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু

ইমাম মুহাম্মাদ বিন হানফিয়্যা

ইমাম হাসান বিন মুহাম্মাদ

ইমাম আবূ হানীফা

নকশা ৪

সায়্যিদুনা আলী বিন আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু

শুরাইহ বিন হারিছ

ইবরাহীম বিন ইয়াযীদ নাখঈ

ইমাম আবূ হানীফা

নকশা ৫

সায়্যিদুনা আলী বিন আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু

মাসরূক বিন আজদা

আবু ইসহাক সাবিঈ

ইমাম আবূ হানীফা

নকশা ৬

সায়্যিদুনা আলী বিন আবূ তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু

আলকামা বিন কায়িস নাখঈ

সালামা বিন কুহাইল

ইমাম আবূ হানীফা

পাঁচ. উম্মুল মু'মিনীন আইশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা, ওফাত ৫৭ হিজরী

উম্মুল মু'মিনীন সায়্যিদা আইশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে মুকছিরীন (অধিক বর্ণনাকারী) পর্যায়ভূক্ত। মা আইশার কাছ থেকে অনেক সাহাবী এবং বিপুল সংখ্যক তাবিঈ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আযমের উস্তাদগণের মধ্যে অনেকেই হযরত আইশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহার সরাসরি ছাত্র ছিলেন। উম্মুল মু'মিনীন আইশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথে ইমাম আযমের অনেকগুলো সনদসূত্র রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো-

১. ইমাম আযমের কয়েকজন উস্তাদ হচ্ছেন-আতা বিন আবী রিবাহ (ওফাত ১১৪ হিজরী), মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির (ওফাত ১৩১ হিজরী), শা'বী (ওফাত ১০৪ হিজরী), উসমান বিন আবদুল্লাহ (ওফাত ১২০ হিজরী), নাফি' মাওলা ইবন উমার (ওফাত ১১৭ হিজরী), যায়িদ বিন আসলাম (ওফাত ১৩৬ হিজরী)। এরা সবাই সায়্যিদা আইশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহার ছাত্র।

২. ইমাম আযমের একজন উস্তাদ আমর বিন দীনার (ওফাত ১৩০ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ ইকরিমা মাওলা ইবন আব্বাস (ওফাত ৬২ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ সায়্যিদা আইশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা (ওফাত ৫৭ হিজরী)।

নকশা ১ক

সায়্যিদা আইশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা

আতা বিন আবি রিবাহ্ | মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির | শা'বী

ইমাম আবূ হানীফা

নকশা ১খ

সায়্যিদা আইশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা

উসমান বিন আবদুল্লাহ | নাফি' মাওলা ইবন উমার | যায়িদ বিন আসলাম

ইমাম আবূ হানীফা

নকশা ২

সায়্যিদা আইশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা

ইকরিমা মাওলা ইবন আব্বাস

আমর বিন দীনার

ইমাম আবূ হানীফা

ছয়. সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওফাত ৩২ হিজরী

ফাকীহুল উম্মাহ সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর কুনিয়াত ছিলো- ইবন উম্মে আবদ। দ্বিতীয় খলিফা কর্তৃক তিনি কুফায় শিক্ষক নিয়োগ হয়ে ছিলেন। দীর্ঘদিন তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। চতুর্থ খলিফা সায়্যিদুনা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কুফায় ইলমী চর্চার ব্যাপকতা দেখে বলেছিলেন-আল্লাহ পাক ইবন উম্মে আবদকে রহম করুন, তিনি এই জনবসতিকে ইল্‌মে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যে ক'জন ফকীহ হিসেবে খ্যাত, তন্মধ্যে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু অন্যতম। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সাথে ইমাম আবূ হানীফার অনেকগুলো সনদসূত্র রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো-

১. ইমাম আযমের উস্তাদ হাম্মাদ বিন আবী সুলাইমান (ওফাত ১২০ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ ইবরাহীম নাখঈ (ওফাত ৯৬ হিজরী) তাঁর উস্তাদ আলকামা বিন কায়িস (ওফাত ৬২ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু (ওফাত ৩২ হিজরী)।

২. ইমাম আযমের উস্তাদ আবূ ইসহাক সাবিঈ (ওফাত ১২৭ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ আসওয়াদ বিন ইয়াযীদ (ওফাত ৭৫ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু (ওফাত ৩২ হিজরী)।

৩. ইমাম আযমের উস্তাদ ইমাম শা'বী (ওফাত ১০৪ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ মাসরূক বিন আজদা (ওফাত ৬২ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু।

৪. ইমাম আযমের উস্তাদ হুসাইন বিন আসিম আসাদী। তাঁর উস্তাদ উবাইদুল্লাহ বিন আমর সালমানী (ওফাত ৭৪ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু।

৫. ইমাম আযমের উস্তাদ সুলাইমান বিন মিহরান। তাঁর উস্তাদ খাইসামা বিন আবদুর রাহমান। তাঁর উস্তাদ হারিছ বিন কায়িস। তাঁর উস্তাদ সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু।

নকশা ১

সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু

ইবরাহীম নাখঈ

আলকামা বিন কায়িস

হাম্মাদ বিন আবি সুলাইমান

ইমাম আবূ হানীফা

নকশা ২

সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু

আসওয়াদ বিন ইয়াযীদ নাখঈ

আবু ইসহাক সাবিঈ

ইমাম আবূ হানীফা

নকশা ৩

সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু

মাসরূক বিন আজদা

ইমাম শা'বী

ইমাম আবূ হানীফা

নকশা ৪

সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু

উবাইদুল্লাহ বিন আমর সালমানী

হুসাইন বিন আসলাম

ইমাম আবূ হানীফা

নকশা ৫

সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু

হারিছ বিন কায়িস

খাইসামা বিন আবদুর রাহমান

সুলাইমান বিন মিহরান

ইমাম আবূ হানীফা

সাত. সায়্যিদুনা আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওফাত ৫৭ হিজরী

সায়্যিদুনা আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রাক-ইসলামী নাম ছিলো আবদে শামস্। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর নাম হয় আবদুর রাহমান বা আবদুল্লাহ।

বিশেষ কারণে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে আবূ হুরাইরা সম্বোধন করায় তাঁর নাম হয়ে যায় আবূ হুরাইরা। তিনি আহলে সুফফার অন্তর্গত ছিলেন। মুকছিরীন (অধিক হাদীস বর্ণনাকারী) সাহাবীর মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৫৩৭৪। হযরত আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ইমাম আযমের অনেকগুলো সনদসূত্র আছে। তন্মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে-

১. ইমাম আযমের উস্তাদ ইমাম শা'বী (ওফাত ১০৪ হিজরী), মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির (ওফাত ১৩১ হিজরী), আতা বিন রিবাহ (ওফাত ১১৪ হিজরী) এবং নাফি' মাওলা ইবন উমার (ওফাত ১১৭ হিজরী)। তাঁরা প্রত্যেকেই সায়্যিদুনা আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছাত্র।

নকশা ১ক

সায়্যিদুনা আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু

মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির — ইমাম শা'বী

ইমাম আবূ হানীফা

নকশা ১খ

সায়্যিদুনা আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু

আতা বিন আবী রিবাহ — নাফি' মাওলা ইবন উমার

ইমাম আবূ হানীফা

আট. সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওফাত ৭৪ হিজরী

সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে মুকছিরীন পর্যায়ভূক্ত। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১৬৩০। সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ইমাম আযমের অনেকগুলো সনদসূত্র রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো-

১. ইমাম আযমের উস্তাদ নাফি মাওলা ইবন উমার (ওফাত ১১৭ হিজরী), মুহারিব বিন দিছার (ওফাত ১১৬ হিজরী), ছাবিত বিন আসলাম বুন্নানী (ওফাত ১২৭ হিজরী) এবং যায়িদ বিন আসলাম (ওফাত ১৩৬ হিজরী)। এরা প্রত্যেকেই সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছাত্র।

নকশা ১ক

সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু

নাফি মাওলা ইবন উমার — মুহারিব বিন দিছার

ইমাম আবূ হানীফা

নকশা ১খ

সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু

ছাবিত বিন আসলাম বুন্নানী | যায়িদ বিন আসলাম

ইমাম আবূ হানীফা

নয়. সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওফাত ৬৮ হিজরী

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র চাচাতো ভাই সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে মুকছিরীন পর্যায়ভূক্ত। তাঁর বর্ণিত হাদসীস সংখ্যা ১৬৬০। নবীজির দোয়ার বরকতে তিনি ছিলেন ইল্‌মে কুরআন ও ফিকহে পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী। সায়্যিদুনা ইবন আব্বাসের সাথে ইমাম আবূ হানীফার সনদসূত্র অনেক। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো-

১. ইমাম আযমের কয়েকজন উস্তাদ আতা বিন আবী রিবাহ (ওফাত ১১৪ হিজরী), আবদুল আযীয বিন রাফি (ওফাত ১৩০ হিজরী), ইকরিমা মাওলা ইবন আব্বাস (ওফাত ১০৭ হিজরী), হাসান বাসারী (ওফাত ১১০ হিজরী), উসমান বিন আসিম (ওফাত ১২৪ হিজরী) এবং আমর বিন দীনার (ওফাত ১৩০ হিজরী)। তাঁরা প্রত্যেকেই সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছাত্র।

নকশা ১ক

সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু

আতা বিন আবী রিবাহ | আবদুল আযীয বিন রাফি

ইমাম আবূ হানীফা

নকশা ১খ

সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু

ইকরিমা মাওলা ইবন আব্বাস | হাসান বাসারী

ইমাম আবূ হানীফা

নকশা ২

সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু

উসমান বিন আসীম | আমর বিন দীনার

ইমাম আবূ হানীফা

দশ. সায়্যিদুনা উবাই বিন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওফাত ৯৩ হিজরী

সায়্যিদুনা উবাই বিন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু গভীর তত্ত্বজ্ঞানী সাহাবীগণের একজন। তাঁর সাথে ইমাম আবূ হানীফার সনদসূত্র হচ্ছে-

১. ইমাম আযমের উস্তাদ কাতাদা বিন দিআমাহ (ওফাত ১১৭ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ আবূ উসমান নাহদী (ওফাত ১০০ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ সায়্যিদুনা উবাই বিন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু।

২. ইমাম আযমের উস্তাদ আতা বিন আবী রিবাহ (ওফাত ১১৪হিজরী)। তাঁর উস্তাদ সোওয়াইদ বিন গাফালাহ (ওফাত ৮১ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ সায়্যিদুনা উবাই বিন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু।

নকশা ১

সায়্যিদুনা উবাই বিন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু

আবু উসমান নাহদী

কাতাদা বিন দিআমাহ

ইমাম আবূ হানীফা

নকশা ২

সায়্যিদুনা উবাই বিন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু

সোওয়াইদ বিন গাফালাহ

আতা বিন আবী রিবাহ

ইমাম আবূ হানীফা

এগারো. সায়্যিদুনা যায়িদ বিন ছাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওফাত ৪৫ হিজরী

সায়্যিদুনা যায়িদ বিন ছাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু সেই সৌভাগ্যবান সাহাবী যিনি কাতিবে ওহী বা ওহী লিখক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর সাথে ইমাম আযমের অনেকগুলো সনদসূত্র রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে-

১. ইমাম আবূ হানীফার উস্তাদ ইবন শিহাব যুহরী (ওফাত ১২৪ হিজরী), মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির (ওফাত ১৩৬ হিজরী) এবং হিশাম (ওফাত ১৪৬ হিজরী)। তাঁদের উস্তাদ উরওয়া (ওফাত ৯৩ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ সায়্যিদুনা যায়িদ বিন ছাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু।

নকশা ১

সায়্যিদুনা যায়িদ বিন ছাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু

উরওয়া

ইবন শিহাব যুহরী | মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির | হিশাম

ইমাম আবূ হানীফা

বারো. সায়্যিদুনা মুআ'য বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওফাত ১৭ হিজরী

সায়্যিদুনা মুআ'য বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু সেই সৌভাগ্যবান সাহাবী যাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামানের গভর্ণর নিযুক্ত করেছিলেন। সায়্যিদুনা মুআ'য বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ইমাম আবূ হানীফার সনদসূত্র হচ্ছে-

১. ইমাম আযমের উস্তাদ কাতাদা বিন দিআমাহ (ওফাত ১১৭ হিজরী), ইবন শিহাব যুহরী (ওফাত ১২৪ হিজরী)। তাঁদের উস্তাদ রিদা বিন হাইওয়াহ (ওফাত ১১২ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ সায়্যিদুনা মুআ'য বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু (ওফাত ১৭ হিজরী)।

২. ইমাম আযমের উস্তাদ আবূ ইসহাক সাবিঈ (ওফাত ১২৭ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ আসওয়াদ নাখঈ। তাঁর উস্তাদ সায়্যিদুনা মুআ'য বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু।

৩. ইমাম আযমের উস্তাদ আ'মাশ (ওফাত ১৪৬ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ কায়িস বিন আবী হাযিম (ওফাত ৯৮ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ সায়্যিদুনা মুআ'য বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু।

নকশা ১

সায়্যিদুনা মুআ'য বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু

রিদা বিন হাইওয়াহ

কাতাদা বিন দিআমাহ

ইবন শিহাব যুহরী

ইমাম আবূ হানীফা

নকশা ২

সায়্যিদুনা মুআ'য বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু

আসওয়াদ নাখঈ

আবু ইসহাক সাবিঈ

ইমাম আবূ হানীফা

নকশা ৩

সায়্যিদুনা মুআ'য বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু

কায়িস বিন আবী হাযিম

আ'মাশ

ইমাম আবূ হানীফা

ইমাম আবূ হানীফার সাথে পরবর্তী ইমামগণের সনদসূত্র

ইমাম আযম আবূ হানীফার জীবনকাল ছিলো ৮০-১৫০ হিজরী। তাঁর পরবর্তী যুগের ফিকহ এবং হাদীসের ইমামগণ বিভিন্নভাবে সনদসূত্রে ইমাম আবূ হানীফার সাথে সম্পর্কযুক্ত। ইমাম মালিক বিন আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর জীবনকাল ৯৩- ১৭৯ হিজরী। মানাকিবের কিতাবাদী ঘাটালে দু'টি মত পাওয়া যায়। কোন কোন কিতাবের ভাষ্যমতে ইমাম আবূ হানীফা ইমাম মালিক বিন আনাস'র উস্তাদ ছিলেন। আবার ঠিক বিপরীত অর্থ্যাৎ ইমাম মালিক ইমাম আবূ

হানীফার উস্তাদ ছিলেন বলেও বর্ণনা পাওয়া যায়। এ বিষয়ে গভীর অধ্যয়ণের পর বুঝা যায় যে, এ দুই মহান ইমামের কেউ কারো কাছে ছাত্র হিসেবে যাননি। তবে পরস্পরে সাক্ষাৎ হয়েছে এবং ইলমী আলোচনা- পর্যালোচনা দ্বারা একে অন্যের দ্বারা উপকৃত হয়েছেন।

পরবর্তী যুগে জন্মগ্রহণকারী সকল ইমাম যেমন- ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমসহ প্রত্যেকেই সনদসূত্রে ইমাম আবূ হানীফার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে পেশ করা হলো।

এক. ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদরীস শাফিঈ, ওফাত ২০৪ হিজরী

ইমাম আযম আবূ হানীফার সাথে ইমাম শাফিঈর কয়েকটি সনদসূত্র রয়েছে। যেমন- ১. ইমাম আযমের কয়েকজন ছাত্র সরাসরি ইমাম শাফিঈর উস্তাদ। তাঁরা হলেন- ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান শাইবানী (ওফাত ১৮৯ হিজরী), ইমাম ইয়াহইয়া আল কাত্তান (ওফাত ১৯৮ হিজরী), ইমাম ওয়াকি ইবনুল জাররাহ (ওফাত ১৯৭ হিজরী), ইমাম মুসলিম বিন খালিদ যানজী (ওফাত ১৮০ হিজরী), ইমাম আলী বিন যাবইয়ান (ওফাত ১৯২ হিজরী), ইমাম আবদুল মাজীদ বিন আবদুল আযীয (ওফাত ২০৬ হিজরী)।

নকশা ১ক

ইমাম আযম আবূ হানীফা

ইমাম মুহাম্মাদ শাইবানী | ইমাম ইয়াহইয়া আল কাত্তান | ইমাম ওয়াকি ইবনুল জাররাহ

ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদরীস শাফিঈ

নকশা ১খ

ইমাম আযম আবূ হানীফা

ইমাম মুসলিম বিন খালিদ যানজী | ইমাম আলী বিন যাবইয়ান | ইমাম আবদুল মাজীদ বিন আবদুল আযীয

ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদরীস শাফিঈ

দুই. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, ওফাত ২৪১ হিজরী

ইমাম আযম আবূ হানীফার সাথে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের অনেকগুলো সনদসূত্র রয়েছে। ইমাম আযমের কয়েকজন ছাত্র ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল'র উস্তাদ। তাঁরা হলেন-

ইমাম আবূ ইউসুফ (ওফাত ১৮২ হিজরী), ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান শাইবানী (ওফাত ১৮৯)

হিজরী), ইমাম হোশাইম বিন বাশীর (ওফাত ১৮৩ হিজরী), ইমাম আব্বাদ বিন আওয়াম (ওফাত ১৮৫ হিজরী), ইমাম ওয়াকি ইবনুল জাররাহ (ওফাত ১৯৬ হিজরী), ইমাম আলী বিন আসিম ওয়াসিতী (ওফাত ২০১ হিজরী), ইমাম আবদুর রাযযাক বিন হাম্মাম (ওফাত ২১১ হিজরী), ইমাম ফাদাল বিন দুকাইন (ওফাত ২১৯ হিজরী), ইমাম দাহহাক বিন মুখলাদ (ওফাত ২১২ হিজরী)।

নকশা ১ক

ইমাম আযম আবূ হানীফা

ইমাম আবূ ইউসুফ | ইমাম মুহাম্মাদ

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল

নকশা ১খ

ইমাম আযম আবূ হানীফা

ইমাম হুশাইম বিন বাশীর | ইমাম আব্বাদ বিন আওয়াম

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল

নকশা ১গ

ইমাম আযম আবূ হানীফা

ইমাম ওয়াকি ইবনুল জাররাহ | ইমাম আলী বিন আসিম ওয়াসিতী

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল

নকশা ১ঘ

ইমাম আযম আবূ হানীফা

ইমাম জা'ফর বিন আউন | ইমাম আবদুর রাযযাক

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল

নকশা ১৬

ইমাম আযম আবূ হানীফা

ইমাম ফাদাল বিন দুকাইন | ইমাম দাহহাক বিন মুখলাদ

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল

তিন. ইমাম বুখারী, ওফাত ২৫০ হিজরী

আমিরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস উপাধিতে ভূষিত ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বুখারী ইমাম আযমের সাথে অনেকগুলো সনদসূত্রে সম্পর্কিত। তন্মধ্যে কিছু এক ওয়াসেতার, কিছু দুই ওয়াসেতার। উদাহরণ স্বরূপ উভয় প্রকার সনদসূত্রের কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

১. ইমাম আযমের কয়েকজন ছাত্র সরাসরি ইমাম বুখারীর উস্তাদ। তাঁরা হলেন- মাক্কী বিন ইবরাহীম (ওফাত ২১৪ হিজরী), আবূ আসিম নাবীল দাহহাক বিন মুখলাদ (ওফাত ২১৫ হিজরী), মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আনসারী (ওফাত ২১৩ হিজরী), আবূ আবদুর রহমান আল মুকরী (ওফাত ২১৩ হিজরী), ইমাম খাল্লাদ বিন ইয়াহইয়া (ওফাত ২১৩ হিজরী) ও ইমাম ফাদাল বিন দুকাইন (ওফাত ২১৪ হিজরী)।

২. ইমাম বুখারীর উস্তাদ স্বীয় পিতা ইসমাঈল বিন ইবরাহীম। তাঁর উস্তাদ ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুবারাক (ওফাত ১৮১ হিজরী) ও ইমাম মুহাম্মাদ বিন যায়ীদ (ওফাত ১৮২ হিজরী)। তাঁদের উস্তাদ ইমাম আযম আবূ হানীফা।

৩. ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইমাম মাহমুদ বিন গাইলান (ওফাত ২৩৯ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ উস্তাদ ইমাম আবদুর রাযযাক (ওফাত ২১১ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ ইমাম আযম আবূ হানীফা (ওফাত ১৫০ হিজরী)।

৪. ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইমাম ইবরাহীম বিন মূসা (ওফাত ২২০ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ ইমাম ইয়াযীদ বিন যুরায়ি (ওফাত ১৮২ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ ইমাম আযম আবূ হানীফা।

৫. ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইমাম আব্বাদ বিন ইয়াকুব (ওফাত ২৫০ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ ইমাম আব্বাদ ইবনুল আওয়াম (ওফাত ১৮৫ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ ইমাম আযম আবূ হানীফা।

৬. ইমাম বুখারীর উস্তাদ আমর বিন যুরারাহ (ওফাত ২৩৮ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ ইমাম হুশাইম বিন বাশীর (ওফাত ১৮৩ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ ইমাম আযম আবূ হানীফা।

নকশা ১ক

ইমাম আযম আবূ হানীফা

ইমাম মাক্কী বিন ইবরাহীম | ইমাম আবূ আসীম নাবীল

ইমাম বুখারী

নকশা ১খ

ইমাম আযম আবূ হানীফা

ইমাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ | ইমাম আবূ আবদুর রহমান আল মুকরী

ইমাম বুখারী

নকশা ১গ

ইমাম আযম আবূ হানীফা

ইমাম খাল্লাদ বিন ইয়াহইয়া | ইমাম ফাদাল বিন দুকাইন

ইমাম বুখারী

নকশা ২

ইমাম আযম আবূ হানীফা

ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুবারাক | ইমাম মুহাম্মাদ বিন যায়ীদ

ইমাম ইসমাঈল বিন ইবরাহীম (ইমাম বুখারীর পিতা)

ইমাম বুখারী

নকশা ৩

ইমাম আযম আবূ হানীফা

ইমাম আবদুর রাযযাক

ইমাম মাহমুদ বিন গাইলান

ইমাম বুখারী

নকশা ৪

ইমাম আযম আবূ হানীফা

ইমাম ইয়াযীদ বিন যুরায়ি

ইমাম ইবরাহীম বিন মূসা

ইমাম বুখারী

নকশা ৫

ইমাম আযম আবূ হানীফা

ইমাম আব্বাদ ইবনুল আওয়াম

ইমাম আব্বাদ বিন ইয়াকুব

ইমাম বুখারী

নকশা ৬

ইমাম আযম আবূ হানীফা

ইমাম হুশাইম বিন বাশীর

ইমাম আমর বিন যুরারাহ

ইমাম বুখারী

ছুলাছিয়াতুল বুখারী ও ইমাম আযম

মুহাদ্দিসীনের পরিভাষায় সেই সব হাদীসকে ছুলাছী বলা হয়, যে সকল হাদীসের সনদ মাত্র তিন ওয়াসেতায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে। অর্থ্যাৎ হাদীস বর্ণনাকারী এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত মধ্যখানে মাত্র তিন জন বর্ণনাকারী রয়েছেন।

হাদীসের ইমামগণের মধ্যে কতিপয়ের বর্ণনায় কিছু সংখ্যক ছুলাছী হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে আমিরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির আল জামিউস সাহীহ (বুখারী শরীফ) গ্রন্থে ২২টি ছুলাছী হাদীস রয়েছে। এই ২২ ছুলাছী হাদীস ইমাম বুখারী ৫ জন উস্তাদ থেকে বর্ণনা করেছেন। এই পাঁচজনের মধ্যে ৪ জনই ইমাম আযম আবূ হানীফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সরাসরি ছাত্র। সে ৪ মহান ইমাম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে পেশ করা হলো।

এক. ইমাম মাক্কী বিন ইবরাহীম, ওফাত ২১৫ হিজরী

ইতোপূর্বে তাঁর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম বুখারী ২২ ছুলাছিয়াতের মধ্যে ১১টি বর্ণনা করেছেন ইমাম মাক্কী বিন ইবরাহীম থেকে। সহীহ বুখারী ছাড়া ও সাহীহ মুসলিম, জামি তিরমিযী, সুনান আবী দাউদ এবং সুনান ইবনু মাজায় মাক্কী ইবন ইবরাহীম সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম মিযযী (তাহযীবুল কামাল ২৮:৪৭৭), ইমাম ইবন হাজার আসকালানী (তাহযীবুত তাহযীব ১০:২৬০), ইমাম সুয়ূতী (তাবাকাতুল হুফফায ১:১৬৪), শায়খুল হাদীস যাকারিয়্যা কান্দুলুবী (মুকাদ্দিমা লা মিউদ দুরারী) প্রমূখের তাহকীক মতে ইমাম মাক্কী বিন ইবরাহীম ইমাম আযম আবূ হানীফার ছাত্র এবং ইমাম বুখারীর উস্তাদ ছিলেন।

দুই. ইমাম আবূ আসিম নাবীল দাহহাক বিন মুখলাদ, ওফাত ২১২ হিজরী

তাঁর সম্পর্কেও ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম বুখারী ২২ ছুলাছীয়াতের মধ্যে ৬টি বর্ণনা করেছেন ইমাম আবূ আসিম নাবীল থেকে। সিহাহ সিত্তার প্রত্যেক কিতাবে আবূ আসিম নাবীল সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম হাকিম (তাসমিয়্যাতু মান আখরাজাহুমুল বুখারী ওয়া মুসলিম ১:১৪৩), ইমাম মিযযী তাহযীবুল কামাল ১৩:২৮৩), ইমাম যাহাবী (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ২:৩৯৩), শায়খুল হাদীস যাকারিয়্যা কান্দুলুবী (মুকাদ্দিমায় লা মিউদ দুরারী) এবং শাইখুল ইসলাম ড. তাহিরুল কাদিরী (ইমাম আযম আবূ হানীফা-ইমামুল আইম্মাহ ফিল হাদীস ১:৬৩২), প্রমুখের তাহকীক মতে ইমাম আবূ আসিম নাবীল ইমাম আযম আবূ হানীফার ছাত্র এবং ইমাম বুখারীর উস্তাদ।

তিন. ইমাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আনসারী, ওফাত ২১৫ হিজরী

তাঁর সম্পর্কেও ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম বুখারী ২২ ছুলাছিয়্যাতে ৩টি বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আনসারী থেকে। সিহাহ সিত্তায় তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম হাকিম (তাসমিয়্যাতু মান আখরাজাহুমুল বুখারী ওয়া মুসলিম ১:১৪৩) ইমাম খাতীব বাগদাদী (তারীখুল বাগদাদ ৫:৪০৮), ইমাম মিযযী (তাহযীবুল কামাল ১:১৪৩), ইমাম ইবন হাজার আসকালানী (তাহযীবুত তাহযীব ৯:২৪৪) ও শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী (ইমাম আযম আবূ হানীফা ইমামুল আইম্মা ফিল হাদীস ১:৬৩৩) প্রমূখের তাহকীক মতে ইমাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আনসারী ইমাম আযম আবূ হানীফার ছাত্র এবং ইমাম বুখারীর উস্তাদ।

চার. ইমাম খাল্লাদ বিন ইয়াহইয়া, ওফাত ২১৩ হিজরী

তাঁর সম্পর্কেও ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম বুখারী ২২ ছুলাছিয়াতের ১টি বর্ণনা করেছেন খাল্লাদ বিন ইয়াহইয়ার কাছ থেকে। বুখারী ছাড়া জামি তিরমিযী ও সুনান আবূ দাউদ এ তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম কালাবাযী (রিজালু সাহীহিল বুখারী ১:২৩৭), ইমাম যাহাবী (মীযানুল ইতিদাল ২: ৪৪৬), ইমাম ইবন হাজার আসকালানী (তাহযীবুত তাহযীব ৩: ১৫০) প্রমূখের তাহকীক মতে ইমাম খাল্লাদ বিন ইয়াহইয়া ইমাম বুখারীর উস্তাদ। অপর দিকে ইমাম ইবন বাযযায কারদারী (মানাকিবুল ইমাম আবী হানীফা ২:২১৯), ইমাম সালিহী (উকুদুল জুমআন পৃঃ ১১০) এবং শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী (ইমাম আযম আবূ হানীফা ইমামুল আইম্মা ফিল হাদীস ১:৬৩৪) প্রমূখের তাহকীক মতে ইমাম খাল্লাদ বিন ইয়াহইয়া ইমাম আযমের ছাত্র ছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মুহাদ্দিসীনের কিরামের কাছে সর্বোচ্চ সনদ হচ্ছে ছুলাছী। অথচ ইমাম আযম রাদিয়াল্লাহু আনহুর সর্বোচ্চ সনদ হচ্ছে উহাদী। ইমাম আযমের উহাদী, ছুনায়ী ও ছুলাছী হাদীসের সংখ্যা নিম্নরূপ।

১. উহাদী (ইমাম আযম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যখানে শুধুমাত্র ১ জন বর্ণনাকারী)=১৬টি।

২. ছুনায়ী (ইমাম আযম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যখানে শুধুমাত্র ২ জন বর্ণনাকারী) =

ক. ইমাম খাওয়ারিযমী সংকলিত জামিউল মাসানীদে ছুনায়ী ....৩৬৬টি

খ. ইমাম আবূ ইউসুফ সংকলিত কিতাবুল আছারে ছুনায়ী......................৮১টি

গ. ইমাম মুহাম্মাদ সংকলিত কিতাবুল আছারে ছুনায়ী.........................৫৯টি

সর্বমোট ছুনায়ী ....৫০৬টি

৩. ছুলাছী (ইমাম আযম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যখানে শুধুমাত্র ৩ জন বর্ণনাকারী) =

ক. ইমাম খাওয়ারিযমী সংকলিত জামিউল মাসানীদে ছুলাছী ....৬৭৭টি

খ. ইমাম আবূ ইউসুফ সংকলিত কিতাবুল আছারে ছুলাছী......................২৫১টি

গ. ইমাম মুহাম্মাদ সংকলিত কিতাবুল আছারে ছুলাছী.........................১৯৮টি

সর্বমোট ছুলাছী ....১১২৬টি

পাঁচ. ইমাম মুসলিম, ওফাত ২৬১ হিজরী

ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ কুশাইরী নিশাপুরী অনেকগুলো সনদসূত্রে ইমাম আযমের সাথে সম্পর্কিত। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো-

১. ইমাম মুসলিমের উস্তাদ ইমাম আবদুর রহমান বিন মাহদী (ওফাত ১৯৮ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুবারক (ওফাত ১৮১ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ ইমাম আযম আবূ হানীফা (ওফাত ১৫০ হিজরী)।

২. ইমাম মুসলিমের উস্তাদ ইমাম আহমাদ বিন মুয়ীন (ওফাত ২৩৩ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ ইমাম আবূ ইউসুফ (ওফাত ১৮২ হিজরী) ও ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান (ওফাত ১৮৯ হিজরী)। তাঁদের উস্তাদ ইমাম আযম আবূ হানীফা।

৩. ইমাম মুসলিমের উস্তাদ ইমাম মাহমুদ বিন গাইলান (ওফাত ২৩৯ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ ইমাম সুফইয়ান বিন উয়াইনা (ওফাত ১৯৬ হিজরী) ও ইমাম আবদুর রাযযাক (ওফাত ২১১ হিজরী) তাঁদের উস্তাদ ইমাম আযম আবূ হানীফা।

৪. ইমাম মুসলিমের উস্তাদ ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল (ওফাত ২৪১ হিজরী), তাঁর উস্তাদ ইমাম ইয়াযীদ বিন হারূন (ওফাত ২০৬ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ ইমাম আযম আবূ হানীফা।

নকশা ১

ইমাম আযম আবূ হানীফা

↓

ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুবারক

↓

ইমাম আবদুর রহমান বিন মাহদী

↓

ইমাম মুসলিম

নকশা ২

ইমাম আযম আবূ হানীফা

ইমাম আবূ ইউসুফ | ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান

ইমাম আহমাদ বিন মুয়ীন

ইমাম মুসলিম

নকশা ৩

ইমাম আযম আবূ হানীফা

ইমাম সুফইয়ান বিন উয়াইনা | ইমাম আবদুর রাযযাক

ইমাম মাহমুদ বিন গাইলান

ইমাম মুসলিম

নকশা ৪

ইমাম আযম আবূ হানীফা

ইমাম আবূ ইউসূফ

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল

ইমাম মুসলিম

নকশা ৫

ইমাম আযম আবূ হানীফা

ইমাম ইয়াযীদ বিন হারূন

ইমাম আবূ বাকর সাগানী

ইমাম মুসলিম

ছয়. ইমাম আবূ দাউদ, ওফাত ২৭৫ হিজরী

ইমাম আবূ দাউদ সুলাইমান বিন আশআস সিজিসতানী অনেকগুলো সনদসূত্রে ইমাম আযম আবূ হানীফার সাথে সম্পর্কিত। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো-

১. ইমাম আবূ দাউদের উস্তাদ হচ্ছেন ইমাম আহমাদ বিন মুনী (ওফাত ২৪৪ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ ইমাম আবূ ইউসূফ। তাঁর উস্তাদ ইমাম আযম আবূ হানীফা।
২. ইমাম আবূ দাউদের উস্তাদ ইমাম আবদুল্লাহ দারিমী (ওফাত ২৫৫ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ ইমাম ইয়াযীদ বিন হারূন। তাঁর উস্তাদ ইমাম আযম আবূ হানীফা।
৩. ইমাম আবূ দাউদের উস্তাদ ইমাম আবূ বাকর ইবন আবী শাইবাহ (ওফাত ২৩৬ হিজরী)। তাঁর উস্তাদ ইমাম ইয়াহইয়া আল কাত্তান (ওফাত ১৯৮ হিজরী) ও ইমাম ওয়াকি ইবনুল জাররাহ (ওফাত ১৯৭ হিজরী)। তাঁদের উস্তাদ ইমাম আযম আবূ হানীফা।

নকশা ১

ইমাম আযম আবূ হানীফা
ইমাম আবূ ইউসূফ
ইমাম আহমাদ বিন মুনি
ইমাম আবূ দাউদ

নকশা ২

ইমাম আযম আবূ হানীফা
ইমাম ইয়াযীদ বিন হারূন
ইমাম আবদুল্লাহ দারিমী
ইমাম আবূ দাউদ

নকশা ৩

ইমাম আযম আবূ হানীফা
ইমাম ইয়াহইয়া আল কাত্তান
ইমাম ওয়াকি ইবনুল জাররাহ
ইমাম আবূ বাকর ইবন আবী শাইবাহ
ইমাম আবূ দাউদ

সাত. ইমাম নাসাঈ, ওফাত ৩০৩ হিজরী

খুরাসানের অন্তর্গত (বর্তমান খুরাসান, রাশিয়ান ফেডারেশন) বিখ্যাত নাসা শহরের অধিবাসী ইমাম আবূ আবদুর রহমান আহমাদ বিন শুয়াইব নাসাঈ ইমাম আযমের সাথে সনদসূত্রে সম্পর্কিত রয়েছেন। নিম্নে সনদসূত্রগুলো উল্লেখ করা হলো।

১. ইমাম নাসাঈর উস্তাদ ইমাম আবূ বাকর ইবন আবী শাইবাহ। তাঁর উস্তাদ ইমাম ইয়াযীদ বিন হারূন। তাঁর উস্তাদ ইমাম আযম আবূ হানীফা।

২. ইমাম নাসাঈর উস্তাদ ইমাম মাহমুদ বিন গাইলান। তাঁর উস্তাদ ইমাম সুফইয়ান বিন উয়াইনাহ ও ইমাম আবদুর রাযযাক। তাঁদের উস্তাদ ইমাম আযম আবূ হানীফা।

নকশা ১

ইমাম আযম আবূ হানীফা
ইমাম ইয়াযীদ বিন হারূন
ইমাম আবূ বাকর ইবন আবী শাইবাহ
ইমাম নাসাঈ

নকশা ২

ইমাম আযম আবূ হানীফা
ইমাম সুফইয়ান বিন উয়াইনাহ
ইমাম আবদুর রাযযাক
ইমাম মাহমুদ বিন গাইলান
ইমাম নাসাঈ

আট. ইমাম তিরমিযী, ওফাত ২৯৭ হিজরী

ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মাদ বিন ঈসা আস সুলামী তিরমিযী বর্তমান খুরাসানের অন্তর্গত তিরমিয শহরে ২০৯ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। হাদীস শ্রবণের জন্য তিনি তদানিন্তন মুসলিম বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি শহর সফর করেন। ইমাম তিরমিযী অনেকগুলো সনদসূত্রে ইমাম আযম আবূ হানিফার সাথে সম্পর্কিত। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১. ইমাম তিরমিযীর উস্তাদ ইমাম আহমাদ বিন মুনী। তাঁর উস্তাদ ইমাম আবূ ইউসুফ। তাঁর উস্তাদ ইমাম আযম আবূ হানীফা।

২. ইমাম তিরমিযীর উস্তাদ ইমাম আবূ বাকর সাগানী। তাঁর উস্তাদ ইমাম ইয়াযীদ বিন হারূন। তাঁর উস্তাদ ইমাম আযম আবূ হানীফা।

৩. ইমাম তিরমিযীর উস্তাদ ইমাম মাহমুদ বিন গাইলান। তাঁর উস্তাদ ইমাম আবদুর রাযযাক ও ইমাম সুফইয়ান বিন উয়াইনা। তাঁদের উস্তাদ ইমাম আযম আবূ হানীফা।

নকশা ১

ইমাম আযম আবূ হানীফা

ইমাম আবূ ইউসুফ

ইমাম আহমাদ বিন মুনী

ইমাম তিরমিযী

নকশা ২

ইমাম আযম আবূ হানীফা

ইমাম ইয়াযীদ বিন হারূন

ইমাম আবূ বাকর সাগানী

ইমাম তিরমিযী

নকশা ৩

ইমাম আযম আবূ হানীফা

ইমাম আবদুর রাযযাক

ইমাম সুফিয়ান বিন উয়াইনা

ইমাম মাহমুদ বিন গাইলান

ইমাম তিরমিযী

নয়. ইমাম ইবনু মাজাহ, ওফাত ২৭৩ হিজরী

ইমাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ ইবনু মাজাহ ২০৭ হিজরীতে কাযবীন শহরে (বর্তমান ইরানের উত্তর পশ্চিম সীমান্তবর্তী প্রদেশ) জন্মগ্রহণ করেন। সিহাহ সিত্তার মধ্যে ইমাম ইবনু মাজাহ'র অমর সৃষ্টি সুনান ইবন মাজাহ একটি। ইমাম ইবনু মাজাহ অনেকগুলো সনদসূত্রে ইমাম আযম আবূ হানীফার সাথে সম্পর্কিত। তন্মধ্যে দু'টি নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১. ইমাম ইবনু মাজাহ'র উস্তাদ ইমাম আবূ বাকর সাগানী। তাঁর উস্তাদ ইমাম ইয়াযীদ বিন হারূন। তাঁর উস্তাদ ইমাম আযম আবূ হানীফা।

২. ইমাম ইবনু মাজাহ'র উস্তাদ ইমাম মাহমুদ বিন গাইলান। তাঁর উস্তাদ ইমাম আবদুর রাযযাক ও ইমাম সুফিয়ান বিন উয়াইনা। তাঁদের উস্তাদ ইমাম আযম আবূ হানীফা।

নকশা ১

ইমাম আযম আবূ হানীফা
↓
ইমাম ইয়াযীদ বিন হারূন
↓
ইমাম আবূ বাকর সাগানী
↓
ইমাম ইবনু মাজাহ

নকশা ২

ইমাম আযম আবূ হানীফা
↓
ইমাম আবদুর রাযযাক | ইমাম সুফইয়ান বিন উয়াইনা
↓
ইমাম মাহমুদ বিন গাইলান
↓
ইমাম ইবনু মাজাহ

দশ. ইমাম ইবনু খুযাইমাহ, ওফাত ৩১১ হিজরী

হাদীস গ্রন্থ *সাহীহ ইবনু খুযাইমাহ* প্রণেতা ইমাম ইবনু খুযাইমাহ ইমাম আযম আবূ হানীফার সাথে অনেকগুলো সনদসূত্রে সম্পর্কিত। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো-

১. ইমাম ইবনু খুযাইমাহ'র উস্তাদ ইমাম আহমাদ বিন মুনী। তাঁর উস্তাদ ইমাম আবূ ইউসুফ। তাঁর উস্তাদ ইমাম আযম আবূ হানীফা।

২. ইমাম ইবনু খুযাইমাহ’র উস্তাদ ইমাম আবূ বাকর সাগানী। তাঁর উস্তাদ ইমাম ইয়াযীদ বিন হারূন। তাঁর উস্তাদ ইমাম আযম আবূ হানীফা।

৩. ইমাম ইবনু খুযাইমাহ’র উস্তাদ ইমাম মাহমুদ বিন গাইলান। তাঁর উস্তাদ ইমাম আবদুর রাযযাক। তাঁর উস্তাদ ইমাম আযম আবূ হানীফা।

৪. ইমাম ইবনু খুযাইমাহ’র উস্তাদ ইমাম বাকর বিন কুতাইবা। তাঁর উস্তাদ ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল। তাঁর উস্তাদ ইমাম হাফস বিন গিয়াছ। তাঁর উস্তাদ ইমাম আযম আবূ হানীফা।

নকশা ১

ইমাম আযম আবূ হানীফা

ইমাম আবূ ইউসুফ

ইমাম আহমাদ বিন মুনী

ইমাম ইবনু খুযাইমাহ

নকশা ২

ইমাম আযম আবূ হানীফা

ইমাম ইয়াযীদ বিন হারূন

ইমাম আবূ বাকর সাগানী

ইমাম ইবনু খুযাইমাহ

নকশা ৩

ইমাম আযম আবূ হানীফা

ইমাম আবদুর রাযযাক

ইমাম মাহমুদ বিন গাইলান

ইমাম ইবনু খুযাইমাহ

নকশা ৪

ইমাম আযম আবূ হানীফা

ইমাম হাফস বিন গিয়াছ

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল

ইমাম বাকর বিন কুতাইবা

ইমাম ইবনু খুযাইমাহ

এগারো. ইমাম ইবনু হিব্বান, ওফাত ৩৫৪ হিজরী

হাদীস গ্রন্থ *সাহীহ ইবনু হিব্বান* প্রণেতা ইমাম আবূ হাতিম মুহাম্মাদ বিন হিব্বান বিন আহমাদ ২৭০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাদীস গ্রন্থ ছাড়াও অনেকগুলো বিখ্যাত গ্রন্থ রেখে গেছেন। ইমাম ইবনু হিব্বান সনদসূত্রে ইমাম আযম আবূ হানীফার সাথে সম্পর্কিত। যেমন-

১. ইমাম আবূ হিব্বান'র উস্তাদ ইমাম নাসাঈ। তাঁর উস্তাদ ইমাম মাহমুদ বিন গাইলান। তাঁর উস্তাদ আবদুর রাযযাক ও ইমাম সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ। তাঁদের উস্তাদ ইমাম আযম আবূ হানীফা।

নকশা ১

ইমাম আযম আবূ হানীফা

ইমাম আবদুর রাযযাক | ইমাম সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ

ইমাম মাহমুদ বিন গাইলান

ইমাম নাসাঈ

ইমাম ইবনু হিব্বান

এছাড়া ইমাম আবূ জাফর তাহাবী, ইমাম আবূ বাকর ইবনু আবী শাইবাহ ও ইমাম আবূ আওয়ানাহসহ পরবর্তীকালের উল্লেখযোগ্য প্রায় সব ইমামই কোন না কোনভাবে সনদসূত্রে ইমাম আযম আবূ হানীফার সাথে সম্পর্কিত রয়েছেন।

ইমাম আযম সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য

১. ইমাম খাতীব বাগদাদী বলেন-

قال خلف بن ايوب : صار العلوم من الله تبارك وتعالى الى محمد صلى الله عليه وسلم ثم صار الى اصحابه، ثم صار الى التابعين، ثم صار الى ابى حنيفة واصحابه، فمن شاء فليرض ومن شاء فليسخط.[1]

١- تاريخ بغداد- ١٣: ٣٦

অর্থ্যাৎ- খালফ বিন আইউব বলেছেন, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে ইলম স্থানান্তরিত হয়েছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র কাছে। তাঁর কাছ থেকে সাহাবায়ে কিরামের কাছে। তাঁদের কাছ থেকে তাবিঈগণের কাছে। তাঁদের কাছ থেকে আবূ হানীফা এবং তাঁর সাথীগণের কাছে। (এই হাকীকাত জানার পর) যার ইচ্ছা খুশি হোক এবং যার ইচ্ছা নারাজ হোক (এতে কিছু যায় আসেনা)।

তারীখে বাগদাদ- ১৩:৩৬

খাতীব বাগদাদী আরো বলেন-

قال اسرائيل: كان نعم الرجل النعمان، ماكان احفظه لكل حديث فيه فقه واشد فحصه عنه، واعلم بما فيه من الفقه.[2]

٢- تاريخ بغداد - ١٣: ٣٣٩

অর্থ্যাৎ- ইসরাঈল বলেছেন-নু'মান এমন এক ব্যক্তিত্ব ফিকহী বিষয় সম্বলিত প্রতিটি হাদীসের যিনি হাফিয ছিলেন।

তারীখে বাগদাদ - ১৩:৩৩৯

তিনি আরো বলেন-

وقال مكى بن ابراهيم: كان ابو حنيفة اعلم اهل زمانه.[3]

٣- تاريخ بغداد -١٣: ٣٤٥

অর্থ্যাৎ- মাক্কী ইবন ইবরাহীম (ইমাম আযমের ছাত্র এবং ইমাম বুখারীর উস্তাদ) বলেছেন-আবূ হানীফা তাঁর যুগে সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম ছিলেন।

তারীখে বাগদাদ- ১৩:৩৪৫

উল্লেখ থাকা আবশ্যক যে, তখনকার পরিভাষায় ইলম বলতে ইল্‌মে হাদীসকেই বুঝাতো। আর আলিম বলতে ইল্‌মে হাদীসে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকেই বুঝাতো।

খাতীব বাগদাদীর পরবর্তীতে লিখিত ইমাম আযমের মানাকিব বিষয়ক গ্রন্থাদিতে তারীখে বাগদাদের বরাতে উল্লিখিত মন্তব্যগুলো আনা হয়েছে।

২. ইমাম সালিহী শাফিঈ বলেন-

وقال ابويوسف رحمه الله تعالى: مارأيت احدااعلم بتفسير الحديث من ابى حنيفة، وقال ايضاكان ابو حنيفة ابصربالحديث الصحيح منى.[١]

١ـ عقود الجمان ـ ص ١٦٦

অর্থ্যাৎ-ইমাম আবূ ইউসুফ বলেছেন-হাদীসের তাফসীর (ব্যাখ্যা) বিষয়ে আবূ হানীফা থেকে বেশি অবগত কাউকে আমি দেখিনি। অনুরূপ তিনি বলেন- সাহীহ হাদীস আমার চেয়ে আবূ হানীফা বেশি জানতেন।

উকদুল জুমআন পৃঃ ১৬৬

৩. ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী শাফিঈ বলেন-

وروى عن بشربن موسى قال: حدثنا ابوعبد الرحمن المقرى وكان اذا حدثنا عن ابى حنيفة قال حدثنا شاهانشاه.[٢]

٢ـ تبييض الصحيفة :١١٤

অর্থ্যাৎ- বিশ্‌র বিন মূসা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কাছে আবূ আবদির রাহমান হাদীস বর্ণনা করেছেন। যখনই তিনি আবূ হানীফা থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন তখন বলতেন- আমাদের কাছে শাহানশাহ বর্ণনা করেছেন। (অর্থ্যাৎ তাঁর দৃষ্টিতে আবূ হানীফা ছিলেন হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে বাদশাহগণের বাদশা।)

তাবয়ীদুস সাহীফা পৃঃ ১১৪

৪. ইমাম ইবনু হাজার মাক্কী বলেন,

وسئل يحيى بن معين عنه، فقال ثقة ماسمعت احدا ضعفه.[٣]

٣ـ الخيرات الحسان : ٤٨

অর্থ্যাৎ- ইমাম ইয়াহহিয়া বিন মাঈনকে (আবূ হানীফা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে বলেছেন, তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সিকাহ বা নির্ভরযোগ্য ছিলেন। কেউ তাঁকে যাঈফ বলেছেন বলে আমি শুনিনি।

আল খাইরাতুল হিসান পৃঃ ৪৮

সিরাত ও মানাকিব বিষয়ক গ্রন্থাদি পড়লে ইমাম আযমের প্রশংসায় ইমামগণের হাজারো মন্তব্য পাওয়া যায়। এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনায় না গিয়ে আমরা উদাহরণ স্বরূপ ইল্‌মে হাদীসে ইমাম আযমের গ্রহণযোগ্যতার ইঙ্গিতবাহী মাত্র ক'টি মন্তব্য উপরে উল্লেখ করলাম।

ইমাম আযমের উপর আরোপিত কয়েকটি অভিযোগ ও জবাব

প্রথম অভিযোগ ও জবাব

বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ *আল মুসান্নাফ* প্রণেতা ইমাম আবূ বাকর ইবন আবী শাইবা'র বরাতে অনেকে একথা বলতে চান যে, ইমাম আবূ হানীফা কিছু সিদ্ধান্ত এমনভাবে দিয়েছেন-যা হাদীস বিরোধী। ইল্‌মে হাদীসে তাঁর দক্ষতা অল্প ছিলো বলেই এমনটি হয়েছে।

এ বিষয়ে আমরা নিজস্ব চিন্তাজাত কোন বক্তব্য উপস্থাপন না করে মিশরের অধিবাসী আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষক শাফিঈ মাযহাবের একনিষ্ঠ অনুসারী ড. মুস্তাফা সুবায়ীর বক্তব্য পাঠকের সামনে পেশ করছি। ড. সুবায়ী বলেন-

لقد افرد ابن ابى شيبة فى مصنفه الكبير بابالما خالف فيه ابو حنيفة ماصح من الاحاديث فبلغت مائة وخمسة وعشرين مسالة،فلوسلم لابن ابى شيبة جميع ما أخذه على ا بى حنيفة كانت بقية المسائل التى اثرت عنه موافقة للحديث فى كل مسالة وردفيها حديث، واذاكانت مسائل ابى حنيفة على اقل تقدير ثلاثا وثمانين الضخم الباقى من المسائل التى يعترف ابن ابى شيبة ان باحنيفة لم يخالف فيها السنة، جائت فيها سنة ام لا، فان جائت فيها اوفى بعضها سنة لزم ذلك ان يكون عندابى حنيفة من الحديث مئات وآلاف. ۱

অর্থ্যাৎ- (ইমাম) ইবন আবী শাইবা স্বীয় সুবৃহৎ গ্রন্থ আল মুসান্নাফ এ পৃথক একটি অধ্যায় সংযোজন করেছেন **هذا باب خالف فيه ابو حنيفة الاثار** এ অধ্যায়ে তিনি কত মাসআলায় আবূ হানীফা সহীহ হাদীসের বিপরীত মত দিয়েছেন তা চিহ্নিত করেছেন। চিহ্নিত এমন মাসআলার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২৫টি। যদি আমরা ইবন আবী শাইবার মতকে গ্রহণও করি তবে এ দ্বারা একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, আবূ হানীফা থেকে বর্ণিত হাজার হাজার মাসআলার বাকীগুলো হাদীসের অনুকূল। তাঁর প্রতিটি মাসআলার ভিত্তি হাদীসে বিদ্যমান। আর ইমাম আবূ হানীফা থেকে বর্ণিত মাসআলার সংখ্যা কমপক্ষে ৮৩ হাজার। অবশ্য কোন কোন বর্ণনামতে তাঁর মাসআলার সংখ্যা ১২ লক্ষ। সুতরাং আমাদের জিজ্ঞাসা, ইবন আবী শাইবা চিহ্নিত ১২৫ মাসআলা ছাড়া বাকীগুলোতে (৮২৮৭৫টি মাসআলা) হাদীসের সমর্থন আছে! এসব মাসআলার ভিত্তি কি বাস্তবিকই হাদীসে আছে? যদি সব মাসআলা বা কিছু সংখ্যক সম্পর্কে

١- الدكتور مصطفى السباعى - السنة ومكانتها فى تشريع الاسلامى - ص ٤٤٩-٤٥٤

হাদীস থেকে থাকে তবে এ দ্বারা একথা অবশ্যই প্রমাণিত হয় যে, আবূ হানীফার কাছে যতো হাদীস ছিলো (যদ্বারা তিনি মাসআলার দলীল গ্রহণ করেছেন) তার সংখ্যা শত শত বা হাজার হাজার হবে।

ইমাম ইবন আবী শাইবার বরাতে একথা প্রমাণের সুযোগ নেই যে, ইমাম আযম অল্পসংখ্যক হাদীস জানতেন। কেননা ইমাম আযম উদ্ভাবিত মাসআলার সংখ্যা কমপক্ষে ৮৩ হাজার ধরে নিয়ে বলা যায়, ইবন আবী শাইবা চিহ্নিত ১২৫টি মাসআলা বাদ দিয়ে বাকী মাসআলাগুলোতে ১টি করে হাদীস দলীল হিসেবে ধরলে সংখ্যা হচ্ছে ৮২৮৭৫। পাঠক! হাদীসের এই সংখ্যা কি খুব অল্প?

ইমাম ইবন আবী শাইবাহ কর্তৃক উত্থাপিত এ অভিযোগের ইলমী এবং প্রামাণ্য জবাবের জন্য আল্লামা যাহিদ কাউছারী প্রণীত

النكت الطريفة فى ردعلى ابن ابى شيبة فى رده على الامام ابى حنيفة

গ্রন্থখানা পাঠ করা যেতে পারে। আল্লামা যাহিদ কাউছারী তাঁর গ্রন্থে (মোট পৃষ্ঠা ৩০৮) ইমাম ইবনু আবী শাইবাহ চিহ্নিত ১২৫ মাসআলা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করতঃ প্রমাণ করেছেন যে, মূলতঃ ইমাম আযম উল্লেখিত ১২৫ মাসআলার একটিও হাদীসের খেলাফ রায় দেননি। প্রতিটি মাসআলায়ই হাদীসের দলীল মওজুদ রয়েছে। ইমাম ইবন আবী শাইবাহ এই মাসআলাগুলোর দলীল হিসেবে যেসব হাদীস উল্লেখ করেছেন, এগুলোর অনেকটির সনদ ইমাম আযমের শর্তানুযায়ী গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া ইমাম আযম নিজ সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে যেসব হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করেছেন এগুলোর সনদ অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী।

সারকথা হলো ইমাম ইবনে আবী শাইবাহ’র বরাতে একথা প্রমাণের সুযোগ নেই যে,ইমাম আযম হাদীস জানতেন না। আর তিনি হাদীসের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এমন কথাও তাত্ত্বিক পর্যালোচনায় প্রমাণিত হয় না।

বর্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠতম হানাফী আলিম মদিনা শরীফের অধিবাসী শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামা মুসান্নাফে ইবন আবী শাইবার টীকায় এ অভিযোগের প্রামাণ্য জবাব দিয়েছেন। বিস্তারিত জানার জন্য আল্লামা যাহিদ কাউছারীর উল্লিখিত কিতাব এবং শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামাহ’র তাহকীক দেখা যেতে পারে।

দ্বিতীয় অভিযোগ ও জবাব

খাতীব বাগদাদী *তারীখে বাগদাদ’র* ১৩তম খণ্ডে একশত পৃষ্ঠারও বেশি ইমাম আযমের মানাকিব বিষয়ে লিখেছেন। প্রথমে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তিনি ইমাম আযমের আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। প্রকাশিত তারীখে বাগদাদের ১৩তম খণ্ডে ইমাম আযমের প্রশংসার পাশাপাশি নিন্দাসূচক এমন কিছু কথাবার্তা স্থান পেয়েছে যা অত্যন্ত দুঃখজনক। বিভিন্ন স্থানে দেখা গেছে তারীখে বাগদাদের বরাতে ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধে বিষোদাগার ছড়ানো হয়েছে। *আহলে হাদীস* নামধারী মাযহাব বিরোধী চক্র তারীখে বাগদাদের বরাতে বিভিন্ন চটি পুস্তকে প্রকাশ করে যে, ইল্‌মে হাদীসে ইমাম আবূ হানীফার জ্ঞান ছিলো খুবই সীমিত। এ কারণে তাঁর মাযহাব কিয়াস নির্ভর। তাই এ মাযহাবের অনুসরণ করা উচিৎ নয়। সাধারণ পাঠক খাতীব বাগদাদীর অনবদ্য গ্রন্থ *তারীখে বাগদাদের* বরাত দেখে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পতিত হন।

এমনকি অনুসন্ধিৎসু অনেক যুবক বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। বিষয়টি সম্পর্কে বাংলা ভাষায় স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিত হওয়া উচিৎ। এখানে খুব দীর্ঘ আলোচনার সুযোগ নেই। তবুও আমরা সাধারণ পাঠকের প্রাথমিক ধারণা লাভ এবং পরবর্তীকালের বাংলা ভাষাভাষী গবেষকগণের সুবিধার জন্য সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করবো।

প্রথমতঃ খতীব বাগদাদী তাঁর এ গ্রন্থে বিভিন্ন বিষয়ে লোকমুখে প্রচারিত তথ্য সন্নিবেশ করেছেন। এতে এমন বিষয়ও স্থান পেয়েছে যেগুলোর ঐতিহাসিক ভিত্তি খুবই দূর্বল। খতীব বাগদাদী ইমাম আযম হাদীস কম জানতেন মর্মে যেসব উক্তি উদ্ধৃত করেছেন এগুলো লোকমুখে প্রচারিত কথা। যা ইমাম আযমের বিরুদ্ধবাদীদের পরিকল্পিত প্রোপাগাণ্ডা। একথাগুলোর সাথে খতীব বাগদাদী নিজেও একমত ছিলেন বলে মনে হয়না। কেননা তাঁর সরাসরি ছাত্র মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আন্দুলুসি মালিকী, আল্লামা যাহিদ কাউছারী হানাফী, ড. মুস্তাফা সুবায়ী শাফিঈ এবং ড. মুহাম্মাদ তাহির আল কাদিরী হানাফী প্রমুখের গবেষণা মতে খতীব বাগদাদী নিজ মুত্তাসিল (অবিচ্ছেদ্য) সনদে ইমাম আযম থেকে বর্ণিত হাদীসের একটি সংকলন করেছেন, যা *মুসনাদে খতীব* নামে খ্যাত। সুতরাং ইমাম আযম যদি খুব অল্প সংখ্যক হাদীস জানতেন তবে তাঁর কাছ থেকে বর্ণিত হাদীসগুলো মুসনাদ আকারে সংকলনের সুযোগই থাকতো না।

দ্বিতীয়তঃ *তারীখে বাগদাদে* বর্ণিত ইমাম আযমের নিন্দাসূচক আলোচনার জবাব যুগে যুগে বিশেষজ্ঞগণ দিয়ে এসেছেন। সে সব জবাব কোনটি স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে, কোনটি অন্য কোন গ্রন্থে পৃথক একটি অধ্যায় হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

তারীখে বাগদাদের জবাবে প্রথম গ্রন্থ লেখেন ঈসা বিন আবী বাকর আইউবী মালিক মুয়াযযাম (ওফাত ৬২৪ হিজরী)। তাঁর গ্রন্থের নাম **الرد على ابى بكر الخطيب** পরবর্তীতে এ গ্রন্থের নাম পরিবর্তন হয়ে (পৃঃ ১২২) **السهم المصيب فى الرر على الخطيب** হয়। আল্লামা যাহিদ কাউছারী প্রণীত খাতীব বাগদাদীর জবাবী গ্রন্থ **تأنيب الخطيب على ماساقه فى ترجمة ابى حنيفة من الاكاذيب** উস্তাদ আহমাদ খাইরীর সংযোজনসহ গুরুত্বপূর্ণ এ গ্রন্থখানা কায়রোর মাকতাবাতুল আযহারিয়্যা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লামা যাহিদ কাউছারীকে আল্লাহপাক যেনো উপযুক্ত বদলা দেন। পরিশ্রমলব্ধ এ গ্রন্থে তিনি ইমাম আযমের উপর আরোপিত অভিযোগসমূহের প্রামাণ্য জবাব দিয়েছেন। এ গ্রন্থখানা *ইমাম আবূ হানীফা আওর উনকি না কিদীন* নামে উর্দু তরজমা প্রকাশিত হয়েছে।

ইমাম আবুল মুওয়ায়্যিদ মুহাম্মাদ বিন মাহমুদ খাওয়ারিযমী (ওফাত ৬৬৫ হিজরী) জামিউল মাসানিদ এর প্রথম খণ্ডে সংযুক্ত দীর্ঘ মুকাদ্দিমায় তারীখে বাগদাদে বর্ণিত অভিযোগসমূহের জবাব দিয়েছেন।

কুয়েতের ড. মাহমুদ তাহহান *আল হাফিয আল খাতীব বাগদাদী ওয়া আছারুহু ফী ইলমিল হাদীস* নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এ গ্রন্থে লেখক ইল্‌মে হাদীস ও আনুসাঙ্গিক বিষয়ে খাতীব বাগদাদী প্রণীত অমূল্য গ্রন্থাদির উপর ব্যাপক আলোচনা করেছেন। খাতীব বাগদাদীর অনবদ্য কর্ম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী পাঠকের জন্য এ গ্রন্থখানা অবশ্য পাঠ্য হওয়া উচিত। ড. মাহমুদ তাহহান তাঁর গ্রন্থে *তারীখে বাগদাদের* ১৩তম খণ্ডে বর্ণিত ইমাম আযমের উপর

আরোপিত অভিযোগসমূহের জবাব দিয়েছেন। ৩৫ (৩০৬-৩৪৫) পৃষ্ঠাব্যাপী জবাবী আলোচনায় ড. মাহমুদ খুবই যৌক্তিক এবং প্রামাণ্য আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। তিনি একথাই প্রমাণ করেছেন যে, *তারীখে বাগদাদে* ইমাম আযম হাদীস কম জানতেন মর্মে যে সকল উক্তি উদ্ধৃত রয়েছে, তা সনদের দিক থেকে এতোই দূর্বল যে, এগুলোর উপর নির্ভর করার কোন সুযোগই নেই।

এছাড়া ইলমে হাদীসের জারহ ও তা'দীলের মূলনীতিগুলোর একটি হলো কোন ব্যক্তি যদি একই সাথে কোন একজন বর্ণনাকারীর জারহ্ (নিন্দা) এবং তা'দীল (প্রশংসা) করেন তবে তার *তা'দীল* বা প্রশংসাটি গ্রহণ করা হবে। আর *জারহ্* বা নিন্দাটি বর্জন করা হবে। এ মূলনীতির আলোকে বলা যায় যে, খাতীব বাগদাদী স্বীয় *তারীখে বাগদাদে* যেহেতু একই সাথে ইমাম আযমের *জারহ্* ও *তা'দীল* উভয়টি করেছেন, তাই তাঁর *তা'দীল* গ্রহণযোগ্য হবে এবং *জারহ্টি* বর্জনীয় হবে।

তৃতীয় অভিযোগ ও জবাব

মাযহাব বিরোধীচক্রের কিছু কিছু গ্রন্থে পাওয়া যায়, ইমাম হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবী রিজালশাস্ত্রে তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ *মীযানুল ই'তিদাল ফী নাকদির রিজাল* এ ইমাম আবূ হানীফা সম্পর্কে বলেছেন-

النعمان بن ثابت الكوفي امام اهل الرأى ضعفه النسائي وابن عدى والدار قطني وآخرون.

অর্থ্যাৎ- আহলে রায়গণের ইমাম আবূ হানীফা নুমান বিন ছাবিত কূফী, নাসাঈ, ইবন আদী, দারাকুতনী এবং অন্যান্যরা তাঁকে হাদীস শাস্ত্রে দূর্বল সাব্যস্ত করেছেন।

উল্লিখিত কথাটি ইমাম যাহাবীর উপর মিথ্যা অভিযোগ আরোপ। ইমাম যাহাবী মুলতঃ তাঁর *মীযানুল ই'তিদাল* গ্রন্থে ইমাম আযম সম্পর্কে কিছু লেখেন নি। *মীযানুল ই'তিদাল* এ ইমাম আবূ হানীফা সম্পর্কে যে উক্তি পাওয়া যায় তা পরবর্তীকালে কোন না কোনভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে। এসম্পর্কে জাস্টিস মাওলানা তাকী উসমানী বলেন-

میزان الاعتدال میں یہ عبارت بلاشبہ الحاق ہے، یعنی مصنف نے نہیں لکھی بلکہ اور شخص نے اس حاشیہ پر لکھا اور بعد میں متن میں شامل ہوگیا، یا تو کسی کاتب کی غلطی سے یا جان بوجھ کر اس میں داخل کردیا گیا۔[1]

অর্থ্যাৎ- *মীযানুল ই'তিদাল* এ এই বক্তব্য নিঃসন্দেহে প্রক্ষেপন। লেখক (ইমাম যাহাবী) ইহা লেখেন নি বরং পরবর্তীতে অন্য কেউ ইহা হাশিয়ায় (পার্শ্বটীকায়) লিখে দেন। একপর্যায়ে তা মতন বা মূলপাঠে সংযুক্ত হয়ে যায়। হয়তোবা লিপিকারের (কাতিব) ভুলে অথবা জেনে বুঝে কেউ তা করেছেন।

---

১. شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، درس ترمذی ۱:۱۰۳

মীযানুল ই'তিদাল যে তাহ্রীফ বা ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল কথা জুড়ে দেয়া হয়েছে, সে ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে পেশ করা হলো।

ইমাম যাহাবী *মীযানুল ই'তিদাল*'র মুকাদ্দিমায় স্বয়ং বলেছেন-

وكذالك لا اذكر فى كتابى من الأئمة المتبوعين فى الفروع احدا لجلالتهم فى الاسلام، وعظمتهم فى النفوس، مثل ابى حنيفة والشافعي والبخارى.[১]

অর্থ্যাৎ- অনুরূপ আমার গ্রন্থে আমি সে সকল অনুসরণীয় ইমামগণের আলোচনা করিনি ইসলামে যাদের মর্যাদা এবং জনমানসে যাদের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নাতীত। (তাঁদের মধ্যে রয়েছেন) ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম বুখারী।

ইমাম যাহাবী *মীযানুল ইতিদাল* নামক গ্রন্থের ভূমিকায় নিজেই বলে দিয়েছেন যে, তিনি ইমাম আযম আবূ হানীফা সম্পর্কে এ গ্রন্থে কিছুই বলেননি। অথচ ১৩২৫ হিজরীতে মিশর থেকে প্রকাশিত *মীযানুল ইতিদাল*'র ৩য় খণ্ডের ২৩৭ পৃষ্ঠায় ইমাম আবূ হানীফার আলোচনায় উল্লেখ রয়েছে, আহলে রায়গণের ইমাম কূফার নু'মান বিন ছাবিত দারাকুতনী, নাসাঈ, ইবন আদী প্রমূখ যাঈফ বলেছেন। পাঠক লক্ষ্য করুন! যে গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক স্বয়ং বলেছেন আমি এ গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফিঈ, ইমাম বুখারী প্রমুখের আলোচনা করিনি। আবার এ গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ২৩৭ পৃষ্ঠায় ইমাম আবূ হানীফার আলোচনা রয়েছে। আসলে যে বা যারা ইমাম যাহাবীর মতো মহান ব্যক্তিত্বের ঘাড়ে বন্দুক রেখে শিকার করতে চেয়েছিলেন, আল্লাহপাক তাদের কুমতলব ফাঁস করে দিয়েছেন। কেননা *মীযানুল ই'তিদাল*'র তৃতীয় খণ্ডে যারা মনগড়া কথা জুড়ে দিতে পেরেছে, সতর্কতার সাথে কাজ করলে অবশ্যই তারা গ্রন্থের মুকাদ্দিমায়ও পরিবর্তন আনতে পারতো। কিন্তু তারা তা করতে না পারায় সহজেই সত্য উদঘাটিত হয়েছে। ইমাম যাহাবীর ইন্তিকালের ৫৭৭ বছর পর তাঁর গ্রন্থ *মীযানুল ই'তিদাল* এ মন গড়া কথা জুড়ে দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে আমরা বর্তমান শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষক, গোটা মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে ইল্মী ময়দানে ব্যাপকভাবে আলোচিত ব্যক্তিত্ব আল্লামা আবদুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ হালাবী (১৩৩৬-১৪১৭ হিজরী) রাহমাতুল্লাহি আলাইহির গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত পাঠকের সামনে তুলে ধরছি। ইমাম আবদুল হাই লখনৌবী (১২৬৪-১৩০৪হিজরী) রাহমাতুল্লাহির আলাইহির ইল্মে হাদীসের জারহ্ এ তা'দীল বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ **الرفع والتكميل فى الجرح والتعديل** এর পার্শ্বটীকায় আল্লামা আবূ গুদ্দাহ বলেন-

الطبعة الهندية من الميزان المطبوعة فى مدينة لكنوسنة ١٣٠١ بالمطبع المعروف بانوار محمدى، لم تذكر فيها ترجمة للامام ابى حنيفة فى اصل الكتاب، وانها ذكر على الحاشية كلمات فى سطرين، فلما طبع الكتاب بمصر سنة ١٣٢٥ه طبعت ذلك الكلمات التى فى صلب الكتاب دون تنبيه.[২]

١ـ الامام الذهبى ـ ميزان الاعتدال فى نقد الرجال ـ ١: ٣

٢ـ الشيخ عبد الفتاح ابو غده ـ التعليق على الرفع والتكميل للامام اللكنوى ـ ص١٢٢

অর্থ্যাৎ-ভারতের লখনৌ শহরের আনওয়ারে মুহাম্মাদী নামক প্রকাশনী থেকে ১৩০১ হিজরীতে প্রকাশিত *মীযানুল ইতিদাল* মূল কিতাবে ইমাম আবূ হানীফার আলোচনা নেই। তবে হাশিয়ার মধ্যে দু'টি লাইন রয়েছে (সমালোচনামূলক)। ১৩২৫ হিজরীতে মিশর থেকে প্রকাশিত সংখ্যায় উল্লিখিত দু'টি লাইন কোন সতর্ক সংকেত ছাড়াই মূল এবারতে (বক্তব্য) সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ আরো বলেছেন-

وقدرجعت الى المجلد الثالث من الميزان الاعتدال المحفوظ فى ظاهرية دمشق تحت الرقم (٣٦٨ حديث) وهو جزء نفيس جدا. يبتدئ بحرف الميم وينتهى بآخر الكتاب، وكله بخط العلامة الحافظ شرف الدين عبد الله بن محمد الوانى الدمشقى، المتوفى سنة ٧٤٩، تلميذ مؤلفه الذهبى رحمهما الله تعالى، وقد قرأه عليه ثلاث مرات مع المقابلات باصل الذهبى كما صرح بذلک فى ظهر الورقة ١٠٩ وظهر الورقة ١٥٠، وفى غير موطن منه تصريحات كثيرة له بالقرأة والمقابلة ايضا، فلم اجد فيه ترجمة للامام ابى حنيفة النعمان فى حرف النون ولا فى الكنى، وكذالک لم اجد فيه ترجمة فى النسخة المحفوظة فى لامكتبة الاحمدية بحلب تحت الرقم ٣٣٨ وقد سنحت لى فى اوائل رمضان المبارک من سنة ١٣٨٢ زيارة المغرب، فرأيت فى مدينة الرباط فى الخزنة العامة نصف نسخة المؤلف ميزان الاعتدال...قد رجعت ايضالى هذه النسخة العظيمة النادرة المثال فى عالم المخطوطات، فلم اجد فيها ترجمة للامام ابى حنيفة رضى الله عنه، هذا مما يقطع معه المرء بأن الترجمة المذكورة فى بعض نسخ الميزان ليست من قلم الذهبى، وانما هى دخيلة على الكتاب بيد بعض الحانقين على الامام ابى حنيفة.

অর্থ্যাৎ-দামেশ্কের যাহিরিয়্যায় রক্ষিত (নং হাদীস ৩৬৮) মীযানুল ই'তিদালের তৃতীয় খণ্ড আমি দেখেছি। এটি একটি অনন্য কপি। মীম অক্ষর দিয়ে শুরু (৩য় খণ্ড) হয়েছে। এটি আল্লামা হাফিয শারফুদ্দিন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আলওয়ানী দামেশকীর (ওফাত ৭৪৯ হিজরী) হস্তলিখিত কপি। তিনি মীযানুল ই'তিদাল প্রণেতা ইমাম যাহাবীর ছাত্র। হস্তলিখিত এ কপির ১০৯ এবং ১৫০ নং পৃষ্ঠার বর্ণনামতে এটি লিপিকার ইমাম যাহাবীর কাছে তিন বার পড়েছেন। এবং মূল কপির সাথে মিলিয়েছেন। উল্লিখিত দুই পৃষ্ঠা ছাড়াও অন্যান্য স্থানে প্রমাণ রয়েছে যে, এটি ইমাম যাহাবীর কাছে পড়া হয়েছে এবং মিলিয়ে দেখা হয়েছে। আমি এটির নূ'ন অক্ষরের অধীন কিংবা কুনিয়াত অধ্যায়ে ইমাম আবূ হানীফার জীবনী পাইনি। অনুরূপ হাল্ব (সিরিয়া) এর আহমাদিয়া গ্রন্থাগারে (নং ৩৩৮) রক্ষিত কপিতেও আমি ইমাম আযমের আলোচনা পাইনি।

١ـ الشيخ عبد الفتاح ابو غده ـ التعليق على الرفع والتكميل للامام اللكنوى ص ١٢٢ـ١٢٣ـ١٢٥

১৩৮২ হিজরীর রামাদান মাসের শেষ দিকে মরক্কো সফরের সুযোগ ঘটে। মরক্কোর রিবাত শহরের খাযানাতুল আম্মাতে রক্ষিত রয়েছে স্বয়ং লেখক ইমাম যাহাবীর হস্তলিখিত মীযানুল ই'তিদালের কপি। হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি জগতে অনন্য সাধারণ মর্যাদার অধিকারী এ কপিটিতেও আমি ইমাম আবূ হানীফার আলোচনা পাইনি। এমতাবস্থায় যে কারো পক্ষে এ সিদ্ধান্তে আসা স্বাভাবিক যে, *মীযানুল ই'তিদালের* প্রকাশিত কোন কোন কপিতে ইমাম আযম সম্পর্কে যে কটুক্তি রয়েছে তা অবশ্যই ইমাম যাহাবীর কলমে লেখা নয়। ইমাম আযম আবূ হানীফার সুমহান মর্যাদাকে খাটো করার নিমিত্তে পরবর্তীতে তা কিতাবে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে।

আল্লামা শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নাতিদীর্ঘ এ বক্তব্য থেকে আশা করি পাঠকের কাছে পরিস্কার হয়েছে যে, ইমাম যাহাবীর *মীযানুল ই'তিদাল* নামক গ্রন্থে ইমাম আযমের মর্যাদাহানীকর কিছু কথা পরবর্তীতে সংযুক্ত করা হয়েছে। ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (*তাদরীবুর রাওয়ী ৫১৯ পৃষ্ঠা*), আল্লামা যাফর আহমাদ উসমানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি *(কাওয়াঈদুম মিন উলুমিল হাদীস ২১১ পৃঃ)* প্রমুখের লেখা থেকেও একথার প্রমাণ পাওয়া যায়।

উপরের আলোচনায় এটা স্পষ্ট যে, *মীযানুল ইতিদাল*'র বরাতে ইমাম আযমকে ইল্‌মে হাদীসে দূর্বল সাব্যস্ত করা সম্পূর্ণই ভিত্তিহীন।

চতুর্থ অভিযোগ ও জবাব

আল্লামা ইবন খালদুন'র (ওফাত ৮০৮ হিজরী) বিখ্যাত গ্রন্থ *মুকাদ্দিমায়ে ইবন খালদুন* এর বরাতে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয় যে, ইবন খালদুন বলেছেন ইমাম আবূ হানীফা ১৭টি হাদীস জানতেন। বৈরুতের দারুল জালীল থেকে প্রকাশিত *মুকাদ্দিমায় ইবন খালদুন* থেকে আমরা পাঠকের সামনে উদ্ধৃতিসহ আনুসাঙ্গিক আলোচনা পেশ করছি।

আল্লামা ইবন খালদুন বলেন-

واعلم ايضا ان الائمة المجتهدين تفوتوا فى الاكثار من هذه الصناعة و الاقلال، فابوحنيفة رضى الله تعالى عنه يقال بلغت روايته الى سبعة عشر حديثا او نحوها ومالك رحمه الله انما صح عنده ما فى كتاب المؤطا، وغايتها ثلثمائة حديث اونحوها، واحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه فى مسنده خمسون الف حديث ولكل ما اداه اليه اجتهاده فى ذلك، وقد تقول بعض المبغضين المتعسفين الى ان منهم من كان قليل البضاعة فى الحديث فلهذا قلت روايته ولا سبيل الى هذا المعتقد فى كبار الائمة.[1]

١ـ العلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ـ مقدمة ابن خلدون ـ ص ٤٩٢

অর্থ্যাৎ- আরো জেনে রাখুন, মুজতাহিদ ইমামগণ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে আধিক্য ও স্বল্পতার অধিকারী। ইমাম আবূ হানীফা রাদিআল্লাহু আনহু সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, তিনি সতের কিংবা তার কাছাকাছি সংখ্যক হাদীস জানতেন। ইমাম মালিক রাহিমাহুমুল্লাহ'র কাছে বিশুদ্ধ হাদীস বলতে তাঁর মুওয়াত্তায় যা বর্ণিত হয়েছে। সংখ্যা হিসেবে তা তিনশত কিংবা অনুরূপ। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল'র মুসনাদে হাদীস সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার। তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ গবেষণায় ব্যবহৃত হাদীস বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন। প্রসঙ্গতঃ অনেক প্রতিহিংসা পরায়ন হীনমনা ব্যক্তি একথা বলতে চান যে, তাঁদের মধ্যে (মুজতাহিদ ইমামগণ) যারা স্বল্পসংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন, ইল্‌মে হাদীসে তাঁদের জ্ঞান অল্প বলেই এমনটি হয়েছে। মুলতঃ তাঁদের মতো মহান ইমামগণ সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষনের কোন অবকাশই নেই। তিনি আরো বলেন-

والامام ابو حنيفة انما قلت روايته لماشدفى شروط الرواية والتحمل وضعف رواية الحديث اليقينى اذا عارضها الفعل النفيسى وقلت من اجلها رواية فقل حديثه لانه ترك رواية الحديث متعمدا فحاشاه من ذلك ويدل على انه من كبار المجتهدين فى علم الحديث اعتماد مذهبه بينهم والتعويل عليه واعتباره ردا وقبولا.[1]

অর্থ্যাৎ- ইমাম আবূ হানীফা কর্তৃক বর্ণিত হাদীস কম হওয়ার কারণ হচ্ছে- তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কঠিনতর শর্তারোপ করতেন। অনেক বিশ্বস্ত সূত্রের হাদীসকেও বাস্তবতা বিরোধী হওয়ায় তিনি তা দূর্বল বলে পরিত্যাগ করেছেন। এ কারণেই তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা অল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরূপ মনে করার কোন কারণ নেই যে, তিনি স্বেচ্ছায় হাদীস বর্ণনা পরিত্যাগ করেছেন। তাঁর চরিত্র এরকম কাজ থেকে পবিত্র ছিলো। (বিষয়টি ভালভাবে বুঝতে) তাঁর এ পরিচয়ই যথেষ্ট যে, তিনি মুজতাহিদ ইমামগণের অন্যতম। বড় বড় মুজতাহিদ মুহাদ্দিসগণ তাঁর মতামতের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন। ইল্‌মে হাদীসের বহুসংখ্যক ইমাম তাঁর মাযহাবের অনুসারী।

পাঠক অবশ্যই লক্ষ্য করে থাকবেন যে, ইমাম আযম আবূ হানীফা মাত্র ১৭ হাদীস জানতেন বলে আল্লামা ইবন খালদুন'র যে উক্তি পেশ করা হয়, ইহা তাঁর দীর্ঘ বক্তব্যর খণ্ডাংশ মাত্র।

প্রথমতঃ ইমাম আযম ১৭ হাদীস জানতেন এটি ইবন খালদুন'র অভিমত নয়। কারণ কথাটি তিনি উপস্থাপন করেছেন *বলা হয়ে থাকে* শব্দ দ্বারা। এতে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে এটি তিনি বলছেন না। এ ছাড়া আরবী ভাষা সম্পর্কে ন্যুনতম জ্ঞান রাখেন এমন ব্যক্তিরও জানা আছে যে, *বলা হয়ে থাকে* দ্বারা যে কোন লেখক খুবই দূর্বল অভিমতকেই উপস্থাপন করেন।

দ্বিতীয়তঃ এমনও হতে পারে যে, আল্লামা ইবন খালদুন ১৭ হাদীস বলতে ইমাম আযমের ১৭টি মুসনাদকেই বুঝিয়েছেন। ইতোমধ্যে আলোচিত হয়েছে যে, ইমাম খালওয়াতী, ইমাম শামী ও ইমাম সালিহীসহ কেউ কেউ মুসনাদে ইমাম আবূ হানীফা ১৭টি বলে উল্লেখ করেছেন।

١- العلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون - مقدمة ابن خلدون - ص ٤٩٣

তৃতীয়তঃ ইমাম আযমের পূর্ণাঙ্গ তথ্য ও পরিচয় আল্লামা ইবন খালদুন পর্যন্ত পৌঁছায়নি। কারণ ইবন খালদুন হচ্ছেন স্পেনের অধিবাসী। যদিও তিনি উপর্যুপরি খৃষ্টীয় নির্যাতনের মুখে অন্যান্যদের মতো দেশ ত্যাগ করে মরক্কোতে স্থায়ী অধিবাস গ্রহণ করেন। স্পেনের সাকুল্য মুসলমান ছিলেন ইমাম মালিক বিন আনাস (৯৩-১৭৯ হিজরী) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রতিষ্ঠিত মালিকী মাযহাবের অনুসারী। এর কারণ হচ্ছে স্পেনের কয়েকজন ব্যক্তি মদীনা শরীফে গিয়ে সরাসরি ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছ থেকে মুওয়াত্তা এবং ফিকহ মালিকী অধ্যয়ণ করতঃ স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে মালিকী মাযহাবের প্রচার প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁরা হলেন- আবূ আবদুল্লাহ যিয়াদ ইবন আবদুর রহমান কুরতুবী (ওফাত ১৩০ হিজরী), প্রাচ্যের সবচেয়ে খ্যাতিমান মুফতি কর্ডোবার ঈসা বিন দীনার উন্দোলুসী (ওফাত২১২ হিজরী), ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া বিন কাসীর (ওফাত ২৩৪ হিজরী) প্রমূখ। এমতাবস্থায় স্পেনে হানাফী মাযহাব কিংবা ইমাম আবূ হানীফার সঠিক চর্চা না হওয়া স্বাভাবিক। প্রসঙ্গতঃ হানাফী মাযহাবের অন্যতম প্রাণ পুরুষ ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান শাইবানী (১৩২-১৮৯ হিজরী) ইমাম আযম আবূ হানীফার তিরোধানের পর মদীনা শরীফে গিয়ে ইমাম মালিক'র কাছে অধ্যয়ণ করেন। ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছ থেকে শুনা হাদীসগুলোও তিনি সংকলিত করেন, যা মুওয়াত্তা মুহাম্মাদ নামে খ্যাত হয়। ইমাম মুহাম্মাদ তাঁর মুওয়াত্তা'র মধ্যে ইমাম মালিকের সাথে হাদীসের সাথে অতিরিক্ত হিসেবে ইমাম আবূ হানীফা সূত্রে ১৩টি এবং ইমাম আবূ ইউসুফ সূত্রে ৪টি হাদীস উল্লেখ করেছেন। যেহেতু মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ'র সম্পর্ক ইমাম মালিক'র, তাই মালিকী মাযহাবের অন্যতম চারণ ভূমি স্পেনে এই মুওয়াত্তা পৌঁছেছে। আর যেহেতু এই মুওয়াত্তায় ১৩+৪=১৭টি হাদীস রয়েছে হানাফী সূত্রে। তাই স্পেনের অধিবাসী আল্লামা ইবন খালদুন এ ব্যাপারে সহজেই বিভ্রমে পতিত হয়েছেন। আমার বক্তব্যের সমর্থনে ড. মুস্তাফা সুবায়ী শাফিঈ'র কথা পেশ করতে পারি। ড. সুবায়ী বলেছেন-

لعل منشاقول ابن خلدون من ان محمداروى المؤطاعن مالك وزادفيه ثلاثة عشر حديثا من روايته عن ابى حنيفة، واربعة احاديث من روايته عن ابى يوسف، فظن من لاعلم له ان هذاكل ماصح عن ابى حنيفة من احاديث .[١]

অর্থ্যাৎ- এমনও হতে পারে যে, ইমাম মুহাম্মাদ ইমাম মালিক থেকে বর্ণিত মুওয়াত্তায় ইমাম আবূ হানীফা সূত্রে ১৩টি এবং ইমাম আবূ ইউসুফ সূত্রে ৪টি হাদীস দেখে যার এ ব্যাপারে ইলম নেই তিনি ধরে নিতে পারেন এগুলোই আবূ হানীফার কাছ থেকে বর্ণিত সঠিক হাদীস।

যারা *মুকাদ্দিমায়ে ইবন খালদুন*'র বরাতে ইমাম আযমের বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১৭ সাব্যস্ত করতে চান আশা করা যায় উল্লিখিত আলোচনায় তাদের বক্তব্যের অসারতা প্রমাণিত হবে। আল্লামা ইবনে খালদুন পরিস্কারই বলে দিয়েছেন, মুজতাহিদ ইমামগণ সম্পর্কে যারা এই ধারণা পোষণ করে যে, তারা অল্প সংখ্যক হাদীস জানতেন এসব ব্যক্তি হীনমনা ও প্রতিহিংসা পরায়ণ।

পঞ্চম অভিযোগ ও জবাব

আমাদের যুবমানসে একটি কথা পরিকল্পিতভাবে ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, ইমাম আবূ হানীফা হাদীসের পরিবর্তে কিয়াসকে প্রাধান্য দিতেন। এ কারণে তাঁর মাযহাব কিয়াস বা যুক্তনির্ভর।

١ـ الدكتور مصطفى السباعى ـ السنة ومكانتها فى تشريع الاسلامي ـ ص ٤٥٢

অমূলক এবং হিংসাপ্রসূত এ অভিযোগের প্রামাণ্য জবাব রয়েছে মানাকিবের কিতাবাদীতে। এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনায় না গিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে পেশ করা হলো।

ইমাম যাহাবী শাফিঈ (ওফাত ৭৪৮ হিজরী) ও ইমাম ইবনুল কায়্যিম হাম্বলী (ওফাত ৭৫১ হিজরী) প্রমূখ বর্ণনা করেন-

جميع اصحاب ابی حنيفة مجمعون علی ا ن مذهب ابی حنيفة ان ضعيف الحديث اولی عنده من القياس والرأی.[1]

অর্থ্যাৎ- আবূ হানীফার সাথীগণ একথার উপর একমত আবূ হানীফার মাযহাব হলো এই যে, তাঁর দৃষ্টিতে যাঈফ হাদীস কিয়াস ও রায় থেকে উত্তম।

ইমাম আবদুল কাদির বিন আবিল ওয়াফা কুরাশী (ওফাত ৭৭৫ হিজরী) বলেন-

قال يحيی بن ادم: سمعت الحسن بن صالح يقول: كان النعمان بن ثابت فيما نعلم متثبتا فيه اذا صح عنده الخبر عن النبی صلی الله عليه وسلم لم يعدالی غيره.[2]

অর্থ্যাৎ-ইয়াহইয়া বিন আদাম বলেছেন, আমি হাসান বিন সালেহকে বলতে শুনেছি, আমরা নু'মান বিন ছাবিত সম্পর্কে প্রামাণ্যভাবে যদ্দুর জানি, নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নির্ভুলভাবে কোন হাদীস তাঁর কাছ পর্যন্ত পৌঁছলে ইহা রেখে তিনি অন্যদিকে ধাবিত হতেন না। ইমাম যাহাবী শাফিঈ (ওফাত ৭৪৮ হিজরী), ইমাম ইবন হাজার মাক্কী শাফিঈ (ওফাত ৯৭৩ হিজরী), ইমাম সালিহী শাফিঈ (ওফাত ৯৪২ হিজরী) নিজ নিজ মুত্তাসিল সনদে ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুবারক সূত্রে ইমাম আযম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন-

اذاجاء الحديث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم فعلی الرأس والعين او عن الصحابة اخذنا ببعض اقوالهم ولم نخرج عنها، ا وعن التابعين زاحمناهم وفی رواية: ماجاء عن رسول الله صلی الله عليه وسلم فعلی الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة اخترنا، وما كان من غير ذلک فهم رجال ونحن رجال.[3]

অর্থ্যাৎ- যখন আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন হাদীস পৌঁছে তখন তা মাথায় ও চোখে রাখি (গুরুত্বের সাথে আমল করি)। তারপর সাহাবার কাছ থেকে কোন সিদ্ধান্ত পেলে তাঁদের কারো না কারো মতকে গ্রহণ করি, এর বাইরে যাই না। এ ছাড়া অন্যদের (তাবিঈদের) মত পেলে সেটাকে আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করি। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন কিছু (হাদীস) আমাদের কাছে পৌঁছে

١ـ الامام الذهبي ـ مناقب الامام ابی حنيفة وصاحبيه ـ ص ٣٤، الامام ابن قيم اعلام الموقعين ـ ١: ٨٨

٢ـ الامام عبد القادر بن ابی الوفاء ـ الجواهر المضية فی طبقات الحنفية ـ ص ٢٢

٣ـ الامام الذهبی ـ مناقب الامام ابی حنيفة وصاحبيه ـ ص ٣٢

তা মাথায় ও চোখে রাখি। যখন সাহাবাগণের কাছ থেকে কিছু পৌঁছে আমরা তাঁদের কোন একজনের মতকে বেছে নেই। আর অন্যদের বেলায় (তাবিঈর মত ব্যাপারে আমাদের নীতি হলো) তাঁরা যেমন মানুষ আমরাও তেমনি মানুষ। (অর্থ্যাৎ তাঁরা যেভাবে তাবিঈ আমিওতো তাবিঈ)।

উল্লেখ থাকা আবশ্যক যে, হাদীসে রাসূল এবং আছারে সাহাবা গ্রহণ ব্যাপারে ইমাম আযমের উক্তি আমরা শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী তিনজন বিখ্যাত ইমামের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করলাম। অথচ মানাকিব বিষয়ে লিখিত প্রতিটি কিতাবেই বিষয়টি (কিছু শাব্দিক তারতম্যসহ) উল্লেখ রয়েছে।

ইমাম শা'রানী শাফিঈ (ওফাত ৯৭৩ হিজরী) স্বীয় গ্রন্থে ইমাম আযমের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন-

كذب والله وافترى علينا من يقول : اننا نقدم القياس على النص، وهل يحتاج بعد النص الى القياس؟ [১]

অর্থ্যাৎ- আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মিথ্যা বললো এবং আমাদের উপর তোহমত আরোপ করলো, যে বলে আমরা কুরআন সুন্নাহর উপর কিয়াসকে প্রাধান্য দেই। (কোন বিষয়ে) কুরআন সুন্নাহর দলীল মওজুদ থাকতে কিয়াসের প্রয়োজন আছে কি?

ইমাম শা'রানী আরো উল্লেখ করেছেন, ইমাম আযম বলেছেন-

نحن لانقيس الاعند الضرورة الشديدة، وذلك اننا ننظر فى دليل المسألة من الكتاب والسنة او اقضية الصحابة فان لم نجد دليلا قسنا. [২]

অর্থ্যাৎ- একান্ত প্রয়োজন ছাড়া আমরা কিয়াস করি না। কোন মাসআলার দলীল খুঁজতে আমরা প্রথমে কুরআন ও সুন্নাহ তালাশ করি। তারপর সাহাবায়ে কিরামের সিদ্ধান্ত বা ইজতিহাদী ফাতাওয়া খুঁজি। যখন কোনখানেই দলীল খুঁজে পাই না, তখনই কেবল কিয়াস করি।

হাফিয ইবন তাইমিয়্যা (ওফাত ৭২৮ হিজরী) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় *মাজমুআ ফাতাওয়া* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন-

ومن ظن بأبى حنيفة أو غيره من ائمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس او غيره فقد اخطأ عليهم، وتكلم اما بظن واما بهوى، فهذا ابو حنيفة يعمل بحديث التوضى بالنبيذ فى السفر مخالفة للقياس وبحديث القهقهة فى الصلاة مع مخالفته للقياس؛ لاعتقاده صحتهما، وان كان ائمة الحديث لم يصححوهما وقد بيناهذافى رسالة رفع الملام عن الائمة الاعلام، وبينا ان احدامن ائمة الاسلام لايخالف حديثا صحيحا بغير عذر؛ بل لهم نحو من عشرين عذرا. [৩]

١ـ الامام الشعرانى ـ الميزان الكبرى ـ ١: ٥١

٢ـ الامام الشعرانى ـ الميزان الكبرى ـ ١: ٥١

٣ـ الحافظ ابن تيمية ـ مجموع الفتاوى ـ ٢٠: ٣٠٤

অর্থ্যাৎ- যে ব্যক্তি আবূ হানীফা কিংবা অন্য কোন ইমাম সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করে যে, তাঁরা সাহীহ হাদীসের বিপরীতে কিয়াস অথবা অন্য কিছুকে প্রাধান্য দিতেন তবে তাঁদের সম্পর্কে এ ধারণা ভুল। এ ব্যাপারে যারা কথা বলে (অর্থ্যাৎ : ইমাম আবূ হানীফা কিংবা অন্য কোন ইমাম হাদীসের বিপরীতে কিয়াসকে প্রাধান্য দিতেন যারা বলে) হয়তোবা ইহা তাদের অনুমান নির্ভর কথা, না হয় নিজ কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় এরকম বলে। উদাহরণ স্বরূপ আবূ হানীফার কথা পেশ করা যায়। আবূ হানীফা সফররত অবস্থায় নাবীয দ্বারা অযু করা বৈধ মনে করতেন। (তখনকার আরবে প্রচলন ছিলো, লোকেরা লবনাক্ত পানিকে পান উপযোগী করতে সে পানিতে খেজুর চুবিয়ে রাখতো। এ রকম খেজুর চুবানো পানিকে নাবীয বলা হয়।) যদিও ইহা কিয়াসের খেলাপ। এছাড়া নামাযের মধ্যে সশব্দে হাসলে অযু ভঙ্গ হয় বলে তিনি রায় দিয়েছেন। এটিও কিয়াসের খেলাফ। নাবীয দ্বারা অযু করা এবং নামাযরত অবস্থায় সশব্দে হাসা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস দু'টির সনদ হাদীসের ইমামগণের দৃষ্টিতে যাঈফ। যদিও আবূ হানীফা এ দু'টিকে সাহীহ ধারণা করেছেন। (অর্থ্যাৎ- আবূ হানীফা কিয়াসের বিপরীতে যাঈফ বা দূর্বল হাদীসকে প্রাধান্য দিয়েছেন।) এ বিষয়টি আমি আমার রাফউল মালাম আনিল আইম্মাতিল আ'লাম নামক পুস্তিকায় বিস্তারিত উল্লেখ করেছি। সেখানে আমি সবিস্তারে লিখেছি যে, কোন ইমামই অকারণে কোন হাদীস বর্জন করেননি। ইমামগণ কর্তৃক কোন হাদীসকে গ্রহণ না করার পেছনে বিশটির মত কারণ বিদ্যমান থাকে।

পাঠক লক্ষ্য করে থাকবেন যে, উপরের আলোচনায় আমরা শাফিঈ এবং হাম্বালী মাযহাবের অনুসারী ইমামগণের কিতাব থেকে উদ্ধৃতি পেশ করেছি। এতে দিনের আলোর ন্যায় স্পষ্ট হয়েছে ইমাম আযমের উপর ইহা একটি মিথ্যা অভিযোগ যে, তিনি হাদীসের বিপরীতে কিয়াসকে প্রাধান্য দিতেন।

বিশেষ করে সালাফী এবং আহলে হাদীস নামধারী মাযহাব অমান্যকারীদের দৃষ্টিতে ইমাম ও মুজাদ্দিদ হাফিয ইবন তাইমিয়া পরিস্কারই ঘোষণা করেছেন, যারা ইমাম আবূ হানীফা সম্পর্কে এ কথা বলে যে, তিনি হাদীসের বিপরীতে কিয়াসকে প্রাধান্য দিতেন, তারা প্রবৃত্তির পুঁজারী। নিজেদের কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় প্রলুব্ধ হয়ে তারা এসব কথা বলে বেড়ায়। হাফিয ইবন তাইমিয়্যা স্বীয় *মিনহাজুস্ সুন্নাহ* কিতাবে বিষয়টি আরো খুলাসা করে বলেছেন-

ان ابـا حنيفة وان كان الناس خالفوه فى اشياء وانكروها عليه فلايستريب احد فى فقهه وفهمه وعلمه، وقدنقلوا عنه اشياء يفصدون الشناعة عليه وهى كذب عليه قطعا. [১]

অর্থ্যাৎ- যদিও কিছু মানুষ কতিপয় ব্যাপারে আবূ হানীফার বিরোধীতা করেছেন এবং তাঁকে অপছন্দ করেছেন। তবে তাঁর ফিক্‌হ, গভীর পাণ্ডিত্য এবং ইলম সম্পর্কে কেউ যেনো সন্দেহ না করে। তাঁর বদনাম রটানোর উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে এমন কিছু কথা বর্ণনা করা হয়েছে, নিঃসন্দেহে ইহা মিথ্যা।

١- الحافظ ابن تيمية - منهاج السنة - ١٠: ٢٥٩

ইমাম মাওফিক ইবনে আহমাদ আল মাক্কী (ওফাত ৫৬০ হিজরী) *মানাকিবুল ইমাম আযম আবূ হানীফা* কিতাবে (১:১৬৮) আমিরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুবারক সূত্রে ইমাম মুহাম্মাদ আল বাকির এবং ইমাম আবূ হানীফার প্রথম সাক্ষাতের কথোপকথন বর্ণনা করেছেন। ইমাম আযম ইমাম বাকিরের খিদমতে উপস্থিত হয়ে নিজের পরিচয় দিলে ইমাম বাকির জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কূফার সেই ব্যক্তি যে আমার নানার হাদীসের পরিবর্তে কিয়াসকে প্রাধান্য দেয়? ইমাম আযম সবিনয়ে আরয করলেন, দয়া করে বসুন, আমাদের কাছে আপনার মর্যাদা ঠিক সেরূপ, সাহাবায়ে কিরামের কাছে আপনার নানার মর্যাদা যেরূপ ছিলো। দয়া করে সম্মতি দিলে আমি কয়েকটি বিষয় জিজ্ঞেস করতে চাই। ইমাম বাকির সম্মতি দিলেন। ইমাম আযম জিজ্ঞেস করলেন, মেয়েরা দূর্বল না পুরুষ? ইমাম বাকির বললেন, মেয়েরা দূর্বল। ইমাম আযম জানতে চাইলেন, পিতার ত্যাজ্য সম্পত্তিতে মেয়ের অংশ কতো? ইমাম বাকির বললেন, পুরুষের অর্ধেক। ইমাম আযম আরয করলেন, ইহাই আপনার নানার দেয়া সিদ্ধান্ত বা হাদীস। আমি আপনার নানার সিদ্ধান্ত তথা হাদীসের পরিবর্তে যদি কিয়াসকে প্রাধান্য দিতাম তবে বলতাম, যেহেতু মেয়েরা দূর্বল তাই তারা পিতার ত্যাজ্য সম্পত্তির বেশি অংশ পাবে। এবার ইমাম আযম জানতে চাইলেন, নামায বেশি গুরুত্বপূর্ণ না রোযা বেশি গুরুত্বপূর্ণ? ইমাম বাকির বললেন, নামায বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ইমাম আযম আরয করলেন, আপনার নানার দেয়া সিদ্ধান্ত বা হাদীসকে যদি আমি কিয়াস দ্বারা পরিবর্তন করতাম তবে বলতাম, মহিলারা হায়েযকালীন সময়ে ছেড়ে দেয়া রোযা নয় যেনো নামাযের কাযা করে। ইমাম আযম এবার জানতে চাইলেন, প্রশ্রাব বেশি অপবিত্র না বীর্য বেশি অপবিত্র? ইমাম বাকির বললেন, প্রশ্রাব বেশি অপবিত্র। ইমাম আযম আরয করলেন, যদি আমি হাদীসের পরিবর্তে কিয়াসকে প্রাধান্য দিতাম তবে বলতাম প্রশ্রাব নির্গত হলে গোসল করতে হবে, আর বীর্য নির্গত হলে অযু করলেই চলবে। ইমাম আযমের কথাগুলো শুনে ইমাম বাকির দাঁড়িয়ে তাঁর ললাটে চুম্বন করলেন।

উপরের আলোচনায় পরিস্কার বোঝা গেল যে, যারা বলে ইমাম আবূ হানীফা হাদীসের বিপরীতে কিয়াসকে প্রাধান্য দিতেন তাদের কথা সম্পূর্ণই ভিত্তিহীন।

প্রশ্ন হতে পারে যে, ইমাম আযমের উপর অকারণে এসব তুহমাত আরোপের হেতু কি? এক কথায় এর উত্তর হচ্ছে- হিংসা। হিংসার কারণেই ইমাম আযমের উপর যুগে যুগে নানা তুহমাত আরোপিত হয়েছে। ইমাম ইবনে হাজার মাক্কী শাফিঈ বলেন-

ولاشک ایضااباحنیفة کان له حساد کثیرون فی حیاته وبعد مماته [১]

অর্থ্যাৎ- এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ইমাম আবূ হানীফার জীবনকালে যেরূপ বিপুল সংখ্যক হিংসুক ছিলো, ওফাতের পরও সেরূপ হিংসাকারী বিদ্যমান আছে।

ইমাম আযমের উপস্থিতিতে একদা এক ব্যক্তি ইমাম আ'মাশকে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলো। খানিক ইতস্ততঃ করতঃ তিনি আবূ হানীফাকে উত্তর দানে আহ্বান জানালেন। তাৎক্ষনিক আবূ হানীফা লোকটির জিজ্ঞাসার যথাযথ উত্তর দিলেন। উস্তাদ ইমাম আ'মাশ

١ـ الامام ابن حجر المکی الشافعی ـ الخیرات الحسان فی مناقب الامام الاعظم ابی حنیفة النعمان ـ ص ١٢٩

অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন- কোথা পেলে এ উত্তর আবূ হানীফা? আবূ হানীফা সবিনয়ে নিবেদন করলেন-আপনিই তো আমাদের কাছে সায়্যিদুনা আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং সায়্যিদুনা আবূ মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত অমুক হাদীস তাঁদের ছাত্রগণসূত্রে বর্ণনা করেছিলেন। এর মাঝেই তো এ জবাবগুলো নিহিত রয়েছে। প্রচন্ড খুশিতে ইমাম আ'মাশ বলে উঠলেন-

يا معشر الفقهاء : انتم الاطباء، ونحن الصيادلة [1]

অর্থ্যাৎ- হে ফকীহগণ! তোমরা হলে চিকিৎসক আর আমরা আমরা হলাম ঔষধ বিক্রেতা।

আলোচনার সমাপ্তি লগ্নে পরিস্কার ভাষায় বলতে চাই যে, গায়ের মুকাল্লিদ বা মাযহাব বিরোধী চক্র বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে পরিচিতি। দেশ ভেদে তাদের কর্মকৌশলে কিছু ভিন্নতা থাকলেও মুলতঃ তাদের টার্গেট একই। ভারতীয় উপমহাদেশে মাযহাব বিরোধী চক্র *আহলে হাদীস* নামে পরিচিত। ব্রিটিশ শাসনামলে কোর্টে এফিডেবিটের মাধ্যমে তারা নিজেদের জন্য নাম ঠিক করে নিয়েছিলো *আহলে হাদীস*। রাজনৈতিক স্বার্থে বিভিন্ন গোষ্ঠি বিভিন্ন সময়ে এদেরকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েছে। বিগত কয়েক বছর হলো বৃটেন থেকে কিছু চমকপ্রদ রাজনৈতিক শ্লোগান নিয়ে বাংলাদেশে আমদানী ঘটেছে *হিযবুত তাহরীর* নামক সংগঠনের। এটিও মাযহাব বিরোধী চক্রের একটি প্রশাখা। এ ছাড়া মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে *সালাফী* পরিচয়ে রয়েছে মাযহাব বিরোধীদের শক্ত ঘাটি। যদিও সালাফীগণ নিজেদের হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী বলে প্রচার করে কিন্তু মৌলিকভাবে তারা কোন মাযহাবের অনুসরণের পক্ষপাতি নয়। তাদের প্রচারণা নিতান্তই আই ওয়াস।

লক্ষণীয় যে, মাযহাব বিরোধীদের আক্রমনের মূল লক্ষ্য ইমাম আযম আবূ হানীফা এবং হানাফী মাযহাব। এর প্রধান কারণ ইল্‌মে ফিকহ্‌কে স্বতন্ত্র ইলম হিসেবে প্রতিষ্ঠকারী মহান ব্যক্তিত্ব ইমাম আযমের উপর থেকে মানুষের আস্থা বিনষ্ট করে হানাফী মাযহাবকে ঠুনকো প্রমাণ করতে পারলে বাকী তিন মাযহাব আপনা থেকেই দূর্বল হয়ে পড়বে।

একথাটি প্রমাণিত সত্য যে, দুনিয়া জুড়ে মাযহাব বিরোধী চক্র যে নামেই থাকুক না কেন এদের মাধ্যমেই যুবমানসে ধর্মীয় উগ্রতা ছড়ায়। ক্ষেত্র বিশেষে জঙ্গীবাদের মূল মদদ দাতা এরাই। এদের প্রতারণা থেকে সরলপ্রাণ মুসলমানকে রক্ষা করার জন্য উলামায়ে কিরামকে এগিয়ে আসতে হবে। হকপন্থী উলামায়ে কিরামের পরামর্শ নিয়ে সরকারেরও এগিয়ে আসা উচিত।

١ـ الامام ابن حجر مکی شافعی ـ الخیرات الحسان فی مناقب الامام الاعظم ابی حنیفة النعمان ـ ص ٢٥
الامام ملا علی القاری ـ مناقب الامام ابی حنیفة ـ ص ٤٨٤
العلامة ظفر احمد العثمانی ـ ابو حنیفة واصحابه المحدثون ـ ص ١٩

পরিশিষ্ট ক

ইমাম আযমের ফিকহী পরিষদ

হিসাব মতে দুনিয়ার অর্ধেকের চেয়েও বেশি মুসলমান হানাফী মাযহাবের অনুসারী। সারা বিশ্বের মাযহাবপন্থী মুসলমানগণের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ অর্থ্যাৎ ৬৬% হচ্ছেন হানাফী মাযহাব অনুসারী। আর বাকী তিন মাযহাব (শাফিঈ, মালিকী ও হাম্বালী) মিলে ৩৪%। হানাফী মাযহাবের এত ব্যাপক প্রসারের বিভিন্ন কারণ ইতিহাসের পাতায় চিহ্নিত হয়ে আছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো- ইমাম আযম এককভাবে কোন ফাতাওয়া বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না। তাঁর ছাত্রগণের মধ্য থেকে শীর্ষ চল্লিশ জনকে নিয়ে একটি ফিকহী পরিষদ গঠন করেছিলেন। প্রতিটি মাসআলা এই পরিষদের কাছে পেশ করা হতো। কুরআন, হাদীস এ সাহাবায়ে কিরামের মতামত ইত্যাদি ব্যাপক পর্যালোচনার পর সবার ঐক্যমতে গৃহীত সিদ্ধান্ত ইমাম আযমের কাছে পেশ করা হতো, তিনি প্রয়োজন হলে সংশোধন করে দিতেন। তারপর ইমাম ইয়াহইয়া সেটি লিখে রাখতেন। এভাবেই গড়ে উঠে *ফিকহে হানাফী*'র বিশাল ভাণ্ডার। এই পরিষদের অনেকেই ছিলেন স্বয়ংসম্পূর্ণ মুজতাহিদ। ইমাম আযমের *ফিকহী পরিষদ* এর চল্লিশ সদস্যের ইন্তিকাল সনের ক্রমানুযায়ী নাম নিম্নে উল্লেখিত হলো।

১. ইমাম যুফার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৫৭ হিজরী)

২. ইমাম মালিক ইবনে মিগওয়াল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৫৯ হিজরী)

৩. ইমাম দাউদ তাঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৬০ হিজরী)

৪. ইমাম মানদিল বিন আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৬৮ হিজরী)

৫. ইমাম নাদর বিন আবদুল কারীম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৬৯ হিজরী)

৬. ইমাম আম্‌র বিন মাইমুন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৭১ হিজরী)

৭. ইমাম হিব্বান বিন আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৭৩ হিজরী)

৮. ইমাম আবূ আসমাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৭৩ হিজরী)

৯. ইমাম যুহাইর বিন মুআবিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৭৩ হিজরী)

১০. ইমাম কাসিম বিন মুঈন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৭৫ হিজরী)

১১. ইমাম হাম্মাদ বিন ইমাম আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৭৬ হিজরী)

১২. ইমাম হাইবাজ বিন বুস্তাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৭৭ হিজরী)

১৩. ইমাম শারীক বিন আবদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৭৮ হিজরী)

১৪. ইমাম আফিয়া বিন ইয়াযীদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৮০ হিজরী)

১৫. ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুবারক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৮১ হিজরী)

১৬. ইমাম আবূ ইউসুফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৮২ হিজরী)

১৭. ইমাম মুহাম্মাদ বিন নূহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৮২ হিজরী)

১৮. ইমাম হুশাইম বিন বাশীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৮৩ হিজরী)

১৯. ইমাম আবূ সাঈদ ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়্যা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৮৪ হিজরী)

২০. ইমাম ফুদাইল বিন আয়াদ্ব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৮৭ হিজরী)

২১. ইমাম আসাদ বিন হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৮৮ হিজরী)

২২. ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৮৯ হিজরী)

২৩. ইমাম আলী বিন মুসাহির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৮৯ হিজরী)

২৪. ইমাম ইউসুফ বিন খালিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৮৯ হিজরী)

২৫. ইমাম আবদুল্লাহ বিন ইদরীস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৯২ হিজরী)

২৬. ইমাম আলী বিন তিবইয়ান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৯২ হিজরী)

২৭. ইমাম ফাদাল বিন মূসা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৯২ হিজরী)

২৮. ইমাম হাফস বিন গিয়াছ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৯৪ হিজরী)

২৯. ইমাম ওয়াকি ইবনুল জাররাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৯৭ হিজরী)

৩০. ইমাম হিশাম বিন ইউসুফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৯৭ হিজরী)

৩১. ইমাম ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৯৮ হিজরী)

৩২. ইমাম শুআইব বিন ইসহাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৯৮ হিজরী)

৩৩. ইমাম আবূ হাফস বিন আবদুর রহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৯৯ হিজরী)

৩৪. ইমাম আবূ মূতী বালাখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৯৯ হিজরী)

৩৫. ইমাম খালিদ বিন সুলাইমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৯৯ হিজরী)

৩৬. ইমাম আবদুল হামীদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ২০৩ হিজরী)

৩৭. ইমাম হাসান বিন যিয়াদ লু'লুয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ২০৪হিজরী)

৩৮. ইমাম আবূ আসীম নাবীল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ২১২ হিজরী)

৩৯. ইমাম মাক্কী বিন ইবরাহীম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ২১৫ হিজরী)

৪০. ইমাম হাম্মাদ বিন দালীল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ২১৫ হিজরী)

সূত্র:

১। মাওলানা মুফতি হাম্মাদুল্লাহ ওহীদ- তারীখুল ফিকহি ওয়াল ফুকাহা পৃঃ ৭৩-৭৪

২। ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, ইফাবা পৃঃ ৯৮-৯৯। (আল জাওয়াহিরুল মুদিয়্যা'র বরাতে)

পরিশিষ্ট খ

ইমাম আযমের ব্যবহৃত জামা

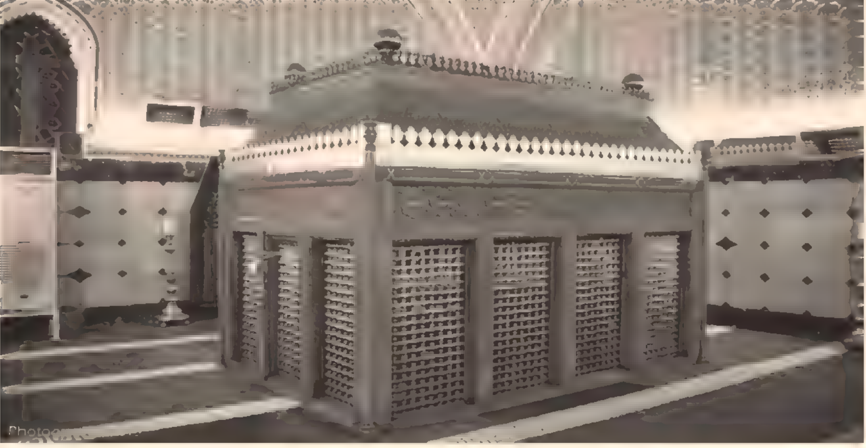
ইমাম আযম রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যবহৃত এ মুবারক জামাটি তুরস্কের ইস্তাম্বুলের তুপকাপে মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে।



পরিশিষ্ট গ

ইমাম আযমের রওযার ছবি

ইরাকের রাজধানী শহর বাগদাদে ইমাম আযমের রওযা শরীফ অবস্থিত; পরবর্তীতে এই এলাকার নামকরণ করা হয় আযামিয়্যা।



ইমাম ইবন হাজার মাক্কী শাফিঈ স্বীয় *আল খাইরাতুল হিসান* কিতাবে বলেন-

فی تأدب الائمة معه فی مماته کماهو فی حیاته وان قبره یزارلقضاء الحوائج

اعلم انه لم یزل العلماء وذوو الحاجات یزورون قبره ویتوسلون عنده فی قضاء حوائجهم ویرون نجح ذلك، منهم الامام الشافعی رحمه الله لما كان ببغداد، فـانه جاء عنه قال انی لأتبرك بأبی حنیفة واجیئ الی قبره فاذاعرضت لی حاجة صلیت رکعتین وجئت الی قبره وسألت الله عنه فتقضی سریعا۔

الامام ابن حجر المكی الشافعی۔ الخیرات الحسان مناقب الامام الا عظم ابی حنیفة النعمان۔ ص ١٢٩

অর্থাৎ : মৃত্যুর আগে ও পরে ইমাম আবূ হানীফার প্রতি ইমামগণের শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং উদ্দেশ্যপূরণের জন্য তাঁর কবর জিয়ারত।

জেনে রাখুন, উলামায়ে কিরাম ও প্রয়োজন পূরণে প্রত্যাশীগণ স্বীয় উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ইমাম আবূ হানীফার কবর যিয়ারত করতেন এবং হাজত পূরণের জন্য তার উসিলা নিয়ে দোয়া করতেন। এ সম্পর্কিত নিজেদের অভিজ্ঞতার কথাও বর্ণনা করতেন। ইমাম শাফিঈ'র বাগদাদ অবস্থানকালীন সময়ের কথা বর্ণিত আছে; তিনি বলেন, আমি আবূ হানীফার কবরে আসতাম এবং তাঁর দ্বারা বরকত হাসিল করতাম। যখনই আমার কোন হাজত দেখা দিত আমি দু'রাকাত নামায আদায় কারে আবূ হানীফার কবরে চলে আসতাম এবং তাঁর উসিলা নিয়ে আল্লাহর দরবারে দোয়া করতাম। তাৎক্ষনিক আমার হাজত পূরণ হয়ে যেতো।

সূত্র : ইমাম ইবনু হাজার মাক্কী শাফিঈ - আল খাইরাতুল হিসান, পৃষ্ঠা ১২৯

পরিশিষ্ট ঘ

ইমাম আযমের সাথে লেখকের সনদসূত্র

اسنادی إلی الامام الاعظم أبی حنیفة رضی الله عنه

اروی اجازة عن فضیلة الشیخ صاحب التالیفات محدث الحجاز الامام الدکتور السید محمد بن علوی بن عباس المالکی الحسنی (١٤٢٥-١٣٥٨ھ) (وهو اجازنی فی بیته حیث کنت بمکة مع والدی فی موسم الحج سنة ١٩٩٩م)

عن الشیخ محمد زکریاالکاندهلوی الحنفی والشیخ محمد ادریس الحنفی کلاهما عن الشیخ خلیل احمدالسهرانفوری الحنفی عن الشیخ عبدالغنی بن ابی سعید الدهلوی الحنفی عن الشیخ محمد عابدالحنفی عن الشیخ یوسف بن محمد الحنفی عن ابیه الشیخ محمد بن علاء الدین المزجاجی الحنفی عن الشیخ حسن بن علی العجیمی الحنفی عن الشیخ خیر الدین الرملی الحنفی عن ا لشیخ محمد بن السراج الحانوتی الحنفی عن الشیخ احمد بن الشلبی الحنفی عن الشیخ ابراهیم الکرکی الحنفی عن الشیخ امین الدین یحیی بن محمد الاقسرائی الحنفی عن الشیخ محمد بن محمد البخاری الحنفی عن الشیخ حافظ الدین محمد بن محمد بن علی الطاهری الحنفی عن الشیخ صدرالشریعة عبید الله بن مسعود الحنفی عن جده تاج الشریعة الشیخ محمود الحنفی عن والده صدرالشریعة الشیخ احمد الحنفی عن الشیخ ابی جمال الدین عبید الله ابراهیم المحبوبی الحنفی عن الشیخ محمدبن ابی بکر البخاری الحنفی عرف بامام زاده عن الشیخ ابی الفضائل شمس الائمة ابی بکر محمدالزرنجی الحنفی عن الشیخ ابی علی الخضربن علی النسفی الحنفی عن الشیخ ابی بکرمحمد بن فضل البخاری الحنفی عن الشیخ الاستاذ عبد الله بن محمد الحارث الحنفی عن الشیخ ابی حفص الصغیر محمد الحنفی عن ابیه الامام ابی حفص الکبیر احمد بن حفص البخاري الحنفی عن الامام محمد بن الحسن الشیبانی الحنفی عن الامام الاعظم ابی حنیفة نعمان بن ثابت الکوفی (المتوفی ١٥٠ھ) رضی الله عنه۔

وکذلك اروی اجازة عن شیخ الاسلام الدکتورمحمد طاهر القادری الحنفی حفظه الله (وهواجازنی لمازرته مع والدی فی بیت الحاج عبدالغفور بشرق لندن فی سنة ٢٠٠٥م) عن والده الشیخ المحدث الدکتور فرید الدین القادری الحنفی عن الشیخ عبد الهادی الانصاری الحنفی واخیه الکبیر

الشیـخ عبد الباقی بن علی محمدبن الانصاری المحدث اللکنوی الحنفی عن الشیـخ الامام ابی الحسنات محمد عبد الحی بن عبد الحلیم اللکنوی الحنفی والشیـخ السیـد علـی بـن طـاهـر الـوتری کلهما عن الشیخ عثمان بن محمد الـمیرغـنـی الـمـکـی الحنفی ومحدث الحجاز الشیخ محمد عابد بن احمد السـندی الـمـدنـی الـحنفی کلاهما عن الشیخ یوسف بن محمد المزجاجی الـحـنـفـی عـن ابیه الشیخ حسن بن علی العجیمی الحنفی عن الشیخ خیربن احـمد بن علی الرملی الحنفی (صاحب الفتاوی الخیریة)عن الشیخ محمد بن السـراج الـحـانـوتـی الـحنفی (صاحب الفتاوی) عن الشیخ احمد بن الشلبی الـحـنفی عن الشیخ ابراهیم بن عبد الرحمن الکرکی الحنفی عن الشیخ یحی بـن مـحـمد الاقصرائی الحنفی عن الشیخ محمد بن محمد البخاری الحنفی عن الشیخ حافظ الدین محمد بن محمد بن علی الطاهری الحنفی عن الشیخ صـدر الشـریـعة عبیـد الـلـه بـن مسـعـود الحنفی عن جده تاج الشریعة الشیخ مـحـمـود بـن احمد الحنفی عن والده صدرالشریعة الشیخ ا حمد الحنفی عن الشیـخ ابـی جمال الدین عبید الله ابراهیم المحبوبی الحنفی عن الشیخ محمد بـن ابـی بـکرالبخاری عرف بامام زاده الحنفی عن الشیخ ابی الفضائل شمس الائـمة ابـی بـکر محمد الزرنجی الحنفی عن شمس الائمة ابی بکر محمدبن ابـی بـکـر بـن ابـی سهـل السرخسی الحنفی (صاحب المبسوط) عن شمس الائـمة عبـد الـعـزیـز احـمـد الحلوائی الحنفی عن ابی الخضربن علی النسفی الـحنفی عن ابی بکر محمد بن فضل البخاری الحنفی عن الاستاذ عبد الله بن مـحـمـد الـحـارث الحنفی عن ابی حفص الصغیر محمد الحنفی عن ابیه ابی حـفـص الـکبیر احمد بن حفص البخاری الحنفی عن الامام الهمام محمد بن حسـن الشیبـانـی عـن الامـام الاعـظـم ابـی حـنیـفة النعمان بن ثابت الکوفی (المتوفی ١٥٠ه) نور الله مرقده ونفعنابعلومه۔

وکـذلك اروی اجازة عن فضیلة الشیخ المفتی محمد رفیع العثمانی بن فضیلة الشیـخ الـمـفتـی الاکبـر لباکستان محمد شفیع (وهو اجازنی لما لقیته بکلیة ابـراهیـم،بشـرق لندن فی سنة ٢٠١١م) عن الشیخ محمد زکریا الکاندهلوی عـن الشیـخ خـلیـل احـمـد السهـرانـفوری عن الشیخ عبد الغنی بن ابی سعید الدهلوی الحنفی عن الشیخ محمد عابد الحنفی عن الشیخ یوسف بن محمد الـحـنـفـی عن ابیه الشیخ محمد بن علاء الدین المزجاجی الحنفی عن الشیخ

حسن بن علی العجیمی الحنفی عن الشیخ خیرالدین الرملی الحنفی عن الشیخ محمد بن السراج الحانوتی الحنفی عن الشیخ احمد بن الشلبی الحنفی عن الشیخ ابراهیم الکرکی الحنفی عن الشیخ امین الدین یحیی بن محمد الاقسرائی الحنفی عن الشیخ محمد بن محمد البخاری الحنفی عن الشیخ حافظ الدین محمد بن علی الطاهری الحنفی عن الشیخ صدر الشریعة عبید الله بن مسعود الحنفی عن جده تاج الشریعة الشیخ محمود الحنفی عن والده صدر الشریعة الشیخ احمد الحنفی عن الشیخ ابی جمال الدین عبید الله ابراهیم المحبوبی الحنفی عن الشیخ محمد بن ابی بکر البخاری الحنفی عرف بامام زاده عن الشیخ ابی الفضائل شمس الائمة ابی بکر محمد الزرنجی الحنفی عن الشیخ ابی علی الخضربن علی النسفی الحنفی عن الشیخ ابی بکر محمد بن فضل البخاری الحنفی عن الشیخ الاستاذ عبد الله بن محمد الحارث الحنفی عن الشیخ ابی حفص الصغیر محمد الحنفی عن ابیه الامام ابی حفص الکبیر احمد بن حفص البخاری الحنفی عن الامام محمد بن الحسن الشیبانی الحنفی عن الامام الاعظم ابی حنیفة النعمان بن ثابت الکوفی (المتوفی ١٥٠ھ) رضی الله عنه۔

کتبه

احقرالعباد

محمد عبد الاول هلال بن

قدوة الفضلاء، استاذ العلماء، فخرالمحدثین

شیخ الحدیث العلامة محمد حبیب الرحمن بن مولانا ممتاز علی رحمه الله

سلهت، بنغلادیش۔

☆ الامام الدکتور السید محمد بن علوی المالکی المکی رحمه الله
الطالع السعید المنتخب من المسلسلات والاسانید۔

☆ شیخ الاسلام الدکتور محمد طاهر القادری حفظه الله
الانوارالمحمدیة فی اسانید الحنفیة۔

☆ الشیخ المفتی الاکبر مولانا محمد رفیع العثمانی حفظه الله
الفضل الربانی فی اسانید محمد رفیع العثمانی۔

গ্রন্থপঞ্জি

المآخذوالمراجع

عربى আরবী

١ ـ الامام الحافظ ابى عبد الله محمد بن حسن الشيبانى المتوفى ١٨٩ھ
كتاب الاثار
ادارة القرآن، كراتشى، باكستان ١٤١٩

٢ ـ الامام العلامة المحدث صدر الدين موسى بن زكريا الحصكفى المتوفى ٦٥٠ھ
مسند الامام الاعظم
ترتيب: لخاتمة الحفاظ محدث الحجاز محمدعابد السندى الانصارى المتوفى ١٢٥٧ھ
اصح المطابع، كراتشى، باكستان دون تاريخ

٣ ـ الامام ابى محمد عبد الله بن محمد ابن الحارث الحارثى المتوفى ٣٤٠ھ
مسند ابى حنيفة
علق عليه وخرج احاديثه : فضيلة الشيخ لطيف الرحمن البهرائجى القاسمى
المكتبة الامدادية، مكة المكرمة، ١٤٣٠ھ

٤ ـ الامام يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البرالمالكى المتوفى ٤٦٣ھ
الانتقاء فى فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء
اعتنى به : الشيخ عبد الفتاح ابو غدة المتوفى ١٤١٧ھ
المكتبة الغفورية العاصمية ، كراتشى، باكستان، ١٤١٦ھ

٥ ـ الامام یوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البرالمالکی المتوفی ٤٦٣ھ
جامع بیان العلم وفضله
تحقیق : مسعد عبد الحمید محمد السعدنی
دار الکتب العلمیة، بیروت ، لبنان ٢٠٠٧م

٦ ـ الامام الحافظ ابی عبد الله محمدبن احمد بن عثمان الذهبی المتوفی ٧٤٨ھ
مناقب الامام ابی حنیفة وصاحبیه ابی یوسف ومحمد بن حسن
علق علیه:الشیخ محمد زاهد الکوثری، والشیخ ابو الوفاء الافغانی
لجنة احیاء المعارف النعمانیة، حیدرآباد دکن، الھند، ١٤١٩ھ

٧ ـ الامام الحافظ ابی عبد الله محمدبن احمد بن عثمان الذهبی المتوفی ٧٤٨ھ
ذکر من یعتمد قوله فی الجرح والتعدیل
دارالبشائر، بیروت، لبنان، ١٤١٠ھ

٨ ـ الامام الحافظ ابی عبد الله محمدبن احمد بن عثمان الذهبی المتوفی ٧٤٨ھ
تذکرة الحفاظ
احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، ١٣٧٣ھ

٩ ـ الامام الحافظ ابی عبد الله محمدبن احمد بن عثمان الذهبی المتوفی ٧٤٨ھ
میزان الاعتدال فی نقد الرجال
دار المعرفة، بیروت، لبنان دون تاریخ

١٠ ـ الامام الحافظ ابی عبد الله محمدبن احمد بن عثمان الذهبی المتوفی ٧٤٨ھ
سیر اعلام البنلاء
المکتبة العصریة، بیروت، لبنان، ٢٠١٠م

١١ ـ الامام الحافظ ابى عبد الله محمدبن احمد بن عثمان الذهبى المتوفى ٧٤٨هـ
الكاشف فى معرفة من له رواية فى كتب الستة
دار القبلة للثقافة الاسلامية، جده، المملكة العربية السعودية ـ ١٤١٣هـ

١٢ ـ الامام الحافظ ابى عبد الله محمدبن احمد بن عثمان الذهبى المتوفى ٧٤٨هـ
تاريخ الاسلم وطبقات المشاهير والاعلام
دار الكتب العربى، بيروت، لبنان، ١٩٦٢م

١٣ ـ امام الهند شاه ولى الله الدهلوى المتوفى ١١٧٦هـ
الانصاف فى بيان اسباب الاختلاف
دار النفائس، بيروت، لبنان، ١٣٩٧هـ

١٤ ـ الشيخ عبد الفتاح ابو غده المتوفى ١٤١٧هـ
لمحات من تاريخ السنة وعلوم التاريخ
دار البشائر الاسلامية، بيروت، ٢٠٠٨م

١٥ ـ الشيخ الدكتور عجاج الخطيب الحسينى
السنة قبل التدوين
دارالفكر، بيروت، لبنان، ١٩٨١م

١٦ ـ الامام ابو العباس شمس الدين احمدبن محمد ابن خلكان المتوفى ٤٦٣هـ
وفيات الاعيان وانباء الزمان
دارالثقافة، بيروت، لبنان، ١٩٨٦م

١٧ ـ الامام محمد بن عبد الغنى المعروف بابن النقطة الحنبلى المتوفى ٦٢٩ھ
التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد
تحقيق: كمال يوسف الحوت
دارالكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٩٨٨م

١٨ ـ الامام ابو القاسم عبد الله بن محمد بن احمد بن يحيى بن الحارث السعدى المعروف بابن ابى العوام المتوفى ٣٣٥ھ
فضائل ابى حنيفة واخباره ومناقبه
اعتناء: الشيخ لطيف الرحمن القاسمى
المكتبة الامدادية، مكه المكرمة، ٢٠١٠م

١٩ ـ الامام ابى حاتم محمد بن حبان بن احمد التميمى البستى المتوفى ٣٥٤ھ
مشاهر علماء الامصار
دارالكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٩٥٩م

٢٠ ـ الامام ابى حاتم محمد بن حبان بن احمد التميمى البستى المتوفى ٣٥٤ھ
كتاب الثقات
دارالفكر، بيروت، لبنان، ١٩٧٩م

٢١ ـ الامام الحافظ ابو الفضل شهاب الدين احمد بن على ابن حجر العسقلانى المتوفى ٨٥٢ھ
الايثار لمعرفة رواة الاثار
تحقيق: سيد كسروى حسن
دارالكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤١٣ھ

٢٢ ـ الامـام الحافظ ابو الفضل شهاب الدين احمد بن على ابن حجر العسقلانى المتوفى ٨٥٢ھ
تعجيل المنفعة بزوائد رجال الائمة الا ربعة
دارالكتب العربى، بيروت، لبنان، دون تاريخ

٢٣ ـ الامـام الحافظ ابو الفضل شهاب الدين احمد بن على ابن حجر العسقلانى المتوفى ٨٥٢ھ
تهذيب التهذيب
دارالفكر، بيروت، لبنان، ١٤٠٤ھ

٢٤ ـ الامـام الحافظ ابو الفضل شهاب الدين احمد بن على ابن حجر العسقلانى المتوفى ٨٥٢ھ
هدى السارى مقدمة فتح البارى
دار المعرفة، بيروت، لبنان، دون تاريخ

٢٥ ـ الامام ابو عبد الله محمد بن ابى بكر ايوب زرعى ابن قيم المتوفى ٧٥١ھ
اعلام الموقعين عن رب العالمين
دارالجليل، بيروت، لبنان، ١٩٧٣م

٢٦ ـ الامام جلال الدين ابو بكر السيوطى المتوفى ٩١١ھ
تبييض الصحيفة فى مناقب ابى حنيفة
تحقيق: محمود محمد محمود حسن نصار
دارالكتب العربى، بيروت، لبنان، ١٤١٠ھ

٢٧ ـ الامام جلال الدين ابو بكر السيوطى المتوفى ٩١١ھ
تبييض الصحيفة فى مناقب ابى حنيفة
علق عليه : الشيخ المفتى عاشق الهى البرنى
دارالقرآن، كراتشى، باكستان، ١٤١١ھ

٢٨ـ الامام جلال الدين ابو بكر السيوطى المتوفى ٩١١ه
تدريب الراوى شرح تقريب النووى
احياء التراث العربى، بيروت، لبنان، ٢٠٠١م

٢٩ـ الامام مفتى الحجاز شهاب الدين احمد بن حجر الهيتمى المكى المتوفى ٩٧٣ه
الخيرات الحسان فى مناقب الامام الاعظم ابى حنيفة النعمان
قدم له وحققه :الشيخ خليل محى الدين الميس
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤٠٣ه

٣٠ـ الامام مفتى الحجاز شهاب الدين احمد بن حجر الهيتمى المكى المتوفى ٩٧٣ه
الخيرات الحسان فى مناقب الامام الاعظم ابى حنيفة النعمان
علق عليه :الشيخ المفتى عاشق الهى البرنى
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤١١ه

٣١ـ الشيخ السيد عفيفى
حياة الامام ابى حنيفة
دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ١٩٦٢م

٣٢ـ السلطان الملك ابو المظفر عيسى بن سيف الدين المتوفى ٦٢٤ه
السهم المصيب فى كبد الخطيب
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان دون تاريخ

٣٣ـ الشيخ مجد الدين احمد بن المهدى السيواسى
مناقب الامام الاعظم
دار السعادة، استانبول، ١٣٤٥ه

٣٤ـ الامـام نـور الـديـن بـن سـلطان ملاعلى القارى المكى الحنفى المتوفى ١٠١٤ھ
شرح مسند الامام ابى حنيفة
قدم له: الشيخ خليل محى الدين الميس
دار الكتب العلمة، بيروت، لبنان دون تاريخ

٣٥ـ الامـام نـور الـديـن بـن سـلطان ملاعلى القارى المكى الحنفى المتوفى ١٠١٤ھ
مناقب الامام الاعظم
مير محمد كتب خانه، كراتشى، باكستان دون تاريخ

٣٦ ـ الامام بدر الدين ابو محمد محمود بن احمد العينى المتوفى ٨٥٥ھ
عمدة القارى شرح صحيح البخارى
دار الفكر، بيروت، لبنان، ١٣٩٩ھ

٣٧ـ الامام ابو عبد الله محمد بن يوسف الصالحى الدمشقى المتوفى ٩٤٢ھ
عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابى حنيفة النعمان
مكتبة الشيخ، حيدرآباد دكن، الهند، ١٣٩٤ھ

٣٨ـ الفقيه المحدث المؤرخ عبد القادر بن ابى الوفاء القرشى المتوفى ٧٧٥ھ
الجواهر المضية فى طبقات الحنفية
اعتنى به : محمد عبد الله الشريف
دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان، ٢٠٠٥م

٣٩ـ الامام ابو الفداء اسماعيل بن عمرابن كثير المتوفى ٧٧٤ھ
البداية والنهاية
دار الفكر، بيروت، لبنان، ١٤٠١ھ

٤٠ ـ الامـام السيـد ابـو الـفيـض محمدبن محمد بن محمد مرتضى الزبيدى الحسينى المتوفى ١٢٠٥هـ

عـقـود الـجـواهـر الـمنيفة فى ادلة مذهب الامام ابى حنيفة مما واقف فيه الائمة الاربعة الستة او احدهم

ايج ايم سعيد كمبنى، كراتشى، باكستان دون تاريخ

٤١ ـ الامام ابو المؤيد محمود بن محمد الخوارزمى المتوفى ٦٦٥هـ

جامع مسانيد الامام

نسخة مايكروفلم، من المكتبة البريطانى ـ لندن

٤٢ ـ العلامة الشيخ عبد الرشيد النعمانى المتوفى ١٤٢٠هـ

مكانة الامام ابى حنيفة فى الحديث

اعتنى به : الشيخ عبد الفتاح ابى غدة

مكتبة المطبوعات الاسلامية، حلب، بيروت، لبنان، ١٤٢٨هـ

٤٣ ـ العلامة الشيخ عبد الرشيد النعمانى المتوفى ١٤٢٠هـ

الامام ابن ماجه و كتابه السنن

اعتنى به : الشيخ عبد الفتاح ابى غدة

مكتبة المطبوعات الاسلامية، حلب، بيروت، لبنان، ١٤١٩هـ

٤٤ ـ الشيخ محمد نور سويد

الامام ابو حنيفة النعمان محدثا فى كتب المحدثين

قـدم لـه : الـدكـتـور عـناية الله ابلاغ، الدكتور محمود طحان، الدكتور محمد فوزى فيض الله

دار البيان، الكويت ـ ١٤٢٤هـ

٤٥ـ الشيخ الدكتور محمد قاسم عبده الحارثی
مكانة الامام ابی حنيفة بين المحدثين
قرظه : الشيخ عبد الرشيد النعمانی
ادارة القرآن والعلوم الاسلامية، كراتشی، باكستان، ١٤٢١ھ

٤٦ ـ الدكتور احمد سعيد حوی (استاذ جامعة الزرقاء الاهلية)
المدخل الی مذهب الامام ابی حبيفة النعمان
دار الاندلس، جده، المملكة العربية السعودية، ٢٠٠٢م

٤٧ ـ الامام ابو الحسنات محمد عبد الحی اللكنوی الهندی المتوفی ١٣٠٤ھ
الرفع والتكميل فی الجرح والتعديل
حققه وخرج نصوصه وعلق عليه : الشيخ عبد الفتاح ابو غده المتوفی ١٤١٧ھ
دار السلام بالقاهرة، المصر، ١٤٢١ھ

٤٨ ـ الامام ابو الحسنات محمد عبد الحی اللكنوی الهندی المتوفی ١٣٠٤ھ
التعليق الممجد علی مؤطامحمد
قديمی كتب خانه، كراتشی، باكستان دون تاريخ

٤٩ ـ الامام ابو الحسنات محمد عبد الحی اللكنوی الهندی المتوفی ١٣٠٤ھ
الاجوبة الفاضلة للاسئلة العشرة الكاملة
وعليه : التعليقات الحافلة علی الاجوبة الفاضلة
بقلم : الشيخ عبد ا لفتاح ابو غده
مكتبة المطبوعات الاسلامية، دار السلام، حلب، ٢٠٠٩م

٥٠ـ الامام ابو الحسنات محمد عبد الحی اللکنوی الهندی المتوفی ١٣٠٤ھ
النافع الکبیر لمن یطالع الجامع الصغیر (شرح الجامع الصغیر للامام محمد)
ادراۃ القرآن والعلوم الاسلامیة، کراتشی، باکستان، ١٩٩٠م

٥١ـ الامام ابو الحسنات محمد عبد الحی اللکنوی الهندی المتوفی ١٣٠٤ھ
الفوائد البهیة فی تراجم الحنفیة
نور محمد کارخانه تجارت، کراتشی، باکستان، ١٣٩٣ھ

٥٢ـ الدکتورعبد الرحمن رافت الباشا
صور من حیاة التابعین
المکتبة الغفوریة العاصمیة، کراتشی ، باکستان دون تاریخ

٥٣ـ الشیخ الدکتور اسعد محمد سعید الصاغرجی (فقیه الشام فی عصرنا هذا)
الفقه الحنفی وادلته
دار الکلم الطیب، دمشق، بیروت، ٢٠٠٣م

٥٤ـ العلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون بن محمد بن خلدون المتوفی ٧٣٢ھ
مقدمة ابن خلدون
دار الجلیل، بیروت، لبنان دون تاریخ

٥٥ـ الامام کمال الدین احمد بن القاضی حسام الدین البیاض الحنفی
الاصول المنیفة للامام ابی حنیفة
قدم له وضبطه ووضع حواشیه : محمد عبد الرحمن الشاغول
المکتبة الازهریة للتراث، القاهرة، مصر دون تاریخ

٥٦ ـ الامام المحدث محمد زاهد بن الحسن الكوثرى المتوفى ١٣٧١هـ
تانيب الخطيب على ماساقه فى ترجمة ابى حنيفة من الاكاذيب
ويليه : الترحيب بنقد التأنيب
المكتبة الازهرية للتراث، القاهرة، مصر، ٢٠٠٦م

٥٧ـ الامام المحدث محمد زاهد بن الحسن الكوثرى المتوفى ١٣٧١
النكت الطريفة فى التحدث عن ردود ابن ابى شيبة على ابى حنيفة
المكتبة الازهرية للتراث، القاهرة، مصر، ٢٠٠٠م

٥٨ ـ الامام المحدث محمد زاهد بن الحسن الكوثرى المتوفى ١٣٧١هـ
فقه اهل العراق وحديثهم
تحقيق : الشيخ عبد الفتاح ابو غدة المتوفى ١٤١٧هـ
المكتبة الازهرية للتراث، القاهرة، مصر، ٢٠٠٢م

٥٩ ـ الامام المحدث محمد زاهد بن الحسن الكوثرى المتوفى ١٣٧١هـ
حسن التقاضى فى سيرة الامام ابى يوسف القاضى
المكتبة الازهرية للتراث، القاهرة، مصر

٦٠ ـ الامام المحدث محمد زاهد بن الحسن الكوثرى المتوفى ١٣٧١هـ
لمحات النظر فى سيرة الامام زفر
المكتبة الازهرية للتراث، القاهرة، مصر دون تاريخ

٦١ ـ الامام المحدث محمد زاهدبن الحسن الكوثرى المتوفى ١٣٧١هـ
بلوغ الامانى فى سيرة الامام محمد بن حسن الشيبانى
المكتبة الازهرية للتراث، القاهرة، مصر دون تاريخ

٦٢ـ الامام المحدث محمد زاهد بن الحسن الكوثرى المتوفى ١٣٧١هـ
الحاوى فى سيرة الامام ابى جعفر الطحاوى
المكتبة الازهرية للتراث، القاهرة، مصر دون تاريخ

٦٣ـ الامام المحدث محمد زاهد بن الحسن الكوثرى المتوفى ١٣٧١هـ
مقدمات الامام الكوثرى
المكتبة الازهرية للتراث، القاهرة، مصر، ٢٠٠٦م

٦٤ـ الشيخ الدكتور مصطفى السباعى المتوفى ١٩٦٢م
السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامى
دار الوراق، بيروت، لبنان، ٢٠٠٧م

٦٥ـ الشيخ عبد العزيز الشناوى
الائمة الاربعة
مكتبة الايمان، المنصورة، ٢٠٠٦م

٦٦ـ الشيخ عبد العزيز يحيى السعدى
الامام الاعظم ابو حنيفة والثنائيات فى مسانيده
تقديم :فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحليم النعمانى، فضيلة الشيخ نور الدين عتر
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ٢٠٠٥م

٦٧ـ الشيخ مناع خليل القطان
تاريخ التشريع الاسلامى، التشريع الفقه
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، ٢٠٠٢م

٦٨ـ محمد مفيض الرحمن بن احمد حسين الشاتغامى
تدوين مذهب الاحناف واصوله فى الحديث
زمزم پبلشرز، كراتشى ، باكستان، ١٤٢٤ھ

٦٩ـ العلامة المحدث محمد حسن السنبلى المتوفى ١٣٠٥ھ
تنسيق النظام فى مسند الامام
اصح المطابع وكارخانه تجارت، كراتشى، باكستان دون تاريخ

٧٠ـ الامام ابو المواهب عبد الوهاب بن احمد بن على الانصارى الشافعى المعروف بالشعرانى المتوفى ٩٧٣ھ
الطبقات الكبرى
ضبطه وصححه :خليل المنصور
دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان، ١٩٩٧م

٧١ـ الامام ابو المواهب عبد الوهاب بن احمد بن على الانصارى الشافعى المعروف بالشعرانى المتوفى ٩٧٣ھ
الميزان الكبرى
دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان، ١٩٩٨م

٧٢ـ الامام جمال الدين ابى الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد المعروف بابن الجوزى المتوفى ٥٩٧ھ
صفة الصفوة
تحقيق : حازم القاض
مكتبة نزار مصطفى الباز، المكة المكرمة، الرياض، المملكة العربية السعودية، ٢٠٠٥م

٧٣ـ الامام ابى عبد الله محمد بن عبد الرحمن السخاوى المتوفى ٩٠٦ھ

فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقى

شرح وتحقيق :رضوان جامع رضوان

مكتبة نزار مصطفى الباز، المكة المكرمة، الرياض، المملكة العربية السعودية، ٢٠٠٥م

٧٤ـ الامام القاضى ابى زكريا يحيى بن ابراهيم بن ا حمد بن محمد السلماسى الفقيه المتوفى ٥٥٠ھ

كتاب فيه منازل الائمة الاربعة

علق عليه : ابويحيى عبد الله الكندرى

دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ١٩٩٩م

٧٥ـ العلامة الحافظ محمد عبد الاول جون فورى المتوفى ١٣٣٣ھ

النوادر المنيفة فى مناقب الامام ابى حنيفة

اعظم المطابع، جون فور، الهند، ١٨٩٣م

٧٦ـ الامام ابو المظفر جمال الدين يوسف بن فرغل بن عبد الله البغدادى سبط ابن الجوزى المتوفى ٦٥٤ھ

الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح

شرح وتعليق : الامام محمد زاهد الكوثرى المتوفى ١٣٧١ھ

المكتبة الازهرية للتراث، القاهرة، مصر، ١٩٩٥م

٧٧ـ الامام ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الحاكم المتوفى ٤٠٥ھ

تسمية من اخرجهم البخارى ومسلم

مؤسسة الكتب، بيروت، لبنان، ١٤٠٧ھ

۷۸ـ الامـام ابـو بـكـراحـمـدبـن عـلى بن ثابت بن احمد الخطيب البغدادى
المتوفى ٤٦٣ھ
تاريخ البغداد
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان دون تاريخ

۷۹ـ الامـام ابـو بـكـراحـمـدبـن عـلى بن ثابت بن احمد الخطيب البغدادى
المتوفى ٤٦٣ھ
الجامع لاخلاق الراوى واداب السامع
مكتبة المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية، ١٤٠٣ھ

۸۰ـ الامـام ابـو بـكـراحـمـدبـن عـلى بن ثابت بن احمد الخطيب البغدادى
المتوفى ٤٦٣ھ
الرحلة فى طلب الحديث
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٣٩٥ھ

۸۱ـ الشيخ مصطفى بن عبد الله حاجى خليفة المتوفى ١٠٦٧ھ
كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون
دار الفكر، بيروت ، لبنان، ١٩٦٨م

۸۲ـ الامـام جـمـال الـديـن ابـو مـحـمـد عبد الله بن يوسف الزيلعى الحنفى
المتوفى ٧٦٢ھ
نصب الراية لاحاديث الهداية
دار نشر الكتب الاسلامية۔ لاهور، باكستان

٨٣ـ الامام ابو عبد الله محمد ابن سعد المتوفى ٢٣٠ھ
الطبقات الكبرى
دار الصادر، بيروت ، لبنان دون تاريخ

٨٤ـ الامام حسين بن على الصميرى المتوفى ٤٣٦ھ
اخبار ابى حنيفة واصحابه (الطبعة الثانية)
عالم الكتب، بيروت ، لبنان، ١٩٨٠م

٨٥ـ الدكتوراحمد محمد نور يوسف
يحيى بن معين وكتابه التاريخ
مركز البحث العالمى واحياء التراث الاسلامى، مكة المكرمة، ١٩٧٩م

٨٦ـ الامام محمد بن محمد شهاب ابن بزار الكردرى المتوفى ٨٢٧ھ
مناقب الامام الاعظم ابى حنيفة
مكتبة الاسلامية، كوئته، باكستان، ١٤٠٧ھ

٨٧ـ الامام محمد ابو زهرة
ابو حنيفة : حياته وعصره وارائه وفقهه
دار الفكرالعربى، القاهرة، مصر،١٩٩٧م

٨٨ـ الامام محمد ابوزهرة
اعلام العلماء قدماء ومعاصرين
اعتنى به :مجد احمد مكى
دار الفتح للدراسات والنشر ـ عمان، الاردن، ٢٠٠٩م

٨٩ـ الامام موفق ابن احمد بن محمد المكى المتوفى ٥٦٨ھ
مناقب الامام الاعظم ابى حنيفة
مكتبة الاسلامية، كوئته، باكستان، ١٤٠٧ھ

٩٠ـ الشيخ ظفر احمد العثمانى المتوفى ١٣٩٤ھ
ابو حنيفة واصحابه المحدثون
ادارة القرآن والعلوم الاسلامية، كراتشى، باكستان، ١٤١٤ھ

٩١ـ الشيخ ظفر احمد العثمانى المتوفى ١٣٩٤ھ
قواعد فى علوم الحديث
علق عليه :الشيخ عبد الفتاح ابو غده
ادارة المطبوعات الاسلامية، حلب، سوريا، ١٤١٤م

٩٢ـ الشيخ عبد الحليم الجندى
ابو حنيفة بطل الحرية والتسامع
دار سعد للطباعة والنشر، ١٩٤٥م

٩٣ـ الشيخ محمد عومة
اثر الحديث الشريف فى اختلاف ائمة الفقهاء
دار القبلة للثقافة الاسلامية، جدة، السعودية، ١٤١٠ھ

٩٤ـ العلامة الشيخ مرعى بن يوسف الحنبلى الكرمى المتوفى ١٠٣٣ھ
كتاب تنوير بصائر المقلدين فى مناقب الائمة المجتهدين
تحقيق : عبد الله الكندرى
دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ١٩٩٧م

۹۵۔ مولی تقی الدین بن عبد القادر التمیمی الداری الغزی المصری الحنفی المتوفی ۱۰۰۵ھ
الطبقة السنية فی تراجم الحنفية
تحقیق :الدکتور عبد الفتاح محمد الحلو
دارالرفاعی، الریاض، السعودیة، ۱۹۸۳م

اردو کتب

۹۶۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری
امام ابو حنیفہ امام الائمۃ فی الحدیث (جلد اول)
منہاج القرآن پبلیکیشنز، لاہور، پاکستان، ۲۰۰۷م

۹۷۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری
تذکرہ مسانید امام اعظم
منہاج القرآن پبلیکیشنز، لاہور، پاکستان، ۲۰۰۸م

۹۸۔ حضرت شاہ ابو الحسن زید فاروقی مجددی
سوانح امام اعظم ابو حنیفہ
الفاروق بک فاؤنڈیشن، لاہور، پاکستان، ۲۰۰۳م

۹۹۔ شمس العلماء مولاناشبلی نعمانی، متوفی ۱۹۱٤م
سیرۃ النعمان
دارالاشاعت، کراچی، پاکستان، ۱۴۱۲ھ

۱۰۰۔ مولانا محمد اویس سرور
ائمہ اربعہ کے دلچسپ واقعات
بیت العلوم، لاہور، پاکستان

١٠١۔ حضرت قاضی مولانا اطہر مبارکپوری
سیرت ائمہ اربعہ
ادارہ اسلامیات، لاہور، پاکستان، ۱۹۹۰م

١٠٢۔ حضرت مولان مفتی حماد الله وحید
تاریخ الفقه والفقهاء
زمزم پبلیشرز، کراجی، پاکستان، ۲۰۰۷م

١٠٣ ۔ شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی
درس ترمذی جلد اول
ترتیب: مولانا رشید اشرف سیفی
مکتبہ دارالعلوم کراچی، پاکستان، ۲۰۰۴م

١٠٤۔ شیخ محمد ابو زهره
حیات حضرت امام ابوحنیفہ
ترجمہ: پروفیسر غلام احمد حدیری
ملک سنز، فیصل آباد، پاکستان، ۱۹۸۳م

١٠٥ ۔شیخ محمد ایوب الرشیدی
احناف حفاظ حدیث کی فن جرح وتعدیل میں خدمات
زمزم پبلیشرز، کراچی، پاکستان، ۲۰۰۴م

বাংলা

১০৬. চারি মাযহাব (সমস্যা ও সমাধান)
খোন্দকার মাওলানা মোঃ বশির উদ্দিন (এম, এম)
প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৮১

১০৭. হাদীস সংকলনের ইতিহাস
মূল : মূফতী সায়্যিদ আমীমুল ইহসান (১৯১১-১৯৭৪)
অনুবাদ : মাওলানা শরীফ মোঃ ইউসুফ
ইসলামী একাডেমী, ঢাকা
প্রথম প্রকাশ : রবিউসসানী ১৪১১ নভেম্বর ১৯৯০

১০৮. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী
হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস
এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা
আগস্ট ১৯৯২ (চতুর্থ মূদ্রণ)

১০৯. ইমাম আযম আবূ হানিফা (রহঃ)
সাদেক শিবলী জামান
রহমানিয়া লাইব্রেরী ঢাকা
মার্চ– ১৯৯৯

১১০. মাযহাব মানব কেন?
মুফতি মোঃ আবদুল্লাহ
বাতিল প্রতিরোধ লাইব্রেরী ঢাকা
জুন ১৯৯৯

১১১. ফাতাওয়া ও মাসাইল (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
ইফাবা-১৮৭৮/১
২য় সংস্করণ
জুন ২০০১

১১২. **ইমাম আ'যম হযরত আবূ হানিফা (রহঃ)**
মূল : আল্লামা শিবলী নো'মানী (রহঃ)
অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ রাজি নো'মানী
এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা
প্রথম মূদ্রণ: জুলাই ২০০১

১১৩. **হাদীস শাস্ত্র বিশারদ**
ইমাম আবূ হানীফা (র.)
মূল : মুহাম্মাদ নূর সুওয়াইদ
অনুবাদ : ড. আব্দুল্লাহ আল মা'রূফ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
ইফা ২৬০০, অক্টোবর ২০১২

১১৪. **দুহাল ইসলাম (দ্বিতীয় খণ্ড)**
মূল : ড. আহমাদ আমীন
অনুবাদ : মাওলানা আবূ তাহের মিসবাহ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
ইফাবা-২০৬৩, মে ২০০২

১১৫. **মুসনাদে ইমাম আযম**
অনুবাদ : মুহাম্মদ সিরাজুল হক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
ইফাবা-২০২৪, এপ্রিল ২০০২

১১৬. **হাদীস সংগ্রহের ভ্রমণ কাহিনী**
ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন
মোঃ জাহিদুল ইসলাম
এদারায়ে কুরআন-বাংলাবাজার, ঢাকা
নভেম্বর ২০০২

১১৭. **হানাফীদের কয়েকটি জরুরী মাসায়েল**
মাওলানা মোঃ আবূ বকর সিদ্দীক
মদিনা পাবলিকেশান্স, ঢাকা
১ম প্রকাশ : ২০০২

১১৮. ইমাম আযম আবূ হানীফা র.
এ. এম. এম সিরাজুল ইসলাম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
ইফাবা-২০১৯/১, ফেব্রুয়ারি ২০০৪

১১৯. ইসলামী শরীয়াহ ও সুন্নাহ
মূল : ড. মুস্তাফা সুবায়ী
অনুবাদ : এ. এম এম সিরাজুল ইসলাম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
ইফাবা-১৬২০/১, ফেব্রুয়ারি ২০০৪

১২০. ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
ইফাবা-২২৫০, এপ্রিল ২০০৪

১২১. চার ইমামের জীবনকথা
মূলঃ রঈস আহমদ জাফরী
অনুবাদঃ মোস্তাফা ওয়াহীদুজ্জামান
খায়রুন প্রকাশনী ঢাকা, নভেম্বর ২০০৪

১২২. মাযহাব মানি কেন?
মুফতী রফিকুল ইসলাম আল-মাদানী
মাকতবাতুল আবরার
ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা
আগস্ট ২০০৪

১২৩. ইসলামী বিশ্বকোষ (২য় খণ্ড)
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
ইফাবা-১৩২৫/২
দ্বিতীয় সংস্করণ, জুন ২০০৫

১২৪. সীরাতে নু'মান
মূলঃ মাওলানা শিবলী নু'মানী
অনুবাদ মাওলানা আবদুল জব্বার সিদ্দিকী
মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, আগস্ট ২০০৫

১২৫. **ইমামুল মুহাদ্দিসীন**
মূল: মাওলানা হাকিম আফসার বাশাহ
অনুবাদ: মাওলানা যায়েদ সালীমুল্লাহ
নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী, ঢাকা
জুমাদাল উলা ১৪২৭ হিজরী, মে ২০০৬

১২৬. **হাদীস সংকলনের ইতিহাস**
মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম
খায়রুন প্রকাশনী ঢাকা
১০ম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৭

১২৭. **মাযহাব কি ও কেন**
মূল : মুফতি মাওলানা তাকী উসমানী
অনুবাদ : আবূ তাহের মেসবাহ
মোহাম্মদী বুক হাউস, চকবাজার, ঢাকা
(তারিখ বিহীন)

ইংরেজী

128. **The kitab Al-Athar of Imam Abu Hanifah**
The Narration of Imama Muhammad Ibn Al Hasan Ash-Shybani.
Translation: Abdassamad Clarke
Published : Turath Publishing
79Mitcham Road, Tooting
London SW 19 9PD
1427/2006

129. **The Four Imams**
Thier lives, Works and thier Schools of Thought
Muhammad abu Zahra
Translation : Aisha Bewley
Dar Al Taqwa Ltd
Baker Street. London NW1 6AE
2001

130. **Fiqh al-Imam**
Key Proofs in Hanafi Fiqh
Abdur- Rahman Ibn Yusuf
White Thread Press
California USA
2007



Al Habib Foundation
www.alhabibfoundation.com